لا اله الا الله محمد رسول الله

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI
Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪ তম বর্ষ ।। ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা
৬ই রজব ১৪১৩ হিঃ ।। ১৭ পৌষ, ১৩৯৯ বাংলা ।। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ)

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১
হাদীস শরীফ : পরীক্ষা
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫
জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ৭
জুমু'আর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ১৯
জাগ্রত বিবেকের কাছে বিনীত আবেদন
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ৩৫
দুনিয়াটা ঘুরে এলাম
জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩৭
ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলাম
মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৪৩
গত ২৯শে অক্টোবর মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ-মিশন কমপ্লেক্সে হামলা :
বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সৌজন্যে ৪৭
ভেবে দেখা দরকার ৬২
শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামের নিকট সবিনয় জিজ্ঞাসা
মৌলানা আবু দাউদ ইসলামাবাদী ৬৩
কবিতা : দুঃসময়, আশীর্বাদ তুমি
জনাব মুহাম্মদ সেলিম খান ৬৪
মসজিদ গড়া
আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্সী ৬৫
একটি আইন ও কিছু কথা
জনাব আহসান জামীল ৬৮
সংবাদ ৭৩
সম্পাদকীয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অত্র সংখ্যায় পরিবেশিত বিবৃতি, চিঠি-পত্র, প্রতিবেদন প্রভৃতি উল্লেখিত পত্র-পত্রিকার লেখক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব ।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
৫৪তম বর্ষ : ৯—১১ সংখ্যা
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ : ১৫ই ফাতাহ্, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১লা পৌষ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্ বাকারা—২

২৪৯। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় তাহার শাসনক্ষমতার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবূত (৩০৮) আসিবে যাহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে মনের প্রশান্তি থাকিবে এবং মূসার বংশধরগণ এবং হারূনের বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে উহার উত্তম অবশিষ্টাংশ (৩০৯) থাকিবে, ফিরিশ্তাগণ উহা বহন করিবে। যদি তোমরা মোমেন হইয়া থাক তাহা হইলে অবশ্যই ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।' ৩২ রুকু

৩০৮। 'তাবূত' অর্থ (১) সিন্দূক বা বাক্স (২) বক্ষস্থল, বুক ও বুকের হাড় এবং যাহা কিছু সেখানে থাকে, যেমন হৃদয় ইত্যাদি (লেইন), (৩) হৃদয়, যাহা জ্ঞান প্রজ্ঞা ও শান্তি ধারণ করে (মুফরাদাত)। তফসীরকারকগণ তাবূত শব্দের তাৎপর্য নিয়া মতভেদ করিয়াছেন। বাইবেল ইহাকে নৌকা বা সিন্দুক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে এবং কুরআনের বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শব্দটি হৃদয় বা বক্ষ: অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আয়াতে 'তাবূত' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'যাহার মধ্যে তোমার প্রভুর তরফ হইতে প্রশান্তি থাকিবে'। এই কথা নৌকা, বাক্স বা জাহাজ সম্বন্ধে খাঁটে না। অন্যকে প্রশান্তি দান তো দূরের কথা, বাইবেলের কথিত সিন্দুক বা বাক্স বনী ইসরাঈলকে পরাজয় হইতে বাঁচাইতে তো পারিলই না, এমন কি নিজেকেও লুণ্ঠিত হওয়া হইতে বাঁচাইতে পারিল না। ঐ সিন্দুক সাথে নিয়া যে সাউল বিজয় অভিযানে গিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং অপমানজনক পরাজয় বরণ করিলেন এবং অতি হীন ও অসম্মানিত অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। এইরূপ সিন্দুক (তাবূত) বনী ইসরাঈলীদের শান্তির উৎস হইতে পারে না। যাহা আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা ছিল বীরত্বভরা, অধ্যবসায়ী হৃদয় (তাবূত) যাহার সহিত প্রশান্তি মিলিত হইয়া তাহাদিগকে এমনি শক্তিশালী করিয়া তুলিল যে, তাহারা অকাতরে শত্রুর মোকাবিলা করিয়া তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল।

৩০৯। অন্য একটি অনুগ্রহ যাহা আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাঈলীদের প্রতি করিয়াছিলেন তাহা এই আয়াতে 'বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া দিয়াছে' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। মূসা ও হারূনের (আঃ) বংশের মধ্যে যে গুণাবলী বিকশিত হইয়াছিল, সেই মহাগুণগুলিও আল্লাহ্ তা'লা তাহাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন। মূসা ও হারূনের (আঃ) বংশ, উত্তরাধিকারী

(টীকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২৫০। অতঃপর, যখন, তালূত সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। অতএব, যে কেহ উহা হইতে পানি পান করিবে সে আমার মধ্য হইতে নহে, এবং যে উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না সে আমার মধ্য হইতে হইবে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার হস্ত দ্বারা এক অঞ্জলি (৩১০) পানি পান করিবে (সে-ও আমারই মধ্য হইতে হইবে); অতঃপর, তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলেই উহা হইতে পানি পান করিল। আর যখন সে স্বয়ং এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নদী অতিক্রম করিল, তখন তাহারা বলিল, 'আজ আমাদের মধ্যে জালূত (৩১০-ক) এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মোকাবেলা করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই!' কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহারা বলিল, 'কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে; এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন।

রূপে কোন জাতির ধন-সম্পদ রাখিয়া যান নাই; তাহারা নিজেদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে মন-মস্তিষ্কের উচ্চ নৈতিকগুণাবলীর উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বনী ইস্রাঈলীরা পরে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩১০। নিষিদ্ধ পানি হইতে, কেবল এক অঞ্জলি পানি পানের অনুমতি দানের দুইটি উদ্দেশ্য আছে: (১) অগ্রসরমান যোদ্ধাগণকে শুধু জিহ্বা ও গলা ভিজাইয়া সামান্য শান্তি দান করা এবং মুক্তভাবে বেশী পান করা হইতে বিরত রাখিয়া, তাহাদের তেজ-বিক্রমে ভাটা বা অবসাদ আসিতে না দেওয়া, যাহাতে শত্রুর মোকাবিলার সামর্থ্য বজায় থাকে (২) লোভ সংরক্ষণের পরীক্ষাকে কঠোরতর করা। একজন তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে পানি পান না করিয়া থাকা তুলনামূলক ভাবে বরং সহজ; কিন্তু প্রচুর পানি পাইয়াও, মাত্র এক গণ্ডূষ পানি পান করিয়া নিজেকে সংবরণ করা কঠিন (দেখুন বিচারক ৭:৫-৬)। 'নহর' শব্দের অন্য অর্থ "প্রাচুর্য"। শব্দটির এই অর্থ ধরিলে আয়াতটির অর্থ হইবে, তাহাদিগকে প্রাচুর্য দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে। যাহারা তখন লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদনের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। আর যাহারা প্রাচুর্যের মাঝে থাকিয়াও অল্পেই আত্মতুষ্টি সাধন করিবে এবং বাদবাকী সব আল্লাহ্‌র পথে পরহিতব্রতে ছাড়িয়া দিবে, তাহারাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবে।

৩১০-ক। জা'লূত' একটি গুণবাচক নাম যাহার অর্থ বিশৃঙ্খল ব্যক্তি বা জাতি যাহারা অপরকে আক্রমণ ও অপমান করিয়া বেড়ায়। বাইবেলে ইহার সমার্থক নাম গলিয়াথ (১ শমূয়েল ১৭:৪)। গলিয়াথ অর্থ "দ্রুতগতি, ভাংচুরকারী, ধ্বংসকারী, প্রেতাত্মা, অথবা নেতা অথবা দানব" (এনসাই বিবি, যিউশ এনসাই)। বাইবেল যদিও শব্দটি ব্যক্তি বিশেষের নামরূপে ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি শব্দটির প্রকৃত অর্থ একদল বেপরওয়া উশৃংখল লোক। তবে শব্দটি কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, যাহাদিগকে অবিমৃশ্যতা, বর্বরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। কুরআন এই উভয় অর্থেই শব্দটাকে এই আয়াতে ব্যবহার করিয়াছে।

হাদিস শরীফ

পরীক্ষা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات
وبشر الصابرين ○

অর্থাৎ এবং আমরা অবশ্যই তোমাদের ভয়-ভীতি ও ক্ষুধার (মাধ্যমে) ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব ; কিন্তু তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও। (সূরা বাকারা : ১৫৬)

হাদীস ঃ

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضى فله
الرضاء ومن سخط فله السخط -

অর্থাৎ : বড় পুরস্কার বড় পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহতা'লা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তিনি তাদের পরীক্ষা নেন। যে ব্যক্তি তখন সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য খোদার সন্তুষ্টি আর যে ব্যক্তি তখন অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য খোদার অসন্তুষ্টি।

ব্যাখ্যা : হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর জীবন একটি সংগ্রামের জীবন। জীবনের অধিকাংশ মুহূর্তে চরম ত্যাগ ও পরীক্ষার সম্মুখীণ হতে হয়েছে। এই পরীক্ষা যে শুধু আল্লাহর নবীকে দিতে হয়েছে তা নয় বরং তাঁদের অনুসারীদেরও দিতে হয়েছে। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বিশদ তথ্যাদি রয়েছে।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) যাকে মক্কার কাফেরের দল বিশেষভাবে নির্যাতন করত, জলন্ত কয়লার উপরে শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর রেখে দিত। আর শরীরের চর্বি গলে গলে সেই আগুনকে নিভিয়ে দিত। আবার জলন্ত কয়লাতে শুইয়ে দেয়া হত। এই খাব্বাব নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে একবার হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে বললেন, হে আমাদের রসূল! আল্লাহর নিকট আমাদের সাহায্যের জন্যে কেন দোয়া করেছেন না। কাফেরদের ধ্বংস হবার জন্যে দোয়া করুন। এই কথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "খাব্বাব তোমার পূর্বে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারীদের দেহ হতে লোহার চিরুনি দ্বারা মাংস চেছে নেয়া হয়েছে,

মাথায় করাত রেখে দেহকে দু' টুকরো করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই অত্যাচার তাঁদের আল্লাহ্‌র নামের উচ্চারণ হতে বিরত রাখতে পারে নি। খাব্বাব! এই নির্যাতন খোদার বিধানকে রুখে দিতে পারে না। আল্লাহ্ এই মিশনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন।"

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, পরীক্ষা আল্লাহ্‌র জামাতের উপর আসবেই আর পবিত্র কুরআনও বলছে; খোদা পরীক্ষা নিবেন। কিন্তু এই পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করা ঈমানের পরিচয় যেভাবে বিভিন্ন আম্বিয়াদের অনুগামীরা দেখিয়ে গেছেন। পরীক্ষা মানুষের হৃদয়ে আত্ম জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে যে, সে আল্লাহ্‌র জন্য কতটুকু সহ্য করতে পারে, ত্যাগ করতে পারে। আল্লাহ্‌র উপর তার আস্থা কতটুকু। যার আস্থা যত দৃঢ় হবে সে ততই উত্তমরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। খোদাতা'লার নৈকট্য লাভের জন্য পরীক্ষা অতীব জরুরী। আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন, খোদার বড় পুরস্কার বড় পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত। আর খোদাতা'লা সেই পুরস্কার যখন কোন জাতিকে দিতে চান আল্লাহ্‌তা'লা সেই জাতিকে পরীক্ষায় ফেলেন। খোদার তকদীরে মাথা নত রাখতে হবে। আর সন্তুষ্ট হতে হবে তবেই খোদার আশীষ বর্ষিত হবে। আজ বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরীক্ষার সম্মুখীন। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য আমরা যেন খোদামুখী হয়ে তাঁর হেফাযতের ছায়াতলে একত্রিত হই। আর খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হই এবং তিনি যেভাবে আমাদের পরীক্ষা নিতে চান সেভাবেই পরীক্ষা দেই। তাহলে আমরা সেই বড় পুরস্কারের অধিকারী হতে পারব যার সুসংবাদ আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) দিয়ে গেছেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

—অনুবাদক)। এতদ্ব্যতীত, যদি হযরত ঈসা প্রকৃতপক্ষে সশরীরে আকাশে উঠিয়া গিয়া থাকেন এবং পুনরায় আগমন করেন, তবে ইহা তাহার এইরূপ বৈশিষ্ট্য, যাহা বিনা পিতায় জন্ম হওয়ার চাইতেও অধিক ধোকার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। অতএব জবাব দাও, কুরআন শরীফ কোন্ জায়গায় কোন নজীর পেশ করিয়া ইহাকে রদ করিয়াছে? খোদাতা'লা কি এই বৈশিষ্ট্য চুরমার করিয়া দিতে অপারগ ছিলেন?

পুনরায় আমি পূর্ববর্তী বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেছি, সাহাবাগণ (রাঃ) যে বিষয়টির উপর সর্ববাদীসম্মতভাবে বিশ্বাস রাখিতেন তাহা ইহাই যে, সকল নবী (আঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং কেহ জীবিত নাই। এই বিশ্বাস লইয়া সকল সাহাবা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাস কুরআন শরীফের বিধান অনুযায়ীই ছিল। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক: নাজির আহমদ ভু'ইয়া

(অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এতদ্ব্যতীত অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদাতা'লা খৃষ্ট ধর্মের ফেতনা সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলেন, ইহা দ্বারা অচিরেই আকাশ ফাটিয়া যাইবে এবং পাহাড় টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কথানুযায়ী দাজ্জাল বড় জোরে শোরে খোদায়ী দাবী করিবে এবং দুনিয়ার সকল ফেতনার চাইতে তাহাদের ফেতনা বড় হইবে। কিন্তু কুরআন শরীফে ইহা সম্পর্কে এতটুকুও উল্লেখ নাই যে, ইহার ফেতনার দ্বারা এক ছোট পাহাড়ও ফাটিতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কুরআন শরীফে তো খৃষ্ট ধর্মের ফেতনাকে সব চাইতে বড় সাব্যস্ত করিয়াছে এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা অন্য কোন্ দাজ্জালের জন্য শোরগোল করিতেছে?

খৃষ্টান সাহেবানের ভ্রান্তির প্রতিও লক্ষ্য কর। তাহারা একদিকে হযরত ঈসাকে খোদা বানাইয়া দিয়াছে এবং অন্যদিকে তাহারা তাঁহার অভিশপ্ত হওয়ার উপরও বিশ্বাস রাখে। পক্ষান্তরে সকল অভিধান প্রণেতা একমত যে, অভিশাপ একটি আধ্যাত্মিক বিষয় এবং আল্লাহ্‌র দরগাহ্‌ হইতে যে বিতাড়িত তাহাকে অভিশপ্ত বলা হয়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত খোদার দিকে যাহার উন্নীতকরণ হয় না এবং খোদার প্রেম ও আনুগত্যের সহিত যাহার হৃদয়ের কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না এবং খোদা যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন এবং যে খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য শয়তানের নাম অভিশপ্ত। অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ধারণা করিতে পারে যে, খোদাতা'লার সহিত হযরত ঈসার হৃদয়ের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং খোদতা'লা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন? অদ্ভুত ব্যাপার যে, একদিকে খৃষ্টান সাহেবানরা বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়া এই কথা বলেন যে, হযরত ঈসার এই ঘটনার সহিত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা ও হযরত ইসহাকের ঘটনার সাদৃশ্য ছিল এবং অন্যদিকে তাহারাই এই সাদৃশ্যের পরিপন্থী বিশ্বাস পোষণ করেন। তাহারা কি আমাদিগকে বলিতে পারেন যে, ইউনুস নবী (আঃ) মৃত অবস্থায় মাছের পেটে ঢুকিয়া ছিলেন এবং মৃত অবস্থায় ইহার পেটে দুই তিন দিন ছিলেন? অতএব ইউনুস (আঃ)-এর সহিত হযরত ঈসার কি সাদৃশ্য স্থাপিত হইল? জীবিতের সহিত মৃত্যের কি সাদৃশ্য

হইতে পারে? ইহা ছাড়া খৃষ্টান সাহেবানরা কি আমাদিগকে বলিতে পারেন যে, ইসহাক প্রকৃতপক্ষে যবাই হওয়ার পর পুনরায় তাঁহাকে জীবিত করা হইয়াছিল? যদি ইহা না হয় তাহা হইলে হযরত ঈসার ঘটনার সহিত হযরত ইসহাকের ঘটনার সাদৃশ্য কি স্থাপিত হইল?

অতঃপর ঈসা মসীহ্ বাইবেলে বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকে তাহা হইলে তোমরা যদি পাহাড়কে বল এখান হইতে সেখানে চলিয়া যা তবে তদ্রূপই হইবে। কিন্তু নিজ প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঈসা যত দোয়া করিয়াছিলেন সবই নিষ্ফল হইল। এখন দেখ, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসার ঈমানের কি অবস্থা। ইহা কখনো ঠিক নহে যে, ঈসার এই দোয়া ছিল, আমি তো মরিয়া যাইব, কিন্তু আমার যেন আতঙ্ক না হয়। বাগানের দোয়া কি কেবল আতঙ্ক দূর করার জন্য ছিল আর যদি তাহাই হইত তবে ক্রুশে ঝুলানোর সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "ইলি ইলি লামা সাবাক্তানী" (কথাটি হিব্রু ভাষায় বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ, "হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ"? —অনুবাদক)। কথাটি কি প্রমাণ করে যে, ঐ সময় তাঁহার আতঙ্ক দূর হইয়াছিল? বানানো কথা কতদূর চলিতে পারে? ঈসার দোয়া সুস্পষ্টভাবে এই কথা ছিল যে, মৃত্যুর এই পেয়ালা আমার নিকট হইতে সরাইয়া নাও। সুতরাং খোদা ঐ পেয়াল সরাইয়া নিলেন এবং এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিলেন যাহা জীবন রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। যেমন, ঈসা মসীহ্‌কে নিয়ম মোতাবেক ছয় সাত দিন ক্রুশে রাখা হয় নাই, বরং ঐ সময়েই নামানো হইয়া ছিল। আরো যেমন, অন্যান্য লোকের ক্ষেত্রে যেভাবে সর্বদা হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত, তাঁহার হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। এইরূপ সামান্য কষ্টে প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি জ্ঞান ও বুদ্ধিতে আসে না।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের এই বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম ক্রুশে নিরাপদ থাকিয়া সশরীরে আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন—ইহা এইরূপ একটি বিশ্বাস যদ্দরুন কুরআন শরীফ কঠোর আপত্তির লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। কুরআন শরীফ সর্বক্ষেত্রে খৃষ্টানদের এইরূপ দাবীকে রদ করে, যদ্বারা হযরত ঈসার খোদায়ী প্রমাণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুরআন শরীফ এই কথা বলিয়া হযরত ঈসার বিনা পিতায় জন্ম হওয়া (যদ্বারা তাঁহার খোদায়ীর উপর দলিল পেশ করা হইতেছিল) রদ করিয়াছে,

ان مثل عيسے عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

(সূরা আলে ইমরান : ৬০)

(অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' সে হইয়া গেল।

(অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

[২৮শে জুন, ১৯৯১ ইং, ডেট্রাইট (আমেরিকা) ইষ্টার্ণ মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

হযরত নূহ (আঃ)-এর আর একটি দোয়া আছে যা খুবই ব্যথা ভরা এবং এইটিতে অতি সবিস্তারে এ ধরণের চিত্রাবলী তুলে ধরা হয়েছে যে হযরত নূহ, (আঃ) তাঁর জাতির (হেদায়াতের) জন্যে যে কত কি করেছেন। কোন কোন লোক পয়গাম (তবলীগ) পৌঁছাবার পর যখন দেখেন যে, পয়গাম গ্রহণ করা হয় নি অথবা তাদের সাথে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে, তখন বদ-দোয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ার অত্যন্ত অধৈর্যের পরিচয় দেন। তারা মনে করেন, "আচ্ছা! আমাদের বক্তব্য সে গ্রহণ করলো না বরং রদ করে দিল! এখন দেখবে খোদার আযাব এসে তাকে পাকড়াও করবে।" এসব নিতান্ত অজ্ঞতা ও বাৎসল্যপূর্ণ কথাবার্তা এবং অ-মুমেনসুলভ কথাবার্তা। বস্তুতঃ খোদার নবীদের আচরণ পদ্ধতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাবার ক্ষেত্রে পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকেন। কিভাবে যে তারা পয়গাম পৌঁছান সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। আর তারপর বাহ্যতঃ ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হওয়া সত্ত্বেও তারা খোদার নিকট আযাব চান না, যতক্ষণ না আল্লাহ্তা'লা নিজে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, কোন জাতির কি পরিণাম ঘটতে যাচ্ছে। এবার দেখুন হযরত নূহ (আঃ) যে কিরূপে দাওয়াত ইলাল্লাহ্র (আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের) হক্ আদায় করেছিলেন, যথার্থভাবে এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাধা করেছিলেন। আমেরিকায় আমাকে বার বার এ কথাটি বলা হয়েছে যে, "আমরা তো 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'-এর হক্ আদায় করেছি। মানুষ কর্ণপাতই করে না।" কিন্তু আপনারা কি ঐরূপে (এই কর্তব্য পালন) করেছেন যেরূপে (তাঁর কর্তব্য পালনের বৃত্তান্ত) করেছেন হযরত নূহ (আঃ) :—

"কালা রাব্বে ইন্নি দায়াওতু কাওমী লাইলাও" ওয়া নাহারা—তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার রাব্ব্ (প্রভু)! আমি তো আমার জাতিকে দিনেও আহ্বান করেছি এবং রাতেও করেছি। "ফালাম ইয়াযিদ্হুম দুয়ায়ী ইল্লা ফিরারা"—এবং আমার আহ্বান তাদেরকে আমার প্রতি আরও ঘৃণা বাড়ান ছাড়া কিছুই দেয় নি। তারা আমার কাছ থেকে অধিকতর দূরে ভাগতে আরম্ভ করলো। "ওয়া ইন্নী কুল্লামা দায়াওতুহুম লেতাগ্ফেরা লাহুম জায়াল্ আসাবিয়াহুম ফি আযানেহিম ওয়াস্তাগশাও সিয়াবাহুম ওয়া আসাররু

ওয়াস্‌তাক্‌বারুস্‌ তিক্‌বারা''—হে আমার খোদা! যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও—আমার স্বার্থে নয় বরং এজন্যে যে, তারা যেন তোমার ক্ষমা লাভ করতে পারে। ''জায়ালু আসবিয়াহুম ফি আযানিহিম—তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিল। ''ওয়াস্‌তাগশাও সিয়াবাহুম''—এবং তারা নিজেদের মাথা এবং কান কাপড় দিয়ে আবৃত করে নিল। ''ওয়া আসাররূ ওয়াস্‌তাকবারুস্‌ তিকবারা'' এবং তারা জেদ ধরলো (এ কথার উপর) যে, এ কথা তারা কখনও মানবে না এবং খুব বড় রকম অহঙ্কারে মত্ত হলো; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাদের সম্বন্ধে নিরাশ হলাম না। আমি তাদেরকে তোমার পথের দিকে আহ্বান করতে থাকলাম। যেভাবে যে পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার মনে ধারণার উদ্রেক হলো হয়ত এইভাবে এ লোকেরা মেনে যাবে, সেভাবেই পদ্ধতি অবলম্বন করে যেতে থাকলাম।

এটা শোনার পর মানুষ চিন্তাও করতে পারে না যে, এরপরও এখন দাওয়াত ও আহ্বানের আর কোন পথ অবশিষ্ট থাকতে পারে। আপনাদের সাথে যদি কেউ এরূপ ব্যবহার করে যে, কানে আঙ্গুল দিয়ে নেয়, মাথা ও মুখ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয় এবং বার বার জেদ ও অহঙ্কার ভরে বলে যে ''যাও যা ইচ্ছে কর গিয়ে, আমি কখনও তোমার কথা শুনবো না।'' তখন আপনারা বলবেন, ''আর তো কোন পথই থাকল না। সব পথেরই অবসান ঘটে গেল।' কিন্তু হযরত নূহ (আঃ) এই বৃত্তান্ত অব্যাহত রেখে আরও বলেছেন, ''সুম্মা ইন্নি দায়াওতুহুম জিহারা'—তারপর আমি চিন্তা করলাম, কোন কোন সময় প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা অনেকে (গুরুত্ব সহকারে) কর্ণপাত করে। গোপনে বা নিভৃতে কর্ণপাত করে না। অতএব আমি হাট-বাজারে বেরিয়ে উচ্চঃস্বরে মানুষকে আহ্বান করতে শুরু করলাম। ''সুম্মা ইন্নি আ'লান্‌তু লাহুম''—অতএব, আমি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে এবং ঘোষণা করে করে তাদেরকে আহ্বান করি। ''ওয়া আস্‌রারতো লাহুম ইস্‌রারা''—এবং আমি গোপনে ইশারা ইঙ্গিতেও তাদেরকে আহ্বান জানাই যে, ''খোদার দিকে চলে এসো।'' ''ফা কুলতুস্‌তাগ্‌ফিরূ রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফ্‌ফারা''—এবং আমি তাদেরকে জানাতে থাকি তোমাদের রাব্ব্‌ (প্রভু) অত্যন্ত দয়াবান, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর যাতে তোমরা ক্ষমা পাও। ''ইউরসিলিস্‌সামায়া আলায়কুম মিদ্রারা''—তিনি তোমাদের উপর নেয়ামতসমূহের বারি বর্ষণ করবেন। ''ওয়া ইউমদিদকুম বি আমওয়ালিও' ওয়া বানীনা ওয়া ইয়জল্‌লাকুম জান্নাতিও' ওয়া ইয়জ্‌য়াল্‌ লাকুম আনহারা—এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের ধন-সম্পদে এবং সন্তান সন্ততিতে বরকত দান করবেন। এবং তোমাদেরকে চিরস্থায়ী বাগানসমূহ প্রদান করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদ-নদী প্রবাহিত করবেন। ''মা লাকুম লাতারজূনা লিল্লাহে ওকারা'' তোমাদের কি হয়েছে যে খোদার দিকে জ্ঞান ও হিকমতের কথা আরোপ কর না। ''ওয়াকাদ খালাকাকুম আতওয়ারা''—এবং আমি তাদেরকে তাদের অতীত

কাল স্মরণ করলাম। তাদের বল্লাম যে, দেখ খোদাতা'লা তোমাদেরকে পর্যায় ও অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছাবার পূর্বে কোন্ কোন্ যুগাবর্তের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়েছেন, কত রকম স্তরসমূহের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে তোমরা উন্নতি লাভের পর পরিশেষে মানব পর্যায়ে উপনীত হয়েছ। "আলাম তারা কাইফা খালাকাল্লাহু সাব্‌য়া সামাওয়াতিন তিবাকা"—তাছাড়াও মানবজীবনের পূর্বেকার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না যে, খোদাতা'লা পৃথিবী ও আকাশমালাকে কিরূপে পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। "ওয়া জায়ালাল কামারা ফিহিন্না নূরাও ওয়া জায়ালাশ্‌ শাম্‌সা সিরাজা"—এবং তিনি নভোমণ্ডলে চাঁদের জন্য আলো রেখে দিয়েছেন যা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তোমাদের জন্য বয়ে আনে এবং সূর্যকে তোমাদের জন্যে প্রদীপ স্বরূপ তৈরী করেছেন। "ওয়াল্লাহু আম্বাতাকুম্ মিনাল আরযে নাবাতা"—এবং উদ্ভিদের ন্যায় তোমাদেরকে মাটি থেকে উৎপন্ন করেছেন এবং ক্রমে ক্রমে তোমাদের প্রতিপালন করেছেন। "সুম্মা ইউয়িদুকুম ফীহা ওয়া ইউখ্‌রেজুকুম ইখ্‌রাজা"—কিন্তু স্মরণ রেখো পরিণামে তোমাদেরকে এই মাটিতেই মিশিয়ে দেয়া হবে এবং মাটি থেকেই একদিন বের করা হবে। "ওয়াল্লাহু জায়ালা লাকুমুল আরযা বেসাতা"—এবং তোমাদের সেই খোদা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ বিছিয়ে দিয়েছেন। "লে-তাস্‌লুকূ ফিহা সুবুলান ফিজাজা" যাতে তোমরা এই পৃথিবীর উপর প্রশস্ত পথগুলি দিয়ে অগ্রসর হতে পার।

"হে আমার খোদা (তাদের জন্য) এত কিছু করা সত্ত্বেও তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, এবং এরূপ যালেমদের তারা অনুবর্তিতা করছে, যাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (জনবল) ক্ষতি ছাড়া আর অন্য কিছুতে আগিয়ে দেয়নি, অর্থাৎ তারা এরূপ দুনিয়াদার বস্তুবাদী ধনাঢ্য লোকদের অনুগমন করছে, এরূপ শক্তি ও ক্ষমতাধারী জাতিদের পেছন ধরেছে যাদের এরা চাক্ষুষ ভাবে দেখতে পাচ্ছে যে, পরিণামে তাদের পদক্ষেপ ক্ষতির দিকেই ধাবমান। "ওয়া মাকারূ মাকরান কুব্বারা—এবং আমার পুণ্যকর্মাবলীর প্রতিউত্তরে এরা বরং তাদের হীন ষড়যন্ত্রের মধ্যে বেড়েই চলেছে, এমন কি, অনেক বিরাট কূট-কৌশল তারা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগও করেছে। "ও কালূ লা তাযারুন্না আলেহাতাকুম ওলা তাযারুন্না উদ্দাও ওলা সুয়ায়াও ওলা ইয়াগুসা ওয়া ইয়াউকা ওয়া নাসরা"—আর তাদের নেতারা তাদের মধ্যে বার বার ঘোষণা করেছে যে, তোমরা কখনও তোমাদের মাবূদের (প্রতিমাদের)-কে ত্যাগ করবে না, না উদ্দ্‌কে, না সুয়াকে, না ইয়াগুস ও ইয়াউক এবং নাসরকে। ওয়া কাদআযাল্লু কাসীরা—এবং তারা বহু লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। ওয়ালা তাযেদেয্‌ যালেমীনা ইল্লা যালালা"—এবং যারা (পথভ্রষ্ট হয়ে) যালেম হয়েছে তাদেরকে তুমি (হে খোদা !) পথভ্রষ্টতায় আরও বাড়িয়ে দাও। অর্থাৎ তোমার তক্‌দীর এইভাবেই সক্রিয় যে, পথভ্রষ্টতায় যারা বেড়ে যেতে বদ্ধপরিকর তাদেরকে আবার সুযোগ দাও যাতে তারা পথভ্রষ্টতায় আগিয়ে

যেতে থাকে। "মিম্মা খাতি যাতিহিম উগরিকু ফাউদখিলু নারান ফালাম ইয়াজেদ্ লাহুম মিন দুনিল্লাহে আনসারা'—আল্লাহতা'লা বলেন, অতএব তাদের পাপাচার ও অসংখ্য গোনাহ্‌র কারণে তারা আগুনে প্রবিষ্ট হলো। তখন খোদা ছাড়া আর কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। অর্থাৎ কোন সাহায্যকারী তাদের কাছে আসলো না। "ওয়া কালা নূহুর রাব্বে লা তাযার আলাল আরযে মিনাল কাফেরীনা দাইয়ারা"—তখন নূহ বললো হে খোদা! এ পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে আর কাউকেই অবশিষ্ট রেখো না।

এই যে দোয়াটি রয়েছে তা সবকিছু করার পরে সব শেষের দোয়া। তার পূর্বে করার মত দোয়া নয়। এর কারণও বর্ণিত হয়েছে: "ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইউযিল্লু ইবাদাকা ওলা ইয়ালেদু ইল্লা ফাজেরান কাফ্ফারা"—যে, এখন এই জাতির অবস্থা এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এদেরকে যদি তুমি ভূপৃষ্ঠে থাকতে ছেড়ে দাও তাহ'লে এরা গোমরাহী এবং পাপ ছড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ করবে না এবং এরূপ সন্তানাদির জন্ম দিবে, যারা পথভ্রষ্টতায় বাড়তেই থাকবে। "রাব্বিগ্ ফিরলি ওয়া লে-ওয়ালেদাইয়া"—হে আমার রাব্ব্ (প্রভু)। আমাকেও ক্ষমা কর এবং আমার পিতা মাতার প্রতিও ক্ষমাশীল হও যে, "ওয়া লেমান দাখালা বাইতি মুমেনান"—এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তিকেও ক্ষমা করে দাও যে আমার গৃহে ঈমান আনয়নের মাধ্যমে প্রবেশ করে, "ওয়া লিল মুমেনীনা ওয়াল মুমেনাত" সকল মুমিন নারী ও পুরুষদের ক্ষমা কর। "ওয়ালা তাযেদিয্ যালেমীনা ইল্লা তাবারা" এবং যালেম দুশমনদের ভাগ্যে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই যেন না জুটে।

এ সেই দোয়া, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহতা,লা পরে সেই বিখ্যাত বৃষ্টিপাত ঘটালেন এবং ভূগর্ভস্থ ঝরণাগুলিও উৎসারিত হলো। এমন কি, সেই ঐতিহাসিক 'তুফানে নূহ্' সংঘটিত হলো, সেই মহা প্লাবন, যার সম্পর্কে বলা হয় যে, উহা সারা পৃথিবীকে নিজের আওতায় নিয়ে নিল। কিন্তু আমি পূর্বে (এক খোৎবায়—অনুবাদক) বর্ণনা করেছি যে, কুরআন করীম থেকে দ্ব্যর্থহীনরূপে প্রমাণিত যে, ঐ প্লাবন সারা পৃথিবী জুড়ে আসে নি, বরং কেবল নূহের জাতির উপরই এসেছিল, যারা একটি সীমিত অঞ্চলে বাস করতো। আর কেবল ঐ সকল লোকদেরকেই ধ্বংস করা হয়, যাদের উল্লেখ এ আয়াতগুলিতে পাওয়া যায় —যাদেরকে হযরত নূহ (আঃ) পরিপূর্ণরূপে ঐশী-পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই পয়গাম সব দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রবণ করা সত্ত্বেও হযরত নূহকে অস্বীকার করেছিল।

এখানে একটি প্রশ্ন বা জটিল বিষয়েরও সমাধান হয়ে যায়। মানুষে বলে থাকে যে, প্রকৃতির নিয়মে বৃষ্টি হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মের ফলেই কোন কোন সময় ভূগর্ভস্থ ঝরণাসমূহ উৎসারিত হতে আরম্ভ করে। কি করে বলা যায় যে, এটি ইলাহী আযাব (ঐশীশাস্তি)। খোদাতা'লা কি তাঁর কানুনকে পরিবর্তন করে বিশেষভাবে নূতন কানুন জারী করেন? হযরত নূহ (আঃ)-এর উল্লিখিত তবলীগি বৃত্তান্তটির মধ্যে এ প্রশ্নটির সমাধান

পাওয়া যায়। নূহ্ (আঃ) বলেছিলেন "ইউরসিলিস্ সামায়া আলায়কুম মিদ্রারান"—যে, খোদাতা'লা তোমাদের উপরে বিপুল পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষিত করবেন। অর্থাৎ প্রতীয়মান হয় যে, বৃষ্টি হওয়াটা অবধারিত ছিল এবং ঐ এলাকায় অসাধারণ বারিপাত পূর্ব থেকেই তক্দীরে বরাদ্দ হয়েছিল এবং এর (প্রাকৃতিক) প্রস্তুতি ও আয়োজনও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল যে, এই বারিপাত ধ্বংসের কারণ হবে না। প্রকৃতির নিয়ম তো বটে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যে-ভাবে ইচ্ছা প্রকৃতির নিয়মকে প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে পারেন ও করেন। তিনি বৃষ্টি দিবেন। তবে কি জন্যে?—"ইউম্দিদকুম বি-আমওলিওঁ ওয়া বানীন"—সে বৃষ্টিপাত তোমাদের জন্যে সম্পদ ও বংশ বৃদ্ধির কারণ হবে এবং তোমাদের জন্যে প্রবহমান নদী-নালা রেখে যাবে। অতএব প্রকৃতির কানুন ও নিয়মাবলী কিরূপে ব্যবহৃত ও প্রযোজ্য হয় এটাই প্রশ্ন। বৃষ্টি তো আসন্নই ছিল। তা তো পূর্বাহ্নেই বাষ্পাকারে উত্থিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে কোথাও পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কিরূপে তা বর্ষিত হবে? একযোগে মুষলধারে বর্ষাবে, না ধীরে ধীরে? উপকার রেখে যাবে, না অপকার? সে সব ফয়সালা মানুষের কর্মের দ্বারা নিরূপিত ও নির্ধারিত হবার ছিল। সুতরাং তদ্রূপই হয়েছে। দেখুন, বৃষ্টি হলো। কিন্তু অন্যভাবে,—উপকার করার পরিবর্তে চিরতরে ঐ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেল।

এ দোয়াটি সূরা নূহের ৬ থেকে ২৯ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ এ যাবতীয় বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে আর সেই সঙ্গে দোয়াও রয়েছে।

এখন আমি (পবিত্র কুরআনের) শেষ দু'টি দোয়ার উল্লেখ করছি যা 'মুয়াওয়াযতাইন (مُعَوِّذَتَيْن) নামে প্রসিদ্ধ এবং যে-গুলোতে "কুল আউযু বেরাব্বে" বলে আমাদেরকে দোয়া শিখানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন: "কুল আউযু বে-রাব্বিল ফালাক"—হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি বল এবং অপরাপরকেও বলতে থাক, আর তোমার কাছে এ কথাগুলো যে শ্রবণ করে সেও যেন অন্যদেরকে বলে (আর এই ধারায় প্রত্যেকেই যেন বলতে থাকে) যে, "আউযু বেরাব্বেল ফালাক"—আমি সেই রাব্বের (সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক প্রভুর) যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রভু, যিনি রাতকে ভোরে পরিবর্তিত করেন, যিনি ভোরকে রাত্রিতে পরিবর্তিত করেন, যাঁর ক্ষমতা বা তক্দীরের দ্বারা বস্তু নিচয় প্রস্ফুটিত হয়, আঁটিসমূহ ফোটে, অঙ্কুরিত হয় এবং অঙ্কুরগুলি বৃক্ষে পরিণত হয়। বীজসমূহ বিদীর্ণ হয়ে সেগুলি থেকে বিভিন্ন রকম শাক-সব্জি ও তরুলতা সৃষ্টি হয়। এই সামগ্রিক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে 'ফালাক' বলা হয়। একজন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয় এবং শিশু জন্ম দেয়। অতএব বিশ্ব-জগতে যেখানেই কোন একটি বস্তু নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে আর একটি রূপে বা আকারে বদলে যায় এই সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাকে 'আলাকের নিযাম বা ব্যবস্থা' বলা হয়। অতএব, এই কথা শিখান হয়েছে যে, "আউযুবে-রাব্বিল ফালাক"—তুমি নিজে বল এবং মানুষকেও

বল. আর তারাও যেন অন্যদেরকে বলে থাকে যে, খোদাতা'লার কাছে তারা যেন আকুতি জানাতে থাকে যে, "হে খোদা! আমরা রাব্বিল ফালাকের নিকট আশ্রয় চাই, অর্থাৎ হে খোদা! তুমি যে এই নেযামেরও প্রভু, তোমার আশ্রয় চাই। "মিন শার্‌রে মা খালাক"—প্রতিটি সৃষ্টির সাথে কিছু না কিছু অনিষ্ট জড়িত আছে, আমাদেরকে (হে খোদা!) তুমি প্রতিটি সৃষ্টির কল্যাণ তো দান কর কিন্তু প্রতিটি সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে রক্ষা কর। এখন আপনারা লক্ষ্য করুন, (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) কোন কোন বেচারা স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়, ক্রমাগত নয় মাস ব্যাপী কষ্ট ভোগ করে কিন্তু সন্তান প্রশবকালীন মারা যায় এবং নিজের সন্তানটির মুখ পর্যন্ত দেখার তার ভাগ্যে জুটে না। কেউ আবার এমন শিশু জন্ম দেয় যে আজীবন তাদের জন্যে প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়ায়, অসহনীয় কষ্টের কারণ হয়ে যায়। তাদেরকে আগলিয়ে রাখতে অনেক দুঃখ পোহাতে হয়। তাদের অবস্থা এরূপ হয় যে, তারা নিজে নিজে না খেতে পারে, না চলতে ফিরতে, আর না উঠতে বসতে পারে। অতএব, সৃষ্টির সাথে যেখানে অনেকটা কল্যাণ বিজড়িত—এবং এ প্রসঙ্গে কর্তব্য যে, কল্যাণের অংশই অধিক,—সেখানে কিছু কিছু সহজাত অকল্যাণ ও অনিষ্টও আছে। অতএব, ইহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা প্রতিটি এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোদাতা'লার দরবারে আমাদের চাইতে থাকা উচিত যেক্ষেত্রে একটি অবস্থা আর একটি অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। "ওয়া মিন শাররে গাসিকিন ইযা ওয়াকাব"—এবং অন্ধকাররাশীর অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা কর যখন চতুর্দিকে ফেৎনা এবং দুষ্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। ওয়া মিন শাররিন্‌-নাফ্‌ফাসাতে ফিল্‌ উকাদ"—ঐ সকল ফুৎকারকারীনিদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাও, যারা গ্রন্থি ও সম্পর্কাবলীর মধ্যে ফুৎকার দেয়, বদ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচেষ্টা চালায় যেন মানবীয় সম্পর্কাবলীকে নষ্ট করে দিতে পারে এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। পারিবারিক অবস্থাবলী সুধরানোর উদ্দেশ্যেও দোয়াটির খুব তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। আজ পর্যন্ত বহুবার আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, নিজেদের গৃহে রক্তের বা আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকে খেয়াল রাখুন এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে বিঘ্ন দূর করুন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কোন দিন যায় না যখন শাশুড়ী, বা বউ, অথবা মেয়ে বা ছেলেদের পক্ষ থেকে (চিঠি পত্রের মাধ্যমে) এরূপ কষ্টদায়ক খবরাদি আসে না, যেগুলিতে একে অন্যের সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়। কোন কোন স্ত্রী তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করেন।. কোন কোন সন্তান তাদের পিতাদের সম্পর্কে অভিযোগ করে যে, তাঁরা কর্কশ ও অশিষ্ট? সব সময় ঘরে এক রকম আযাব সৃষ্টি হয়ে আছে। সম্পর্কাবলীকে সুধরানোর পরিবর্তে বরং তিক্ত ও ছিন্নকারী। এর ফলে অকল্যাণ ও অনিষ্টের সৃষ্টি হয়, গৃহ জান্নাত না হয়ে জাহান্নামে পরিবর্তিত হয়। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা এ দোয়া শিখিয়েছেন যে, প্রত্যেক এরূপ ফুৎকারকারীনির অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, যার ফুৎকারের ফলশ্রুতিতে সম্পর্কাবলী নষ্ট হয়। বস্তুতঃ এখানে 'ফুৎকারকারীনিগণ বলতে যাদু-টনা কারী-

দেরকেও বুঝায়। মানে এই যে, তারা চেষ্টা করে যেন কোনও রকমে তাদের দমসম (মন্ত্র-তন্ত্র) এবং বদ আত্মার (কুপ্রভাব সঞ্চারের) দ্বারা অন্যদের সম্পর্কাবলী বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আফ্রিকায় আজও অনুরূপ প্রথা পরিদৃষ্ট হয় এবং বহু আহমদী আমাকে আফ্রিকা থেকে লিখে থাকেন, "আমরা কিভাবে রক্ষা পেতে পারি?" তাদের উত্তর এ চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই কুরআন করীম দিয়ে রেখেছে; এর অর্থ এই নয় যে, তাদের বদ আত্মার মধ্যে সত্যি সত্যি কোনও প্রভাব আছে। আসল ব্যাপার হলো এই যে, ঐ বদ আত্মাগুলির দ্বারা বা তার ফুৎকার দ্বারা তারা দুষ্কৃতি ও কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং ধোকাবাজ ও ছলনার দ্বারাও তারা কাজ চালায়। কোন কোন গোপনীয় পদ্ধতিতে (নেপথ্যে) বিষও দিয়ে দেয়। কোন কোন শত্রুর সাহায্যে ক্ষতিও সাধন করে। আর বাহ্যিকভাবে এক রকম দাপটও কায়েম রাখে যে, তাদের ফু ফুৎকারের ফলশ্রুতিতেই ঐ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অতএব, সব রকমের ঐ ফেৎনা থেকে বাঁচানো হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে অন্ধকার ছড়ায়, আলো হ্রাস পায়, এক নুতন কিছুর সৃষ্টি বা উদ্ভব হয় কিন্তু পাপ ও অনিষ্ট নিয়ে আসে, অথবা নিজেই পাপী ও অনিষ্টকর হয়, অথবা উহা যেখান থেকে নির্গত হয়েছে সেটাকে দুষিত করে দেয়। প্রত্যেক এই প্রকারের আশংকা ও সম্ভাবনাগুলির (প্রতিরোধের) জন্যে এ দোয়াটি আমাদেরকে শিখান হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে "ওয়া শার্রে হাসেদিন ইযা হাসাদ"—আমাদেরকে হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে বাঁচাও, যখন সে হিংসা করে। এ বিষয়বস্তুটি কিছুটা জটাযুক্ত বলে পরিদৃষ্ট হয়। কেননা, "হিংসাকারীর অনিষ্ট হতে রক্ষা কর" বলা হয় নি, বরং আল্লাহ্ বলেছেন, "হিংসুক যখন হিংসা করে, তার অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। এর অর্থ হলো এই যে, কেবলমাত্র হিংসা কারও ক্ষতি সাধন করে না। যখন সে হিংসার বশবর্তী হয়ে কুকর্মে প্রবৃত্ত ও লিপ্ত হয়, যখন সে ক্ষতিসাধনের জন্যে কোন তদ্বির করে সে-সন্ধিক্ষণটির সম্বন্ধেই বলা হয়েছে: 'ইযা হাসাদ'। নচেৎ, যারা কেবলমাত্র হিংসা করে বেড়ায়, জ্বলতে থাকে—এ সব মানুষের নিজেদেরই ক্ষতি হয়। তারা কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। অতএব, "হাসেদ" (হিংসুক) বলে জ্ঞাত করা হয়েছে যে, সে সব সময় হিংসার অবস্থাতেই ডুবে থাকে। তারপর "ইযা হাসাদ" (—যখন সে হিংসা করে) কথাটির অর্থ কি? যে ব্যক্তি সর্বস্ব হিংসুক, যে সর্বদাই হিংসাকারী সে যখন হিংসা করবে—এ কথাটির কি অর্থ দাঁড়ায়? এর অর্থ হলো এই যে, সে যখন তার হিংসাকে একটা কুকর্মে রূপান্তরিত করে, দুষ্কৃতিতে পরিণত করে, যখন ফেৎনার সৃষ্টি করে, ষড়যন্ত্র পাকিয়ে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে, এমতাবস্থায় যে, আমি জানি না সে কি করছে। হে খোদা! তুমি জান যে, সে কি করছে। এইরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর।

তারপর, শেষ দোয়াটি হলো এই: "কুল আউযু বেরাব্বিন্ নাসে, মালিকিন্নাসে, ইলাহিন্নাসে"—তুমি বল এবং অপরাপরকেও বলতে থাক যে, তোমরা প্রত্যেকে নিজের

রাব্বের সমীপে সকাতরে নিবেদন করতে থাক: "আউযু বেরাব্বেন-নাসে"—যে, আমি আশ্রয় চাই সেই মহান সত্তার, যিনি সমগ্র মানব জাতির রিযিকের দায়ভার গ্রহণকারী, তাদের পরিপোষণ ও প্রতিপালনের এবং তাদেরকে নিম্ন অবস্থা থেকে উর্ধতন অবস্থাগুলোর দিকে উন্নতি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ববহনকারী, যিনি সর্বাবস্থায় তাদের প্রতিটি প্রয়োজনকে পূরণকারী, আমি সেই খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি, যিনি প্রকৃত 'রব্ব্'। "মালিকিন-নাসে"—সে তিনিই, যিনি সমগ্র মানবজাতির বাদশাহ (শাসনকর্তা)-ও বটে। "ইলা হিন্ নাসে"—এবং সে তিনিই যিনি সমগ্র মানবজাতির মাবূদ (উপাস্য) ও। এই তিনটি কথা বলে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোন গণ্ডী নেই, যার মধ্যে মানুষ বিচরণ করে, চেষ্টা প্রয়াস চালায় যার উপর এ দোয়াটি প্রযোজ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমরা রামাযানের দরসগুলিতে আলোকপাত করে এসেছি এবং কয়েক ঘন্টা ব্যাপী এ বিষয়টি বর্ণনা করেছি। এখন আমি পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়াই নি। আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলতে চাই যে, মানবজীবনকে এক তো রিয্ক তথা অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। দ্বিতীয়তঃ বাদশাহী তথা রাষ্ট্রনীতি, আর তৃতীয়তঃ ইবাদত তথা ধর্ম-জগৎ—এই তিনটি বিষয়বস্তুর মধ্যে সুনিহিত মানুষের যাবতীয় কৌতুহল বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। আর এ তিনটি বিষয়ই মানবজীবনে ছেয়ে আছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা এই দোয়ায় থাক যে, হে রাব্ব! আমাদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী করো না, অর্থাৎ তোমারই মুখাপেক্ষী রেখো। আমরা অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে তোমার দিকে ধাবিত হই। আমরা জানি যে, আসল রিয্ক তোমার হাতেই সেজন্য দুনিয়ার দান দক্ষিণার কবলে ফেলো না। রিয্ক দিও। দুনিয়ার বাদশাহ বা শাসকরা (সাধারণতঃ) যালেম হয়ে থাকে। আমরা তাদের মোকাবেলায় নিরুপায়, অসহায়। কিন্তু আমরা জানি যে, তুমিই আসল বাদশাহ (শাসনকর্তা) এবং এ শাসকদেরও গ্রীবা রয়েছে তোমার হাতেই। সেজন্যে তাদের যুলুম-অত্যাচার থেকে তোমার কাছেই আশ্রিত হচ্ছি। ইহা বস্তুতঃ এমনই ব্যাপার যেমন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে যখন (পারস্য সম্রাট) কিস্রার দূত এসে তার আদেশ সম্বন্ধে অবহিত করলো যে, "তুমি তিন দিনের ভেতর আমার কাছে চলে আস এবং নিজের কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে অনুশোচনা কর অন্যথায়, আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলবো।" তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সে দূতকে বল্লেন, "আমাকে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে অবকাশ দাও, যাতে আমি দোয়া করে জানতে পারি, আল্লাহ্ কি চান।" দোয়া করলে আল্লাহ্তা'লা তাঁকে রাত্রিকালে খবর জানালেন। আর সে খবর তিনি এইরূপে বর্ণনা করলেন যে, 'যাও, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের বাদশাহকে আমার বাদশাহ আজ রাতে হত্যা করে ফেলেছেন। সেই খোদা যিনি আমার মালেক, আমার রব্ব্ এবং আমার বাদশাহ রয়েছেন; তিনি তোমাদের সম্রাটের জীবন আজ রাত্রিতে সাঙ্গ করে দিয়েছেন।" দূতরা ফিরে গেল এবং জানতে পারলো অর্থাৎ বিলম্বে তাদের কাছে সেখানে

খবর পৌঁছাল (কেননা ইরান থেকে আসতে আসতে ইয়ামনের দিকে পৌঁছুতে সময় লাগতো) যে রাত্রিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ঐ দৃশ্য দেখানো হয়েছিল ঠিক সে রাত্রিতেই স্বয়ং কিসরার পুত্র তার পিতাকে তার যুলুম অত্যাচারের জন্যে হত্যা করে ফেলেছে।

সুতরাং এই হলো "মালিকিন-নাস"-এর অর্থ। যদি আপনারা একীন করেন যে, তিনি (আল্লাহ্) মালিক, তাহলে তিনি দুনিয়ার বড় থেকেও বড় বাদশাহ্র কবল থেকে আপনাকে বাঁচাবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু একীনের প্রয়োজন আছে এবং তাঁর মালিকিয়্যাতের (অনুশাসনের) আওতার মধ্যে থাকারও প্রয়োজন রয়েছে। আপনি যদি তাঁর মালিকিয়্যাতের মধ্যে জীবন যাপন করেন এবং যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হন, তখন তাঁর দিকে দৌড়ান, তখন এই দোয়া সত্য প্রতিপন্ন হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে খোদা ছাড়া অন্য কোন মালিক (ملك) ছিল না। সেজন্যে তাঁর নিবেদন কবুল হয়েছিল। বতঃ আল্লাহ্তা'লা তাঁর জালওয়াকে কত শান ও মর্যাদার সাথে প্রকাশিত করে ছিলেন! অতএব, খোদাতা'লার জালওয়া ও জ্যোতির্বিকাশ যদি দেখতে চান, তাহলে তাঁর মালিকিয়্যাতের (অনুশাসনের) আওতার মাঝে থাকুন। তারপর দেখুন, খোদাতা'লা কিরূপে আপনাদের সাহায্য করেন। অতঃপর "ইলাহিন্-নাস—প্রত্যেক প্রকারের কুপ্রবৃত্তিমূলক বাসনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে এই দোয়া। খোদাতা'লা কুরআন করীমে নিজে বলেছেন যে, প্রায়শঃ মানুষ নিজের বাসনা-কামনাকেই নিজের উপাস্য বানিয়ে নেয় অথচ সে জানে না যে, সে মুশরেক (অংশীবাদী) হয়ে যাচ্ছে। বাহ্যতঃ সে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (কোন উপাস্য নেই আল্লাহ্ ছাড়া) কলেমাই উচ্চারণ করে—কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়বস্তুকে নিজের খোদা (স্বরূপ) বানাতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিশালী লোকদেরকেও নিজের খোদার আসনে বসা স্বকীয় বাসনা কামনাকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয় (এমন কি খোদার উপরও)। এরূপ ব্যক্তি যখন উক্ত দোয়াটি করবে, তার সে দোয়া স্বতঃ নিষ্ফল হবে। কেননা খোদাতা'লা বলবেন, তুমি বলে থাক যে, আমাকে তুমি উপাস্য স্বরূপ গ্রহণ করেছ, অথচ দৈনন্দিন জীবনে তুমি শত শত প্রতিমা গ্রহণ করে রেখেছ। সেজন্যে দোয়ার প্রতিফলনের জন্যে নেক আমলেরও প্রয়োজন এবং পূর্ণাঙ্গ নেক আমল যদি সম্ভব নাও হয়, তবে নেক নিয়্যতের সাথে নেক আমল করার প্রচেষ্টাও দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে অনেক বড় রকমের প্রভাব রাখে। সেমতে মানুষ সবিনয়ে এটা তো বলতে পারে যে, হে খোদা! আমি গোনাহ্গার আমার দ্বারা অনেক পাপ সংঘটিত হয়। আমি বার বারই পাপে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু আমার অন্তর তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। আমার অন্তর তোমাকে ভালবাসে। আমি জানি যে, তুমি ছাড়া আমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারে না। এই কাতর প্রার্থনা যদি দরদে দেলের সাথে করা হয়, তাহলে আল্লাহ্তা'লা নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু (গফুর, রহীম)। তিনি

স্নেহ ভরে গোনাহ্ উপেক্ষা এবং পর্দাপোশীও করে থাকেন। ক্ষমাও করে দেন। কিন্তু মানুষের অন্তরের পরম কামনা ও আকাঙ্খার পাত্র খোদা হওয়া উচিত। 'ইলাহ' শব্দের এই অর্থ—পরম কাম্য ও কাঙ্খিত এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য খোদাতা'লাই হওয়া উচিত। যদি তা সত্য হয়, তাহলে আপনার এ দোয়া অসাধারণ শক্তির স্ফুরণ ও প্রকাশ দেখাবে। "ইলাহিন- নাস"—আমি সেই খোদার আশ্রয় চাই, যিনি সমগ্র মানবজাতির একক উপাস্য, অন্য কোনও উপাস্য নেই। "মিন শাররিল ওস্‌ওয়াসিল খান্নাস"—ওস্‌ওয়াস, বলা হয় কুপ্ররোচণা বিস্তারদানকারীদেরকে। সাধারণতঃ কুপ্ররোচণা থেকে নিস্তার লাভ করার জন্যে দোয়া চাওয়া হয়। কিন্তু "মিন শাররিল ওস্‌ওয়াস"-এর শাব্দিক অর্থ হলো এরূপ ওসওসা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে "খান্নাস"ও বটে, অর্থাৎ চুপি চুপি, দুষ্টামি ও চক্রান্তের মধ্য দিয়ে কুপ্ররোচণা ঢুকিয়ে দেয় এবং পিছনে সরে পড়ে। সচরাচর আপনি বুঝে উঠতে পারেন না যে, কত বদ-নিয়্যতির সাথে আপনার অন্তরে একটা সন্দেহের বীজ বপন করে গেল। "আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়েসু ফিসুদূরিন্‌ নাস" এরূপ এক যুগ আসন্ন যখন 'খান্নাস' সারা পৃথিবীময় খোদার বিরুদ্ধে, তাঁর রবুবিয়্যতের বিরুদ্ধে, তাঁর ইলাহিয়্যতের ও মালিকিয়্যতের বিরুদ্ধে ওসওসা (কুমন্ত্রণা) ছড়াতে শুরু করবে। বস্তুতঃ আজ সেই যুগ, যার মধ্যে দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি। কেননা আজকের জগতে এরূপ দর্শনের উদ্ভব হয়েছে, যা খোদাতা'লাকে 'রব্ব' (পালন কর্তা, প্রভু) বানায় না। বরং দুনিয়ার শক্তিধর দেশসমূহকে 'রব্ব' বানায়। বস্তুতঃ তাদের মুখাপেক্ষিতার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী এতো দৃঢ় হয়ে পড়েছে যে, প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় সর্বপ্রথম বৃহৎ শক্তিবর্গের কথাই মনে পড়ে যে, অমুক বা তমুকের কাছে সাহায্য চাইতে হবে। মুসলমান দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন যখনই প্রয়োজন পড়ে, তারা ভিক্ষার ঝুলি তুলে নেন কখনও আমেরিকার দিকে ছুটেন কখনও রাশিয়ার দিকে কখনও চীনের দিকে। আর মুখে বলে থাকেন: "ইলাহিন্নাস।" অতএব, বাস্তব জগতে আজ সে যুগটি বিরাজমান, যখন কি-না আমাদের 'ইলাহ' ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, এবং বহু সংখ্যক হয়ে গিয়েছে। 'রব্ব'ও আরও অনেক হয়ে গিয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, এরূপ এক সময় আসবে, যখন তোমাদের ঈমানের শিকড়গুলিকে ফাঁপা করে দেয় এমন শক্তি-বর্গের উদ্ভব ঘটবে। তারা তোমাদের অন্তরে ওস্‌ওসার সৃষ্টি করবে এবং তোমরা ঐ সব ওসওসার পরিণতিতে না খোদাতা'লাকে নিজেদের 'রব্ব' (পালনকর্তা ও প্রভু) জ্ঞান করবে আর নিজেদের বাদশাহ (শাসনকর্তা) মনে করবে। দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলিকে (আসল) বাদশাহ (ملك) জ্ঞান করতে আরম্ভ করবে। আর তেমনি খোদাকে তোমরা (প্রকৃতপক্ষে) উপাস্যও জ্ঞান করবে না। কেননা বস্তুতপক্ষে তোমাদের অন্তরে তোমাদের বাসনা-কামনারই উপাসনা চলতে থাকবে। আল্লাহ্ বলেছেন, 'আল্লাযী ইউওয়াস্‌য়েসু ফি সুদূরিন্নাসে মিনাল জিন্নাতে ওয়ান্‌ নাস'—এগুলি হলো সেই অনিষ্ট সৃষ্টিকারী শক্তি নিচয়

যা থেকে আমরা (রব্ব, মালিক ও ইলাহ্‌ খোদার) আশ্রয় যাচ্‌ঞা করি—এগুলি রয়েছে বড় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থেকেও এবং ক্ষুদ্র শ্রেণীর (সাধারণ) লোকদের মধ্যে থেকেও : বুরজুয়াও রয়েছে এবং প্রলেটেরিয়েটও ; কেপিটেলিষ্ট এবং সাইন্টিফিক সোশালিষ্ট। "আল-জিন্ন্‌" শব্দটির দ্বারা এখানে বড় বড় সত্তা শক্তিগুলিকে বুঝায় এবং "আল্‌-নাস" শব্দটির দ্বারা বুঝায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে। অতএব এ দোয়াটি এই যুগের উপর সব দিক দিয়েই প্রযোজ্য। এ কারণেই হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে উক্ত দোয়াগুলো পাঠ করতেন এবং তাঁর হাতে ফু দিয়ে শরীরের উপর মলতেন। এতে কোন রকমের কুসংস্কার (Superstition)-এর ব্যাপার নেই। দোয়া তো খোদা শুনেন। দেহের উপর মলেন কেন? আসল কথা হলো যে, ইহা ভালবাসার এক প্রকাশ ভঙ্গী। কোন কোন সময় মানুষ তার প্রিয়জনের কাপড় পেলে তা তার শরীরের সাথে ঘসে মুখের সাথে লাগায়, উহাতে চুমু খায়। অতএব আমি মনে করি যে, ঐ দোয়াগুলো পাঠ করে হাতে ফু দিয়ে তা শরীরে মলাটা এ উদ্দেশ্যে ছিল না যে, তিনি (সাঃ) মনে করতেন যে, শরীরে তা মলে নিলে বিপদাপদ থেকে বাঁচা যাবে। তিনি তো সংরক্ষিত মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খোদাতা'লার চিরকালীন হেফাযত তার হাসিল ছিল এবং দোয়া তিনি খোদার কাছেই করতেন এবং জানতেন যে, হেফাযত খোদার পক্ষ থেকে আসবে। অতএব দোয়াগুলিকে ফুঁক দিয়ে শরীরে মলাটা ইশ্‌ক ও মহব্বতের অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। খোদার কালামকে পাঠ করতেন। হৃদয় তার মাঝে ডুবে যেত। অন্তরে মহব্বত উপচিয়ে উঠতো। তাই প্রেমে আপ্লুত হয়ে প্রেমভরে হাতে ফু দিতেন এবং নিজের দেহের উপর সে প্রিয় কালামকে মলতেন।

অনুরূপ জয্‌বা ও অনুপ্রেরণার সাথে জামা'ত যদি এ দোয়াগুলো করে, তাহলে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, পুরস্কার প্রাপ্তদের যে পথের জন্যে আকাঙ্খিত হয়ে আমরা দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক নামাযের প্রতিটি রাকয়াতে এ দোয়াটি পড়ে থাকি যে, "ইহ্‌দিনাসসীরাতাল মুস্তকীমা, সীরাতাল্লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলায়হিম—হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমে চালাও, যে সীরাতে মুস্তাকীমে আমাদের পূর্ববর্তীগণ চলতেন যাদেরকে তুমি পুরস্কারসমূহের জন্যে বেছে নিয়ে ছিলে, যাঁদের উপর তুমি পুরস্কারের বারি বর্ষণ করেছিলেন। বস্তুতঃ এঁরা হলেন ঐ সকল লোক, যারা উক্ত দোয়াসমূহ নিবেদন করতে করতে সীরাতে মুস্তাকীমে বিচরণ করতেন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে তওফীক দিন, আমরা যেন এই দোয়াগুলোর যথার্থ হক্‌ আদায়কারী হতে পারি এবং এই দোয়াসমূহের ফলশ্রুতিতে আমরা ঐ সব পথে চলতে পারি যেখানে সর্বদাই আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে পুরস্কারের বারিধারা বর্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খোৎবার মধ্যে হুযুর (আইঃ) বলেন: আমি এই জুমুআর খোৎবা "জুমুআ" শব্দের অর্থ দ্বারা শুরু করেছিলাম, এবং আমি আপনাদেরকে এ শুভ সংবাদটি দিচ্ছি যে, আমরা আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত হলাম সেই জামাত, যাদের উল্লেখ কুরআন করীমের সূরা জুমুআতে পরিদৃষ্ট হয় এবং আখেরী যুগের লোকদেরকে যে পূর্ববর্তী ও প্রাথমিক যুগের লোকদের সাথে মিলিত করা হবে তারা খোদাতা'লার ফযলক্রমে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস-সালাতু ওয়াস্‌সালামের অনুবর্তিতায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সীরাত ও আদর্শের কার্যতঃ অনুকরণ ও অনুসরণকারী লোকেরাই হবে। আর এতদ্বারাই আপনারা ঐ পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হবেন, এর ব্যতিরেকে নয়। কিন্তু এ যুগটি আর এক দিক দিয়েও 'জুমুআ' তথা একত্রীকরণের যুগ। এত দুর দুরান্তের দেশসমূহ একই স্থানে বিভিন্ন আকার ও আঙ্গিকে একত্র হয়ে পড়ে যে মানুষ হতবুদ্ধি ও বিস্ময়াবাক হয়ে যায়। বস্তুতঃ আমরাই যে ঐ সকল লোক; সূরা জুমুআর সাথে যারা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত—এ বিষয়টির সম্বন্ধে খোদাতা'লা আমাদেরকে অধিকতর নিশ্চয়তা দানের উদ্দেশ্যে এরূপ নিত্যনূতন আবিষ্কারসমূহ ঘটিয়ে দিয়েছেন যার ফলশ্রুতিতে এখানে বসে আমরা দুরদুরান্তের আহমদীদের সাথে মিলে আছি এবং এক সাথে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে পড়েছি। ঈদের যে খোৎবা আমি দিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে এখনই আমি রিপোর্ট পেলাম যে, খোদাতা'লার, ফযলে ঐ সময়ে এক যোগে দুনিয়ার চব্বিশটি দেশে সে খোৎবাটি শোনা হচ্ছিল এবং দুনিয়ার তেষট্টিটি জামাত তা সরাসরি শ্রবণ করছিল। এখন থেকে এই ধারাটি ইনশাআল্লাহু আরও বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হতে থাকবে (উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে বিশ্বের চারটি মহাদেশে আরও বহু দেশ ও জামাতসমূহে সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে—অনুবাদক)। এবং বাহ্যিকভাবেও জামাতে আহমদীয়াকেই, হাঁ কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতকেই আল্লাহ্‌তা'লা এই তওফীক ও সৌভাগ্য দান করেছেন যে, অনুরূপভাবে একই যুগের বিভিন্ন (দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর) লোকদেরকেও তিনি একটি হাতের উপর একত্রিত করে দিয়েছেন। অতএব এই অর্থে ইহা আমাদের জন্যে সুসংবাদ ও দায়িত্বাবলী বৃদ্ধিকারী ব্যাপারও বটে। (সাপ্তাহিক 'বদর': ১৭ই অক্টোবর, ১৯৯১ ইং থেকে অনূদিত)

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন। ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

গত ৬ই নভেম্বর '৯২ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার

বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ : মৌলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

তাশাহহুদ ও তাআওউয পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা হুজুরাতের ১৫ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى
قلوبكم ط وان تطعوا الله و رسوله لايلتكم من اعمالكم شيئا ط ان الله غفور رحيم ٥

অতঃপর হুযূর বলেন,

অত্যন্ত জঘন্য ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতেই পাকিস্তানে ১৯৭৪ সনে রক্তাক্ত নাটক মঞ্চায়িত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি জঘন্য সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান হতে পাকিস্তানী রাজনীতির মূল উৎপাটন করে ফেলে এবং সেখানকার রাজনীতিকে চিরকালের জন্যে মোল্লার দাস বানিয়ে দেয়। ঐরূপ ষড়যন্ত্র এখন বাংলাদেশেও তৈরী হচ্ছে। এই নাটকের চরিত্র, বাক্যালাপ, ভূমিকা প্রভৃতিতে একই ব্যক্তিবর্গ রয়েছে। অনুরূপ পদ্ধতি এক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হচ্ছে। তাদের সাথে সেখানকার অর্থাৎ পাকিস্তানের মতই চরিত্র দৃশ্যপটে দেখা যাচেছ। সেখানকার মতই ষড়যন্ত্র এবং নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে। কয়েক বছর পূর্ব থেকেই এই সকল কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ যখন জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় ছিলেন। ঐ সময় নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, কুয়েতে, যেখানে রাবেতা আলমে ইসলামীর কেন্দ্র, সেখানে ইসলামী দেশসমূহের ধর্মমন্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করে কতিপয় গোপনীয় বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা হয় যা প্রকাশ করা হয়নি। সে সকল গোপনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয় এই ছিল যে, বাংলাদেশেও আহমদীদিগকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেবার চেষ্টা করা হোক। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাংলাদেশের জামাতকে সতর্ক করে নির্দেশ দেই যে, এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন। ইহা একটি গভীর ষড়যন্ত্র যা সহসা শেষ হবার নয়। কেননা এর পেছনে সৌদী আরবের পেট্রোডলার কাজ করছে। ধন-দৌলত মানুষকে অন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ এবং আশংকা ছিল যে, সেখানকা রাষ্ট্রপতি লালসার বশবর্তী হয়ে অনুরূপ কার্যক্রম শুরু করে দেবেন যেভাবে পাকিস্তানে করা হয়েছিল। সেই সময়ে এই বিষয়টি যখন কিছু দূর গড়াল তখন রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা হল। তারপর নূতন সরকার আসল। বর্তমান সরকারের আমলেও পূর্বের ন্যায় কার্যকলাপ শুরু করা হয়েছে, কিন্তু

বর্তমানে এর (অর্থাৎ আহমদী বিরোধী আন্দোলনের) কেন্দ্র স্থল কুয়েত নয় বরং সাক্ষ্য প্রমাণ সাব্যস্ত করে যে, পাকিস্তানের সরকারী ভবন হতে এই ষড়যন্ত্রকে বাংলাদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে। এতে সেখানকার (অর্থাৎ বাংলাদেশের) ধর্মমন্ত্রী পূর্ণভাবে জড়িত আছেন। সুতরাং কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন পাকিস্তান সফরে যান মনে হয় সেই সময়ে কিছু এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের পদ্ধতিতে (বাংলাদেশে) আন্দোলন চালানো হয়।

কিছু দিন পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্র, যা ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকাতে অবস্থিত, সেখানে ওলামাদের একটি বড় দল তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সেখানে উপস্থিত আহমদীগণকে মারাত্মকভাবে মারধর করে। কয়েকজনের অবস্থাতো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আশংকাজনক ছিল; কিন্তু খোদতা'লা ফযল করেছেন যে, কোন প্রাণ হানি হয়নি। প্রাণ দিলে ক্ষতির কারণ হয় না। (আল্লাহ্‌র রাস্তার) প্রাণদানকারীতো অমর জীবনের অধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু আমি উর্দু ভাষার প্রবাদ বাক্যে বললাম, কোন প্রাণের ক্ষতি হয়নি। বরং খোদার আশীষে পুণ্যকর্মের জন্য আর একটি নূতন জীবন দান করা হয়েছে। এই বর্বরোচিত আক্রমণে গোটা কমপ্লেক্সকে, যা ছোট ছোট ভবনের সমষ্টি, অগ্নিসংযোগ করা হয়, আসবাবপত্র এবং দামী দামী জিনিষপত্রকে একত্রিত করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। অনুবাদকৃত কুরআন করীম মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় ও তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। চারিদিকে কুরআন মজীদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। সেগুলি যে কুরআন মজীদ তা স্পষ্টই বুঝা যায়। অনেকগুলি পড়াও যায় যে, এগুলো কুরআন মজীদ। নৃশংস ঘটনা যেভাবে পাকিস্তানে মঞ্চায়িত করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে বাংলাদেশেও করা হয়েছে, কিন্তু সামান্য পার্থক্যের সাথে। পাকিস্তানে যে নাটক মঞ্চায়িত করা হয়েছিল তা রাবওয়ার রেলওয়ে ষ্টেশনে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। উহা এক অত্যন্ত গভীর ষড়যন্ত্র ছিল যা এইরূপে তৈরী করা হয়েছিল যে, এক সময়ে কিছু অ-আহমদী ছাত্র (রাবওয়ার রেল ষ্টশনে) অশোভনীয় কার্যকলাপ করবে তাতে আহমদী যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করবে। সুতরাং ঐরূপেই ঘটেছিল। এর ফলে মোল্লা ও সরকার একটি উছিলা পেয়ে গেল। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানের সকল সংবাদ মাধ্যম অর্থাৎ রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে মিথ্যা ও উত্তেজনামূলক সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এমনকি বলা হয়েছিল যে, রাবওয়াবাসীগণ নিরীহ মুসলমান যুবকদের চোখ উপরিয়ে ফেলেছে। এইরূপ বেহুদা ও উত্তেজনামূলক সংবাদ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আমার মনে আছে, হাজারাতে এক মৌলভী কিছু সংখ্যক ছাগলের চোখ বালতিতে রেখে সারা শহরে ঘুরে ঘুরে জনগণকে দেখিয়ে বেড়িয়েছিল যে, এইগুলি নিরীহ মুসলমানদের সেই চোখ যা রাবওয়াবাসীগণ উপড়ে ফেলেছিল অর্থাৎ (সত্যি সত্যিই)

বালতি ভরা চোখ যেন রাবওয়াহ হতে তাদের নিকট পৌঁছে গিয়েছিল। এইরূপ নির্বোধ আচরণে সরকার পুরোপুরিভাবে অংশীদার ছিল। গণমাধ্যমগুলো এই মিথ্যা প্রচার করছিল এবং নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, রাবওয়াতে অত্যন্ত বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে এবং এইরূপ আরো আক্রমণ হবার আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো জীবন সংকটে রয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া যা তাৎক্ষণিকভাবে হওয়ার ছিল তা হ'ল অর্থাৎ সারা দেশে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। আহমদীদের হাজার হাজার দোকান, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হল। আক্রমণের ধারাকে সরকারের ছত্রছায়ায় পরিচালিত করা হল। আমাদের নিকট এমন অনেক ছবি রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, আহমদীদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে, শহীদ করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাজিষ্ট্রেট দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানেই এই সব কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। তাদের ধারণা ছিল, এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে আহমদীগণও উত্তেজিত হয়ে প্রতিআক্রমণ করবে। (বাংলাদেশে) ঘটে যাওয়া ঘটনার পূর্ব হতেই আমি তাদেরকে বারবার উপদেশ দিয়ে আসছিলাম যে, আপনারা ধৈর্যচ্যুত হবেন না এবং তাদের হাতের খেলনা হবেন না। সুতরাং ঢাকাতে যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে প্রতিআক্রমণ করা হয়নি। সম্পূর্ণভাবে একতরফা নির্যাতন চালানো হয়েছে। তারা অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করেছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মূল ষড়যন্ত্রের এও একটা অংশ। একতরফা নির্যতন করা সত্ত্বেও যখন (আহমদীগণ) উত্তেজিত হয়নি এবং কোন প্রতিআক্রমণও করেনি সে সময় হঠাৎ করে সমগ্র দেশে ওলামাগণ আহমদীদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করে দেয় এবং প্রকাশ্যে সরকারকে হুমকি দেয় যে, আমাদের দাবীগুলো পূর্ণ করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দাও নতুবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ তুলনামূলকভাবে সচেতন। অনুরূপভাবে বুদ্ধিজীবীগণও তুলনামূলকভাবে প্রজ্ঞাবান। সুতরাং মোল্লাদের এক দু'টি পত্রিকা ছাড়া সকল সংবাদপত্রই এই নৃশংস ঘটনার জোরালোভাবে নিন্দা করেছে। এমনকি রাজনীতিবিদগণও নিন্দাজ্ঞাপন করে সমালোচনা করেছেন। তাদের ধারণা ছিল যে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের ধারা জোরালো হবে। কিন্তু তা হতে পারেনি। এই ঘটনায় যদি সরকার জড়িত থাকে, বাহ্যিকভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ সাব্যস্ত করে যে, সরকার এতে জড়িত রয়েছেন, কিন্তু সরকার এই উত্তেজনামূলক কার্যকলাপের অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়নি। তবে একটি কাজ করা হয়েছে তা হলো এই যে, এই ঘটনার পরপরই পাকিস্তান হতে এমন নিকৃষ্ট মৌলভীদের ডেকে আনা হয়েছে যাদের মত উস্কানীমূলক বক্তব্যে পারদর্শী ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে অদ্বিতীয় আর নেই। সৌদী আরব হতেও ওলামাদের ডেকে আনা হয়েছে। এই সব কিছু কি হঠাৎ করে ঘটতে পারে? একদিকে তো নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অপরদিকে সেই (নির্যাতনের) সমর্থনে আরো

ওলামাদের ডেকে আনা প্রমাণ করে যে, সরকার অবশ্যই এতে (ষড়যন্ত্রে) জড়িত রয়েছে নতুবা পৃথিবীর কোন বিবেকবান সরকার নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে উস্কানী দেবার লক্ষ্যে বহিরাগত উস্কানীদাতাকে নিমন্ত্রণ করতে পারে না। সুতরাং এই সকল ওলামা বিভিন্ন জায়গায় উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখে এবং শেষে সরকারের নিকট দাবী জানানো হয় যে, আহমদীগণকে অমুসলিম ঘোষণা দাও নতুবা সমগ্র দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে। রক্তের নদী বয়ে যাবার সাথে যতটা সম্পর্ক তাতে বাংলাদেশের আহমদীগণ খোদতা'লার ফযলে অত্যন্ত সাহসী। তারা দুর্বল কিন্তু হৃদয়ের দিক হতে দুর্বল নয়। তাদের ঈমান অত্যন্ত মজবুত। বাংলাদেশের আমীর সাহেব বার বার আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, হুযূর, আপনি কোন চিন্তা করবেন না, দোয়া করতে থাকুন। যদিও আশংকা রয়েছে কিন্তু প্রতিটি আহমদী পর্বতের ন্যায় দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান আছে এবং প্রত্যেক ধরণের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ঐ সকল নির্যাতিতগণ যারা খুব বেশী কষ্ট পেয়েছেন ও গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে একজন উহ্ পর্যন্ত করেনি বা এই অভিযোগও করেনি যে, আমার সাথে এ কি হয়ে গেছে। তিনি জানিয়েছেন যে, আপনি বিশ্বাস রাখুন যত বড় পরীক্ষাই আসুক না কেন আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে একজন আহমদীও এমন নেই, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। আগামীতে যদি কোন ঘটনা ঘটে সে সময়েও প্রতিটি আহমদী এক দেহ এক প্রাণ হয়ে নিজদিগকে কুরবানীর জন্য পেশ করে দেবে। সংক্ষিপ্তভাবে ইহা হলো সেই ঘটনা যা ইচ্ছাকৃতভাবে দুষ্টামির জন্যে ষড়যন্ত্রের আকারে সেখানে ঘটেছে এবং অনুরূপ ঘটনা ঘটার প্রয়াস চলানো হচেছ। আজকের সংবাদ এই যে, উলামাদের নেতৃত্বে একটি মিছিল ৪নং বকশীবাজার, যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের হেডকোয়ার্টার, সেদিকে পৌঁছায়—সেখানে এমন কিছু বাঁচেনি যাতে অগ্নি সংযোগ করা যেতে পারে তথাপি বহু আহমদী সবকিছু ত্যাগ করে অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানে একত্রিত হয়েছিল। মিছিলটি কোন কিছু না করে গাল মন্দ দিতে দিতে এবং অমুসলিম ঘোষণার দাবীর শ্লোগান দিতে দিতে অন্যদিকে চলে যায়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদে গিয়ে তাদের দাবীসমূহ পেশ করে যা স্পীকার সাহেব গ্রহণ করে নেন। এই দাবীসমূহ এর পূর্বেও ডেপুটি স্পীকার সাহেব গ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় বর্তমানে জনগণের দাবী হিসেবে এটিকে এইরূপে পেশ করা হয়।

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি ঐশী জামাত। এই যাবৎ জামাত অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। ইহা অতীব সত্য যে, এই সকল পরীক্ষায় জামাত সব ধরণের ত্যাগ স্বীকার করেছে। তারা জান-মালের কুরবানী পেশ করেছে, কিন্তু জামাত কখনও পিছপা হয়নি। বেশীর পক্ষে এই হয়েছে যে, কয়েকটি শুকনো পাতা ঝড়ে পড়েছে কিন্তু এর থেকে বেশী সবুজ ও শক্তিশালী পাতার জন্ম হয়েছে যা ফলদানকারী হয়েছে এবং ফল দিচেছ। জামাতের ইতিহাস বলে, ইহা সেই জামাত নয় যাকে যাঁতাকলে পিষ্ট করলে ক্ষুদ্রাকারে নির্গত হয়। ইহা সেই জামাত যা অন্যান্য ঐশী জামাতের ন্যায় যাঁতা-

কলে পিষ্ট হবার পর বড় ও শক্তিশালী হয়ে নির্গত হয়েছে। ইহা যাঁতাকলের সাথে মিশে থাকে না।

আল্লাহ্‌তা'লা জানেন, ঐখানে কি হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কতিপয় পরামর্শ সেখানকার, জনসাধারণ ও রাজনীতিবিদদের দিতে চাই। কিন্তু যাই হবে আমি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, জামাতে আহমদীয়াকে দুনিয়ার কোন শক্তি অপমানিত, লাঞ্ছিত ও হেয় করতে পারবে না। ইহা আগের চেয়ে অধিকতর বড় হয়ে নির্গত হবে। প্রত্যেক পরীক্ষা জামাতকে শক্তি দান করেছে দুর্বল করেনি। সুতরাং এই পরীক্ষা কোন নূতন ধরণের পরীক্ষা নয়। এক শত বছর ধরে আমরা যে সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি ইহা সেগুলোর মধ্য হতেই একটি পরীক্ষা। কিন্তু এর শুভ পরিণতি সম্পর্কে জামাতের কোন সন্দেহ নেই। কিছু দিন পূর্বে কানাডায় মসজিদ উদ্বোধনের যে অনুষ্ঠান ছিল এর সম্বন্ধে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে যে সংবাদ পাওয়া যাচেছ তাথেকে জানা যায় যে, অনেক আহমদী, যারা এই দৃশ্য দেখেছেন তারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন যে, জামাত কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। পাকিস্তানের একজন আহমদী সাংবাদিক আমাকে চিঠি লিখেছেন, যা আমি গতকাল পেয়েছি। তিনি লিখেন, এখানকার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক যিনি ধর্মীয় বিষয়ে লেখালেখির ব্যাপারে পাকিস্তানে অতি পরিচিত, তিনি আমার নিকট এসে অনেকক্ষণ মাথা নত করে বসে থাকেন এবং তিনি অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন যেন তিনি কষ্টের মধ্যে রয়েছেন আর তিনি আমাকে বল্লেন, "রাত্রে আমি একজন আহমদীর ঘরে কানাডার মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান দেখি এবং সারা রাত এ ব্যাপারে আফসোস করতে থাকি যে, আমরা এত দিন কি করে আসছি, আমাদের চিন্তাশক্তির কি হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা কি করে দিয়েছি যার ফলে জামাতে আহমদীয়া এত অধিক উন্নতি লাভ করেছে। আমাদের চিন্তা ভাবনাতেই এই ব্যাপারটি আসেনি। কথাগুলো তো এভাবে নয়, কিন্তু চিঠির বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করলে ইহাই দাঁড়ায় যা আমি আপনাদিগকে বলছি। এইরূপ ধারণা দিন দিন বেড়েই যাচেছ। একটি আহলে হাদীস পত্রিকার লেখাও আমি আপনাদিগকে পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং যদ্বারা জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত সেই সময় এসে গিয়েছে যে, ঘোরতর বিদ্বেষীগণও ইহা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, তাদের চেষ্টা সত্যিই হতাশাব্যাঞ্জক ও নিষ্ফল হয়েছে, বিপরীত ফলদানকারী হয়েছে। তাদের এ সকল প্রচেষ্টা জামাতে আহমদীয়াকে দুর্বল করার পরিবর্তে অধিক শক্তিশালী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। বাস্তবে মোল্লা কাকে, কি শক্তি দান করবে? আসলে মোল্লার প্রতিনিয়ত নিকৃষ্ট কর্মের ফলে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে শক্তি দান করে থাকেন। অথচ এ বিষয়টি তারা বুঝতে পারে না। যদি এই বিষয়টি জনগণ বুঝতে পারে অথবা বুদ্ধিজীবীগণ বুঝতে পারেন তাহলে আগামীতে তাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে, এরূপ বুঝার কারণে তা বানচাল হয়ে

যাবে। কিন্তু তাদের জন্যে বিষয়টি বুঝা দুষ্কর এ জন্যে যে, যদি তারা আমাদিগকে ছেড়ে দেয় তবুও আমরা উন্নতি করি আর আমাদের পিছনে পড়লেও আমরা উন্নতি করি। তারা যাবে কোথায়? হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর উপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রসিদ্ধ বাক্যটি প্রযোজ্য হয় যে, আমি কোণের পাথর, যে আমার উপর পড়বে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং আমি যার উপর নিপতিত হব সেও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত তো সেই কোণের পাথরের জামাত। কোণাতে সেই পাথর স্থাপন করা হয় যা সবচেয়ে বেশী মজবুত। কুরআন মজীদের 'কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর' উক্তিটি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) ব্যবহার করেছেন যা সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। তার উপর যে বস্তুটি পরে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। সুতরাং আমাদিগকে ছেড়ে দিলেও তারা মারা পড়ে এবং পিছনে লাগলেও মারা পড়ে। তাহলে তারা করবে কি? তাদের জন্যে একই রাস্তা যে, তারা ঈমান নিয়ে আসুক। আল্লাহ্‌তা'লা একবার নয় দু'বার নয় এক বছর নয় দু'বছর নয় ক্রমাগত শতবর্ষ ধরে দেখিয়ে আসছেন এদ্বারা একটি অন্ধ ব্যক্তিও উপলব্ধিও করতে পারে যে, খোদাতা'লার সমর্থন আমাদের সাথে আছে তাদের সাথে নেই। প্রত্যেকবারের কার্যাবলীর ফল কি অর্থ বহন করে। যাই হোক খোদাতা'লা যাদিগকে তাদের মন্দ কর্মের জনো পথভ্রষ্ট করেন তাদের কোন চিকিৎসা নেই। তারা দেখতেও পায় না শুনতেও পায় না। আর না তারা সত্য প্রকাশের সাহস রাখে। কিন্তু জনগণের একটি বড় অংশ এমন রয়েছে যাদের উপর এই অবস্থা প্রযোজ্য হয় না। অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যারা অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে কার্যকলাপ করছে। গুটিকতক লোক এমন রয়েছে যাদেরকে আপনারা নেতা বলে অভিহিত করুন অথবা দুর্ভাগা বলে অভিহিত করুন তারা প্রজ্ঞা হতে বঞ্চিত। কুপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করার ফলে তারা প্রত্যেকবার জাতিকে ধ্বংসের দোড় গোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এগুলো সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যা পাকিস্তানের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে। যখন থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন ক্রমাগতভাবে মৌলভীদের নির্যাতন ও তাদের ভুলপথ প্রদর্শনের ফলে জাতির অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে। আমি বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে নসিহত করছি, তারা যদি গোটা ধর্মীয় ইতিহাসকে অথবা কিছু দিন পূর্বের ইতিহাসকে গভীরভাবে পর্যালোচনা না করতে পারেন তা হলে বর্তমানে ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিন। জামাতে আহ্‌মদীয়ার একশত বছর কিসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সামনে কি সত্য উপস্থাপন করছে? ইহা কোন অতীতের কথা নয়, ইহা তো আজকের জীবন্ত ইতিহাস। যা এই বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে তুলে ধরছে। এথেকে নসিহত গ্রহণ করুন। আসলে তাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিৎ এবং দেখা উচিৎ যে, সেখানে কি ঘটেছে এবং ঘটছে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যদি এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থেকে থাকেন যেমন কিনা আমি বর্ণনা করেছি—সাক্ষ্য প্রমাণ সাব্যস্ত করে যে, তিনি জড়িত আছেন—তাঁর এটা চিন্তা করা উচিৎ যে, তাঁর পূর্বে যে সকল লোকেরা এইরূপ কর্ম করেছে তাদের সাথে খোদার তকদীর কি ব্যবহার করেছে। যেভাবে কিনা এই মোল্লারা বলছে যে, তুমি যদি আমাদের সাথে থাক তাহলে তোমার নাম অমর হয়ে যাবে। তোমার বিরুদ্ধবাদীগণ ধ্বংস হবে, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদদের রাজনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে, তুমি স্থায়ীত্ব পাবে। বর্তমান প্রধান-মন্ত্রী কি ইহা জানেন না যে, ঐ হাত যা কৃতিত্বের মালা গলায় পড়িয়ে দেয় সেই হাত আবার ফাঁসির দড়িও পরিয়ে দিতে পারে। এই হাতের উপর কোন ভরসা নেই। এই ইতিহাস তো পুরোনো নয়। যে সকল ব্যক্তি মৌলভীদের পক্ষ থেকে মালা পড়ার লালসায় ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে তাদের পরিণাম আপনাদের সামনে রয়েছে।

আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ীই এই পরিণাম হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।

فلن تجد لسنت الله تبديلا

(আল্লাহ্‌র সুন্নতে কোন পরিবর্তন নেই)

ولن تجد لسنت الله تحويلا o

(আল্লাহ্‌র সুন্নতে কোন পরিবর্তন নেই) (৩৫:৪৪) চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন আল্লাহ্‌র নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই। ইহাই সুন্নত যা পুনরাবৃত্ত হয়ে আসছে। সুতরাং জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হউন। যদি কোন ভুল করে থাকেন, তাহলে এখনও সময় আছে, উহা হতে তওবা এবং ইস্তেগফার করুন। অত্যাচারের পথ অবলম্বন করে ঐ পরিণাম পৌঁছাবেন না যেই পরিণাম আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারীদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। যতটুকু জাতির সাথে সম্পর্ক রয়েছে জাতিও নিষ্পেষিত হবে। জাতির প্রধানের দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত হলে গোটা জাতির উপরে এর মন্দ প্রভাব পড়তে থাকে এবং বিপর্যয়ের যাঁতাকলে জাতি এইভাবে নিষ্পেষিত হতে থাকে আর বার বার এমন ভয়ংকর পরীক্ষার মধ্যে পড়তে থাকে যাথেকে জাতির বেরিয়ে আসার কোন পথ থাকে না। পাকিস্তানের ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। সেখানে দাবী করা হয়েছিল যে, এই যুগে ইসলামের এমন খেদমত করা হচ্ছে অর্থাৎ আহমদীদিগকে অমুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যা দেয়ার মত উজ্জ্বল খেদমত ইসলামের ইতিহাসে আর খুঁজে পাবেন না। এত মহান কাজ সেখানে করা হচ্ছে যদ্দরুন সেই ব্যক্তি যার দ্বারা এই কাজ সম্পাদিত হচ্ছে সে সব সময়ের জন্য খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে নিবে এবং আরশে তার গুণগান করা হবে। অমর হয়ে যাবে সে এবং ইসলাম উন্নতি করবে, চারিদিকে ইসলামের সুনাম বৃদ্ধি হতে থাকবে। এ হলো জান্নাতের চিত্র যা মৌলভীরা (পাকিস্তানে) তুলে ধরেছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই জান্নাতের যে দৃশ্য সামনে এসেছে সে চিত্রটি অত্যন্ত ভয়ানক। আমি শুধু তার দু' একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যাতে বাংলাদেশে যারা শুনছেন তারা বুঝতে পারেন, আর যারা শুনছেন না তাদের জন্য যেন এই পয়গাম পৌঁছে দেয়া হয়। এই বিষয়গুলিকে সর্বদা সামনে রাখা উচিৎ।

তাদের দ্বারা ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানে যা সংঘটিত হয়েছিল এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৪ সালে আরও ঘটনাবলী সংঘটিত হয়। তারপর থেকে নির্যাতন ও নিগ্রহের একটি কাহিনী রচিত হয়ে আসছে। তার পরিণামে কি হয়েছে? তার সম্বন্ধে পাকিস্তানের সাবেক আইন মন্ত্রী জনাব এ, কে, ব্রোহী বলেন, ‘বৃক্ষের পরিচয় ফল দ্বারা হয়ে থাকে। পৃথিবীবাসী আমাদের মন্দ কর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য করে। আমার মনে হয় যে, আজ আমর যদি এই ইসলাম হতে পৃথক হয়ে যাবার ঘোষণা দিই তাহলে ইউরোপের একটি বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করবে।” যদি ইসলামের খেদমত করতে হয় (ব্রোহী সাহেবের মতে) তবে ইহাই সেই পথ। আপনারা ঐ ইসলামে প্রবেশ করুন যা হতে আপনারা আমাদিগকে পৃথক করতে চান, যা দেখে ইউরোপের লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করছে। অত্যাচার ও নির্যাতনের ইসলাম হতে তওবা করুন। ইহা কখনও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর ইসলাম হতে পারে না। কেননা, ইহা সম্ভব নয় যে, ইসলাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর হোক আর মানুষ তা দেখে তওবা করুক। ব্রোহী সাহেব জামা'তের (আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত) কোন প্রশংসাকারী নন। তিনি জামা'তে ইসলামীর শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি সর্বদা প্রকাশ্যে জামা'তে ইসলামীর সমর্থন করে আসছেন। তিনি ইসলামের এত খেদমত করার প্রচেষ্টার ফল উপরোল্লিখিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেন, বৃক্ষের পরিচয় ফল দ্বারা। আজ আমরা যদি ঐ ইসলাম হতে পৃথক হয়ে যাই তাহলে ইউরোপের একটা বড় অংশ ইসলামে প্রবেশ করবে। যখন তারা ঐ সকল দেশগুলিকে দেখে যাদের উপর ইসলামী রাষ্ট্রের লেবেল লাগানো রয়েছে তখন তাদের (ইউরোপবাসীদের) পদক্ষেপ ইসলামের দিকে অগ্রসর হতে থেমে যায়। ইসলাম প্রচারের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা আমরা নিজেরাই।

সৈয়্যদ কাউসার সিরাজী সাহেবের ১৯শে জুলাই, ১৯৯১ তারিখের লেখা হতে একটি অংশ তুলে ধরছি। তিনি লিখেন,—আমি বর্তমান বছরের এক একটি ক্ষণ ও এক একটি মুহূর্তকে সামনে রেখেছি। আমার এমন মনে হয় যেন চারিদিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, বারুদের ধোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে। বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে, ক্রমাগত লুটতরাজ হচ্ছে, বর্বরতা হিংস্রতার আবর্তে নগরবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত ও আশ্চর্যান্বিত। হে খোদা! এ কি হচ্ছে, কিয়ামত আর কাকে বলে?। আল্লাহুর আযাব নাযেল হচ্ছে, কিছুই তো অবশিষ্ট রইল না।’ প্রশ্ন হলো এই যে, যা কিছু পাকিস্তানে হয়েছে তা যদি ইসলামের খেদমত হয়ে থাকে তাহলে তিনি কেমন খোদা যার ধর্মের আপনারা সেবা করছেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর খোদা তো এমন ছিলেন না। কেননা, তিনি তো নগণ্য সেবকদের সেবাকে আশ্চর্যজনকভাবে আশীষমণ্ডিত করেছেন। যদি কেউ একটি রুটি তাঁর রাস্তায় কুরবানী করে থাকে তার ধনদৌলতে এত বরকত দিয়েছেন যে, বংশ পরম্পরায় সেই কল্যাণ অফুরন্ত সাব্যস্ত

হয়েছে। ছোট ছোট ত্যাগ স্বীকারকারীদের তিনি সিংহাসনের অধিকারী করে দিয়েছেন! ইনিই হলেন সেই খোদা যিনি তাঁর রাস্তায় ত্যাগ স্বীকারকারীদের কল্যাণমণ্ডিত করেন। তাদের সাথে প্রেম ও প্রীতির ব্যবহার করেন। তোমাদের দাবীতে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে এ কেমন খোদা বা কার খোদা যে, এমন ব্যবহার করছেন। তোমরা যদি সত্যবাদী হতে তাহলে তোমাদের সাথে কখনও এমন ব্যবহার করা হতো না। আমি তোমাদের ভাষায় কথা বলছি, তোমাদের কেমন খোদা যে, তোমরা তোমাদের কথা অনুযায়ী যতই তাঁর ধর্মের সেবা করছ ততই তিনি তোমাদের লাঞ্ছিত করছেন এবং এমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছেন, এমন আযাব তোমাদের প্রতি বর্ষণ করছেন যে, গোটা জাতি সেজন্য বিচলিত হয়ে আর্তনাদ করছে। কোন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এই ইসলামী রাষ্ট্র (পাকিস্তান) ডাকাতের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে আইনের রক্ষকরা আইন প্রণয়নকারী লোকদেরই ধনদৌলত লুটপাট করছে এবং তারা আইনভঙ্গকারীদেরকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন করছে। পাকিস্তানের দুরবস্থা তো অত্যন্ত পরিষ্কার। গোটাদেশ এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত যে, সেখানকার এমন কোন স্থান নেই যেখানকার অধিবাসীরা এই পরিস্থিতিতে আর্তনাদ করছে না। তারা বলছে, কি হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ এরা (মোল্লারা) ধর্মের কি সেবা করতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লার ধর্মের অবমাননার শাস্তি তারা পাচ্ছে এমন শাস্তি যে, ১৯৭৪ এর পর থেকে এই দেশটি আর শান্তির মুখ দেখে নি।

বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের আমি বিনীত উপদেশ দ্বারা বুঝাতে চাই যে, (পাকিস্তানের মত) মূর্খতার পুনরাবৃত্তি করবেন না। যদি করেন তাহলে এমন অন্ধকার আপনাদিগকে ঘিরে নিবে যা হতে নিকৃতির কোন পথ খুঁজে পাবেন না। ইহা একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগের শিকার এ দেশটি। পৃথিবীতে এমন দরিদ্র রাষ্ট্র খুব কমই আছে। কাপড়ের অভাবে একটি বড় অংশ সাধারণ দুই একটি কাপড় পরিধান করেই জীবন অতিবাহিত করে। একটি বড় অংশ এমন রয়েছে যা একবেলা খাবার পেয়েই তুষ্ট হয়ে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কেবল ভুল পদক্ষেপের কারণে খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি অর্জন করে ফেলেন তাহলে (দেশের) অবস্থা আরও দুর্যোগময় হবে। যদি আপনারা অশোভনীয় কাজ করেন তাহলে ইতিহাস আপনাদিগকে কখনও ক্ষমা করবে না। মোল্লারা ইসলামের নাম নিয়ে আপনাদের বলছে, ইহা একটি মহান সেবা, কেননা নাউযুবিল্লাহ্ এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নবুওয়তে হস্তক্ষেপ করেছে। ইহা এমন একটি অশোভন কথা যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কে, কোন মা এমন সন্তান জন্ম দেয়নি, যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সম্মান ও নবুওয়তে হস্তক্ষেপ করতে পারে? এমন কোন ব্যক্তির জন্ম হয়নি। যদি এমন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহলে খোদাতা'লা এ পৃথিবী হতে তার অস্তিত্ব মিটিয়ে দিবেন। সুতরাং ইহা এমনই একটি বাজে কথা, মিথ্যা ছাড়া এর আর কোন বাস্তবতা

নেই। জনসাধারণ এমন কি বুদ্ধিজীবীরাও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় এ মিথ্যা ও ফাঁকা আওয়াজ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যান। তারা বলেন, হস্তক্ষেপ করেছে। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক কিসে হস্তক্ষেপ করেছে? তোমাদের মনে কি শুধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে? আল্লাহ্র জন্য কি তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ নেই? তোমাদের কথা অনুযায়ী তো আজ পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আল্লাহ্র অস্তিত্বে হস্তক্ষেপ করে আছে। যারা মূর্তি পূজারক তারাও খোদাতা'লার অস্তিত্বে হস্তক্ষেপ করে আছে। খোদার নবীকে খোদার পুত্র বানিয়ে দিয়েছে, এমন লোকদের সংখ্যাও অধিক। অতএব এরা তোমাদের কথা অনুযায়ী খোদাতা'লার অস্তিত্বকে লুটে নিয়েছে। খোদার সম্মানে হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু তবুও কি তোমাদের অন্তরে খোদাতা'লার জন্য আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে না।

ভারতে যা কিছু ঘটেছে সেদিকে কারোও দৃষ্টি নেই। যদি জেহাদ করতে হয় তাহলে ঐ সকল দেশে গিয়ে জেহাদ কর যেখানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন হচ্ছে। সেই সকল দেশে মৌলভীদের সবচেয়ে প্রথম প্রেরণ করা উচিত। কেননা, তাদের দাবী যে, তারা শাহাদতের মর্যাদা লাভের জন্য অতি আগ্রহী। কাশ্মীরের যে সীমান্ত রেখা রয়েছে সেখানে জনগণকে বাধা দেয়া হয়েছিল সেখানে মৌলভীদের দলে দলে প্রেরণ করা উচিৎ ছিল যাতে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করার আগ্রহ তো তাদের একবার পূর্ণ হতো, কিন্তু এরা সর্বদা পিছনে থাকে। যেখানে মৃত্যুর ভয় থাকে সেখানে যেতে যেন তাদের আত্মা কেঁপে ওঠে। কোন দুর্বল নিরীহ ব্যক্তির উপর অত্যাচারের বিষয় হলে সিংহের ন্যায় গর্জন করে বিচরণ করতে থাকে তারা। ১৯৭৪ সনের একটি ঘটনা মনে পড়েছে। গুজরাওয়ালার একটি গ্রামে মৌলভীগণ একটি বড় দল নিয়ে আক্রমণের জন্য আসে। তারা যখন আক্রমণে উদ্যত হলো সে মুহূর্তে একজন বললো, আক্রমণ করার আগে ভেবে নাও, কেননা তারা সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আর বলছে, আমরা একজনের বদলে দশজনকে নিয়ে মরব। এই খবর শুনে পুরো মিছিলটি ভীত হয়ে পড়ল এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, প্রথমে কে থাকবে? একজন মৌলভীদের বলল, আপনারা আগে থাকুন কেননা আপনারা আমাদিগকে শাহাদতের অনুপ্রেরণা দিয়ে এখানে এনেছেন। তখন মৌলভীদের জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কেউ বলল, আমি বন্দুক চালাতে পারি না, কেউ বলল, আমি কষ্টের মধ্যে আছি, যখন মিছিলকারীরা মৌলভীদের এই অবস্থা দেখল তারা বলে উঠল, আমাদের জীবন কেন নিতে চাচ্ছ? চল ফেরত যাই। সুতরাং গ্রামের দোড় গোড়া হতে মিছিলটি ফেরৎ আসল। অতএব সরকারের উচিৎ মৌলভীদের সত্যতা যাচাই করার জন্য যেন তাদের পরীক্ষা নেন। যে সমস্ত জায়গায় মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তাদের সেখানে প্রেরণ করা হউক। আমি কিছুদিন পূর্বে জুমুআর খুৎবায় বলেছিলাম যে, বসনিয়ার মাটি আমাদিগকে জেহাদের জন্য হাতছানি দিচ্ছে

ডাকছে। আমি ঘোষণা করেছিলাম, যেসকল দেশ মুসলিম সরকার দ্বারা পরিচালিত তাদের দ্বারা জেহাদ হতে পারে। কিন্তু যেখানে অমুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত সেখানে থেকে জেহাদ পরিচালনা করা যেতে পারে না। যেমন তুরস্ক ও পাকিস্তান হতে জেহাদ হতে পারে অর্থাৎ সেখানকার সরকার জেহাদের ঘোষণা দিক, আমি তাদিগকে আশ্বস্ত করে দিচ্ছি যে, আল্লহ্‌তা'লার ফযলে এই জেহাদে আহ্‌মদীগণ প্রথম সারিতে থাকবে। কিন্তু আপনাদের জন্য বিষয়টি কঠিন এই জন্য যে, আপনারা আমাদিগকে মুসলমান মনে করেন না। তাই আমাদিগকে জেহাদের জন্য ব্যবহার করতে চাইবেন না। আমার পরামর্শ হলো, মৌলভীগণকে কেন বসনিয়াতে প্রেরণ করছেন না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সকল মৌলভীদিগকে একত্রিত করে সৈন্যদল গঠন করে বসনিয়াতে পাঠানো হউক যাতে তারা শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। অতএব মোল্লাদের কার্যকলাপ বলে দেয় যে, তারা প্রতারক। বাংলাদেশেও তাদের একই অবস্থা। যেখানে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, বার্মায় কয়েকটি স্থানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বার্মা হতে একটি বড় সংখ্যার উদ্বাস্তু (বাংলাদেশে) এসেছে। তাহলে বার্মার দিকে কেন Front খুলে নেন না।

নিরীহ আহ্‌মদীদের উপরই আক্রমণ করতে হবে? যারা নিজেদের নগণ্য সংখ্যার দরুন অসামর্থ্যের দরুন নিজেদেরকে রক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না। তাদের জন্য তো এটা ধৈর্যের সময়, নির্যাতিত হবার সময়, এরই মধ্যে তারা জীবন যাপন করবে॥ কিন্তু তারা নির্যাতনকে ভয় করে না। তারা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ভীত নয়। আপনারা আসুন তাদের বড়-ছোট ও শিশুদেরকে হত্যা করুন তবুও তারা মাথা নত করবে না। কেননা এইরূপ অত্যাচার পূর্বেও করা হয়েছে। ইহার অভিজ্ঞতাও তাদের রয়েছে। যদি তোমরা সত্য সত্যই শাহাদতের মর্যাদা লাভের ইচ্ছা পোষণ কর তাহলে ইহার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো এই যে, তোমরা বার্মার দিকে Front খুলে নাও। বাংলাদেশ সরকারের উচিৎ যখন তাঁরা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় মোল্লাদের সৈন্যদলে পাচ্ছে তাদেরকে সীমান্তে প্রেরণ করে এই ঝগড়ার নিষ্পত্তি করা দরকার যাতে রাজনীতি কলুষমুক্ত হয় আর শান্তি বিরাজমান হয়। অতএব বোকার মত কোন পদক্ষেপ নিবেন না। বাস্তবে ভেবে দেখুন আসল ব্যাপারটা কি। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নবুওয়তের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তো দাসত্বের দাবী করেছেন। ভালবাসার প্রেমিক গোলাম হবার দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাঁর সামনে আমার অস্তিত্ব তুচ্ছ এবং এটাই প্রকৃত মীমাংসা। আমি যা কিছু পেয়েছি তা তাঁর থেকেই উৎসারিত।" হে খোদা! তুমিই এ ব্যাপারে সাক্ষী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচিত পুস্তকাবলী পড়ে দেখুন হুযুর (সাঃ)-এর কেমনতর প্রেমিক ছিলেন তিনি! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি আরবী, উর্দু ও ফারসীতে যা লিখে গেছেন তার দৃষ্টান্ত সমগ্র ইসলামী বিশ্বে খুঁজে পাবেন না।

অতএব প্রজ্ঞাবান হউন, দেখেতো নিন যে, কার উপর 'কাফের' ফতওয়া লাগাতে যাচ্ছেন। তিনি শুধু সেই মাহ্‌দী হবার দাবী করছেন যাঁর আগমনের সুসংবাদ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন আর যাঁর সমর্থনে আকাশে চন্দ্র ও সূর্য সাক্ষ্য দিয়েছে। তাঁর দাবী হলো এই যে, তিনি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাসত্বে খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জেহাদের ভিত্তি রাখবেন, আন্দোলন করবেন। নবুওয়তের যে ব্যাপারটি রয়েছে সে সম্বন্ধে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস এই যে, মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মর্যাদা নবুওয়তের দাস অর্থাৎ যেভাবে নবুওয়তের আনুগত্যকারীর উল্লেখ কুরআন মজীদে আছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কখনও স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও শরীয়তবাহী নবী হবার দাবী করেননি। বরং এমন ব্যক্তির উপর তিনি অভিশাপ প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, ইসলামের সাথে এমন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী তো শুধু মাত্র মসীহ ও মাহদী হবার। আমরা দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করে থাকি যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে যে মসীহ মাওউদ আসার কথা ছিল তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর অনুগামী নবী হবেন। উম্মতি নবীর সম্পর্কে কুরআন মজীদ সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই আয়াতকে যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন হতে বের না করে দাও ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর কোন দিক হতে আক্রমণ করার অধিকার তোমাদের নেই। এই কথা বলারও অধিকার নেই যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ কুরআন বিরোধী নবুওয়তের দাবী করেছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصلحين وحسن اولئك رفيقا ٥ (৪ : ৭০)

কত স্পষ্ট ঘোষণা ! খাতামান্‌ নবীঈন (সাঃ) সংক্রান্ত আয়াতও সত্য হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) কসম খেয়ে বলেছেন যে, আমরা এই আয়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। কুরআন শরীফের কোন আয়াত অপর আরেক আয়াতের বিরোধী হতে পারে না। এই আয়াতকে (খাতামান্‌ নাবীঈন সংক্রান্ত) উপরে বর্ণিত আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়ে দেখ, তাতে ঘোষণা রয়েছে যে, আনুগত্যের নবুওয়ত ব্যতিরেকে সকল প্রকারের নবুওয়তের দ্বার বন্ধ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্যে নবুওয়ত চিরকাল বহমান থাকবে। ومن يطع الله والرسول প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সাঃ) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য করবে فاولئك مع الذين انعم الله عليهم (এদের মত কেউ হবে না) ইহারাই এই সকল লোক যারা পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন। তোমরা বলে থাক যে, নবুওয়ত বন্ধ। অপরদিকে কুরআন মজীদ ঘোষণা দিচেছ এখন থেকে প্রত্যেক ধরণের পুরস্কার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক করে দেয়া হয়েছে। من النبيين নবীদের মধ্য হতে হবে والصديقين সিদ্দীকগণের মধ্য হতে হবে والشهداء শহীদদের মধ্যে হতে হবে। والصلحين

সালেহীনদের মধ্যে হতে হবে وحسن اولئك رفيقا অর্থাৎ তারা কতই না উত্তম সঙ্গী হবেন। নবী, সিদ্দীক ও সালেহ্‌ হবার পুরস্কার পেতে পার কিন্তু তা শর্ত সাপেক্ষ। আর তা হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্যে। যার আনুগত্য যত উচ্চ মার্গে পৌঁছুবে সে তত বড় মর্যাদায় উন্নীত হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দাবী করেছেন, আমি যা কিছু পেয়েছি সব কিছুই তো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাসত্বে ও আনুগত্যে পেয়েছি। ইহাকে তোমরা স্বাধীন নবী আখ্যা দিতে পার না। এই রাস্তা তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিয়ামতকালঅব্দি "উলিল আমর" নবী। কেয়ামত পর্যন্ত কেউ তাঁর শরীয়তকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে না। তিনি "খাতাম।" তিনি না শুধু নিজের যুগের অধিপতি, বরং সর্বকালের সর্বযুগের। এ ব্যাপারে তোমরা ফিৎনা ও ফ্যাসাদ করছ। খোদার কাছে তোমরা কি জবাব দিবে। খোদাতা'লা তো কোন কাজ বাকী রাখেন না। যারা আল্লাহ্‌র কালামকে বিকৃত করে জঘন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তারা এমন দুর্ভাগা যে তাদেরকে এই পৃথিবীতেও শাস্তি দেয়া হয়। আমি ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি সে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত্যুর পরে কি হবে তা খোদা জানেন, কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তা'লা ছাড়েন না বরং একের পর এক শাস্তি দিতে থাকেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদেরকে আমি নসীহত করছি যে, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন। প্রজ্ঞাবান হউন, নিজ জাতিকে এমন লাঞ্ছনার মধ্যে ঠেলে দিবেন না। যেখানে যেতে তো দেখা গেছে কিন্তু বের হতে কখনো দেখা যায়নি। রাজনীতিবিদদের তো এ অধিকারই নেই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয় অথবা কারও দাবীর বিরুদ্ধে মীমাংসা দেয়। তাহলে বিষয়টি মূর্খতা বলে সাব্যস্ত হবে। কোন দেশে ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা রাজনীতির নেই। হুমকি দেয়া হচ্ছে যে, সিদ্ধান্ত না দিলে সেখানে রক্তের নদী বইয়ে দেয়া হবে। বাংলাদেশে রক্তের নদী বইয়ে দিলে দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। যে রক্তপাত হবে তা তো বাঙ্গালীরই রক্ত হবে। আর বাংলাদেশের নেতাদের উপর সেই প্রতিটি রক্তবিন্দুর দায়দায়িত্ব বর্তাবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সাথে ন্যায় বিচারের দায়িত্ব সরকারের উপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই রক্তের প্রতিটি বিন্দুর দায়দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে পড়বে। বাংলাদেশে যে রক্ত বইবে সেই রক্ত না তো মুসলমানের না হিন্দুর বরং বাঙ্গালীর রক্ত হবে। মযলুমের রক্ত না তো কোন ধর্ম রাখে না কোন বর্ণ। উহাতো শুধু মযলুমেরই রক্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদেরকে বুদ্ধি দান করুন। রাজনীতিবিদদের তো কোন অধিকারই নেই যে, এমন ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলায়। এর জন্য রাজনীতির সৃষ্টি হয় নি। রাজনীতির জগৎ একটি পৃথক জগৎ, তার উপর এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না, যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার খোদাতা'লা কাউকে দেননি। মোল্লারা দাবী করে থাকে, অমুক ফিরকার লোক অমুসলিম। তমুক ফিরকার লোক অমুসলিম।

চৌদ্দশত বৎসর ধরে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে জঘন্যভাবে 'কাফের' ফতওয়া দিয়ে আসছে। তারা এমন কঠোরতার সাথে কাফেরের ফতওয়া প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে যে, অমুক ফিরকার লোক শুধু যে কাফের তাই নয় বরং জাহান্নামীও এবং আরও ফতওয়া দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই ফতওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করে সেও অমুসলিম ও জাহান্নামী। এই সকল ফতওয়া আজও বিদ্যমান আছে। আমি বাংলাদেশের জামা'তকে নসীহত করছি যে, তাৎক্ষণিকভাবে এই সকল ফতওয়াকে প্রকাশ করে সমগ্র দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে যে, এরা হলো সেই সকল মোল্লা যারা অতীতে একে অপরের বিরুদ্ধে এইভাবে ফতওয়া প্রদান করেছে। যখন আহমদীয়াতের জন্ম হয় নি তখনও এই সকল মৌলভী একে অপরের বিরুদ্ধে এইরূপ ফতওয়া দিয়ে এসেছে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিদের কথা শুনে কেন নিজেদের রাজনীতিকে ধ্বংস করছেন? ইহা বস্তুতঃ এমনই একটি ষড়যন্ত্র যা পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও করা হয়েছিল। আহমদীদের রক্ষাকারী তো আল্লাহ্‌তা'লা এবং নির্যাতিত হবার সূত্রেও তাদের জন্য আল্লাহ্‌র হেফাযত রয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের রক্ষক তো খোদা নন। কোন রাজনীতিবিদ ভুল করলে তো তার মাশুল তাকে সারা জীবন ধরে দিতে হয়। পাকিস্তানের রাজনীতি আজ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তারা দিন দিন নিরুপায় ও নিঃসঙ্গ হতে চলেছে। ইহার একমাত্র চিকিৎসা, যা কিছু তোমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বাতিল করে দাও। যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাজনীতিবিদ তো দূরের কথা ধর্মীয় নেতাকেও আল্লাহ্‌তা'লা কাউকে অমুসলিম আখ্যা দেয়ার অধিকার দেন নি। যদি কারো অধিকার থেকে থাকতো তবে তার অধিকারী হতেন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর গোটা জীবনে এমন কোন ঘটনা নেই যে, কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেছে আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) বলেছেন, তুমি মুসলমান নও। এ ব্যাপারে আমি মৌলভীদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে, আপাদমস্তক দ্বারা শক্তি প্রয়োগ করেও এমন কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না। ইহাতো তখনকার সেই উজ্জ্বল ইতিহাস যখন ইসলাম উন্নতি করছিল, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। খোদাতা'লার প্রতাপ ও সৌন্দর্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নসীহতে বিকশিত হচ্ছিল সেই সময়ও এমন কোন ঘটনা ঘটে নি। এই সত্তা যিনি খোদা হতে জ্ঞান প্রাপ্ত হতেন এবং খোদার তরফ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা কথা বলতেন, যাঁর দৃষ্টি মানুষের হৃদয়ের উপরও ছিল তিনিও কখনো কাউকে মুসলমান দাবী করার পর অমুসলমান বলে আখ্যা দেন নি এবং তা এজন্য যে, তিনি প্রজ্ঞায় ভরপুর ছিলেন। সূর্যের আলো তাঁর প্রজ্ঞার সামনে ম্লান, কেননা মানুষের প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ জাগতিক আলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। যেভাবে প্রজ্ঞা উন্নতি করতে থাকে তেমনিভাবে সেই প্রজ্ঞা অন্যান্য জাতির উপর বিজয় লাভ করতে থাকে। আমি যা বলছি তা বাস্তব সত্য, বাড়িয়ে বলছি না যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) যে উজ্জ্বল প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন

যেমন প্রজ্ঞার অধিকারী তাঁর পূর্বে কেউ ছিলেন না আর তাঁর পরেও কেউ হবেন না। তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁর মাঝে প্রজ্ঞা অধিকতর উজ্জলভাবে বিদ্যমান ছিল। আলোর সাথে অন্ধকারের কোন সম্পর্ক নেই। তাই তিনি (সাঃ) কখনও কোন ভুল মীমাংসা করেন নি। আল্লাহ্তা'লা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন قالت الاعراب امنا অর্থাৎ আরবের বেদুঈনগণ বলে, আমরা ঈমান এনেছি قل لم تؤمنوا হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি তাদের বলে দাও অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, বল, তোমরা ঈমান আনোনি ولكن قولوا اسلمنا তবুও আমি তোমাদিগকে এই অধিকার দান করছি যে, তোমরা নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করো। ولما يدخل الايمان فى قلوبكم তবে ঈমান তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি। কিন্তু তোমরা দাবী করছো যে, আমরা ঈমান এনেছি। খোদাতা'লা বলছেন, তোমরা ঈমান আনো নি। কিন্তু তোমাদের মুসলমান দাবী করার অধিকার সংরক্ষিত আছে। তোমাদিগকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিকে আরোপিত হবার অধিকার হতে বঞ্চিত করবো না। ইহা সেই পবিত্র আয়াত যা গোটা বিষয়বস্তুকে পরিষ্কার করে আমাদের সামনে তুলে ধরছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বেও তিনি (সাঃ) কাউকে অমুসলিম আখ্যা দেন নি। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর কোন মুসলমান দাবীদারকে অমুসলিম বলার তো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আজকের মোল্লা এই বলে যে, মুসলিম দাবীদারকে অমুসলিম আখ্যা দেবার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা কতই না দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার দাবী করছে। তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে বড় হবার দাবী করছে! পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক আধ্যাত্মিক শক্তিশালী ও জ্ঞানী হবার দাবী করতে পারে। খোদাতা'লা কাউকে অধিকার দেন নি আর এরা অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। অপরকেও বলছে যে, তোমরাও আমাদের সঙ্গী হয়ে যাও। তাই পূর্বে যে ভুল হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি করো না। ক্ষমা প্রার্থনা কর। মুসলমান দাবী করার পর কারোর উপর তার মুসলমান হবার ব্যাপারে সন্দেহ করার অধিকার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাউকে দেন নি বা অমুককে বল যে, তোমার হৃদয়ে ইসলাম নেই। আল্লাহ্তা'লাই একমাত্র অন্তর্যামী। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্তা'লা ঐ সকল লোকদিগকে মুসলমান বলতে নির্দেশ দিচ্ছেন যাদের হৃদয়ে ঈমানও প্রবেশ করে নি। অমুসলিম দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ লোকদের অবগতির জন্যে একটি মহান ঘটনাকে তুলে ধরে আমি আজকের খুৎবাকে সমাপ্ত করছি। আহ্‌মদীদের সামনে এই ঘটনাটি বহুবার শোনানো হয়েছে। বাংলাদেশের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে এ ঘটনাটি বিষদভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আজকাল মোল্লারা আপনাদের নিকট কি দাবী করছে? নিজেদের পথ বেছে নিন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে থাকবেন না মোল্লাদের সাথে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে এক যুদ্ধে প্রসিদ্ধ মল্লবীরের সাথে একজন সাহাবীর যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত সাহাবী মল্লবীরকে কাবু করে ফেলেন। যখন সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন সে মৃত্যুর ভয়ে উচ্চারণ করল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। সে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করেছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'ও বলেনি। আর আজকের

মোল্লারা বলে, 'খতমে নবুওয়ত' মুসলমান হবার জন্য একটি শর্ত। এগুলি সব আজেবাজে কথা। আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করছি তাতে শুধু ইহাই পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করেছিল অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। মুসলমান মুজাহিদ তাকে হত্যা করলেন। যুদ্ধ হতে ফেরৎ এসে এই ঘটনাটি তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শুনালেন এবং বললেন, আমিতো জানতাম সে মৃত্যুভয়ে এমন করেছে। তাই আমি তাকে হত্যা করেছি। সাহাবী বল্‌লেন, এই ঘটনাটি শুনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এত অসন্তুষ্ট হলেন যে, আমি আমার জীবনে তাঁকে কথনও এত অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। তিনি বার বার বলছিলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে কেন দেখলে না, তুমি তার হৃদয় চিরে কেন দেখলে না, অর্থাৎ তার হৃদয়ে যে ইসলাম নেই তা তুমি কিভাবে জানলে? আমি পরিতাপের সাথে ভাবতে লাগলাম হযরত রসূল করীম (সাঃ) যদি চুপ হয়ে যেতেন তবেই ভালো হত। আর এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবী মনে মনে বল্‌লেন, আফসোস! আমি যদি এ ঘটনার পূর্বে মুসলমান না হতাম তবে আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এ অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হতো না। আর এক বর্ণনায় আছে, এ ঘটনাটি শুনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, তুমি কেয়ামতের দিন কি উত্তর দিবে যখন ঐ ব্যক্তির কলেমা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান হবে যে, তুমি "লা ইলালা ইল্লাল্লাহু" বলা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করেছ। আহমদীদের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'। আর ইহাই তাদের প্রাণ। এই কলেমার জন্য আহমদীরা ধন-দৌলত ও প্রাণের ত্যাগ স্বীকার করছে। বহু বছর ধরে পাকিস্তানের অলিগলি যার সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। এই কলেমার সম্মান রক্ষার জন্যে আহমদীরা কোন কিছুকে ভয় করে না। এই কলেমার জন্যে আহমদীগণকে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, তাদের ধন-দৌলতের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে, তবুও তারা এই কলেমার সম্মান রক্ষা করা থেকে পিছপা হয়নি। এই অবস্থা জানার পরেও কি তোমরা আহমদীগণকে অমুসলিম' বলতে পারো?

তোমরা একেবারেই বুদ্ধিহীন। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ হতে আমি আশা রাখি যে, তাঁরা প্রজ্ঞা প্রদর্শন করবেন। পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ হতে তাঁদের বুদ্ধিমত্তা প্রখর। যুক্তি দ্বারা বুঝালে তারা বিষয়টি বুঝে নেন, জিদ করেন না। এজন্য বিষয়টি দ্রুতগতিতে তাঁদের বুঝানো উচিৎ। প্রজ্ঞার পরিচয় দিন। নিজেও গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হবেন না আর জাতিকেও শিকার হতে দিবেন না। নতুবা দেশ হতে শান্তি উঠে যাবে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর মোকাবিলা করার শক্তি এ পৃথিবীকে কারও নেই। কিয়ামতের দিন এই কলেমা যখন তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? তোমরা কলেমার নামে তাদের মান-সম্মান ধন-দৌলত লুণ্ঠন করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়েছো। খোদাকে কিভাবে মুখ দেখাবে? আল্লাহ্ তোমাদের সুবুদ্ধি দান করুন, প্রজ্ঞা দান করুন। আপনারা পাকিস্তানের দুর্ভাগ্যের নাটক মঞ্চায়িত করবেন না, যার শাস্তি আজ পর্যন্ত তাদের পেতে হচ্ছে। পাকিস্তানের ঘটনা তো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তার শাস্তি বাস্তব হয়ে আজ সেই জাতির ললাটের সাথে জড়িয়ে গেছে, যা হতে মুক্তি পেতে তারা আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

জাগ্রত বিবেকের কাছে বিনীত আবেদন

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

> কাঁদ বাংলাদেশ কাঁদ। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বিশ্বের ২য় স্থানের মহান গৌরবে অধিষ্ঠিত তুমি। তোমার বুকে ২৯শে অক্টোবর (১৯৯২) ঐ গরিষ্ঠতার অহংকারে স্ফীত ও ধর্মান্ধতায় মত্ত 'ইসলাম সেবক' কিছু সংখ্যক লোক ৪নং বকশীবাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কমপ্লেক্সে ঢুকে কুরআন পাককে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধর্মীয় ইতিহাসে এক কলংকময় অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে। এই কলংক মোচনের জন্য দেশের বিবেক জেগে উঠবে কি?

অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মানবতার করুণ কান্নায় সাড়া দেয়া জাগ্রত বিবেকের মহান দায়িত্ব। এ সাড়ায় মানবতা সুস্থ থাকে ও অবক্ষয়ে বন্দী সমাজ ও দেশ মুক্তির সন্ধান পায়। বর্তমানে আমাদের সমাজ ও দেশকে অবক্ষয়ের চরম আগ্রাসন হতে বাঁচাতে হলে কাল বিলম্ব না করে প্রত্যেকের বিবেককে সজীব ও সক্রিয় করে তোলা ছাড়া বিকল্প নেই। অতঃপর ভয়াবহভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত বাংলাদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে দেশবাসী ভাইবোন বিশেষ করে শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারীগণের দরবারে বিনীত আবেদন রাখছি।

২৯শে অক্টোবর (১৯৯২) ৪নং বকশীবাজারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বাংলাদেশস্থ প্রধান কার্যালয়ে পবিত্র ইসলামের নামে ও 'আল্লাহো আকবার' ধ্বনি দিয়ে যে দানবীয় কাণ্ড ঘটানো হয়েছে (শুনতে পাচ্ছি এর চেয়েও মারাত্মক কিছু করার পাঁয়তারা চলছে) তাতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সত্য এর চেয়ে এই জঘন্য অপকর্মের দ্বারা শতগুণ ক্ষতি করা হয়েছে পবিত্র ইসলামের। ইসলামকে কলংক লেপন করা হয়েছে। ক্ষতি করা হয়েছে এদেশেরও। কেননা আমাদের সম্পদ দেশেরই সম্পদ। মারাত্মক আঘাত হানা হয়েছে দেশের সুনামেও। যারা তা করছে তাদের বিবেক যে মৃত তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু যাদের বিবেক জীবিত আছে তাদের কি এই ঘৃণ্য কাজের নিন্দা ও ভবিষ্যতে যাতে দেশের কোথাও এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি দ্বারা ইসলামের দুর্নাম আরো বৃদ্ধি না করা হয় সে জন্য কিছু করার নেই?

চরম ভুক্তভোগী হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ হতে অনুধাবনের জন্য আপনাদের দরবারে এই বক্তব্য রাখছি যে, বাংলাদেশের এক লাখ 'কাদিয়ানীদের' জ্বালিয়ে দেয়া বা হত্যা করতে যাওয়ার মাঝে ১০/১১ কোটি মুসলমানের নেতৃত্বের দাবীদারদের তেমন কোন বীরত্ব বা বাহাদুরী আছে কি? এসব তাঁরা করতেই বা যাবেন কেন? আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখি যে, কোরআন শরীফ ও সুন্নাহর কষ্টি পাথরে আমরা মুসলমান। যারা

আমাদের বিপথগামী (?) মনে করেন তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো মহববতের সাথে আমাদের ভুল ভাঙানো ও আমাদেরকে বুঝানো। রসূল করীম (সাঃ) তো ইসলাম বুঝাতে গিয়েই তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। আমাদের কাছে আসলে তো রক্তাক্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। কেননা আমরা তো শান্তিপ্রিয় মুসলমান। তবু না আসার কারণ বুঝি না। দ্বিতীয় কথা হলো, যারা আমাদেরকে অমুসলিম তথা 'কাফের' বা সংখ্যালঘু মনে করেন, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শমত তাদের মহান দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘুদের হেফাযত তথা পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, একমুখে তারা বলেছেন কাদিয়ানীরা 'মুরতাদ' নয়। তারা 'কতলযোগ্য' নয়। অপরদিকে তারা জনসভায় জোর গলায় ঘোষণা দিচ্ছেন সরকার তাদের দাবী না মানলে একটি একটি করে কাদিয়ানীকে হত্যা করা হবে। যারা আমাদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে দাবী তুলে জোর আন্দোলন করছেন তাদের কাছে আরজ হলো, সরকার তাদের দাবী না মানলে সেজন্য আমাদেরকে চরম অত্যাচার ও অবিচারের শিকারে পরিণত করা অর্থাৎ একের 'দোষ' অপরের ওপর চাপিয়ে দেয়া ইসলামী ন্যায় বিচারের পরিপন্থী নয় কি? অবশ্য দাবীটিকে বিভিন্ন দিক হতে বিশেষ করে কুরআন পাকের শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে গভীরভাবে তলিয়ে দেখা দরকার।

সাময়িক উত্তেজনায় বা স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে দূরদৃষ্টি দিয়ে বিষয়টিকে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। ধর্ম যেমন অন্তরের ব্যাপার তেমনি আন্তর্জাতিক ব্যাপারও। ধর্মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। এর ব্যতিক্রম হলেই অধর্মের দরজা খুলে দেয়া হয়। কোনদেশে এক ধর্মের লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ, কোন দেশে অন্য ধর্মের। রাষ্ট্র পরিচালনায়ও দেশের বিভিন্ন ধর্মের লোক সংযুক্ত থাকতে পারে এবং থাকেও। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের ওপর এর অধিবাসীদের, কারা কোন্ ধর্মের 'প্রকৃত' অনুসারী, সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেয়ার অধিকার দেয়া যায় কিনা? অর্থাৎ অনুসারীদের দাবী নয়, সরকারের রায়ই তাদের ধর্ম নির্ধারণ করে দেবে। এক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে কিছু করলে অন্য দেশেও তা করতে পারে। এক ধর্মের লোক করলে অন্য ধর্মের লোকেও তা করতে পারে। এমনকি এতে নতুন নতুন আইটেমও যোগ করতে পারে। অর্থাৎ একবার এ দরজা খুলে দিলে কোন দেশে তা কি রূপ নিবে কোন্ ধর্মের লোক কি করবে এর সীমানা টানা দুষ্কর হবে। এনিয়ে বহু দিক ভাববার ও বলবার আছে। সব বাদ দিয়ে একজন মুসলমান হিসেবে যা জিজ্ঞাস্য, তা হলো ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র কর্তৃক সিদ্ধান্ত নিলে তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হবে কিনা? যদি হয়, তাহলে তা কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সম্মানিত নায়েব রসূলগণ অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়ে দিন। এতে বহু বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। যদি তা সম্ভব না

(অবশিষ্টাংশ ৪২ পাতায় দেখুন)

দুনিয়াটা ঘুরে এলাম

(ঢাকা—সিঙ্গাপুর—জার্মানী—কানাডা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—জাপান—ভারত—ঢাকা।)

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আমি তখন ময়মনসিংহে। আমার ছেলে আহমদ তবশির ফোনে জানাল যে কানাডার দূতাবাস থেকে আমাকে ভিসা নেবার জন্য ডেকেছে। আশ্চর্য হলাম। কানাডার ভিসা পাওয়া খুবই কঠিন, অথচ তারা আমাকে ডেকে নিয়ে ভিসা দিতে চায় কেন?

ঢাকায় এসে দূতাবাসে গেলাম। উল্লেখ্য যে, কানাডার আমীর মৌলানা নাসিম মেহ্দী সাহেব ভারত বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে লিখেছেন, A Significant event in Canadian history is taking place......The official inauguration of the largest Mosque in North America ......We are inviting a number of prominent Ahmadi Muslims from various countries to join us on this occasion. From Bangladesh we have invited Mr. Ahmad Taufiq Choudhury......to represent Bangladesh at this occasion. AMI of course undertakes to bear all expenses relating to the stay of Mr. Choudhury in Canada. বুঝলাম, এভাবে ভিসা প্রদানের উৎসমূল কোথায়। কানাডার আহমদীয়া মুসলিম জামাত সরকারী ও বেসরকারী মহলে অত্যন্ত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। আহমদী জামাতের আন্তর্জাতিক নেতা খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কানাডার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে যেয়ে বলেছিলেন, May Canada become the world and all the world become Canada. কানাডার জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না।

আমি যখন ভিসার জন্য কানাডার দূতাবাসে যাই তখন দশ জন ওলামার একটি দলও ভিসার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে দু'জন জাতীয়তাবাদী ওলামা এবং আট জন তবলিগী জামা'তের। ওরা তবলিগ করতে কানাডা যাবেন। জিজ্ঞেস করলাম, ওরা এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, গারো, মগদের মধ্যে প্রচার করেন কি না? কোন উত্তর দিলেন না। বল্লেন, কানাডা, আমেরিকায় তারা ভাল তবলিগ করছেন, বহু গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করেছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করা এবং গীর্জায় নামায পড়াতো ইসলামে নিষিদ্ধ। আপনারা ইসলামী বিধান অমান্য করে কোন্ ফতওয়া অনুযায়ী গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করছেন? এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর পেলাম না। যাই হোক, এরা একজনও ভিসা পেলেন না। উল্লেখ্য যে, আমি কানাডায় গিয়ে এমন কোন গীর্জা দেখিনি যা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। কানাডায় প্রকাশিত Almanac & Directory 1992 (145 year of publication) যার মধ্যে কানাডার সকল সরকারী ও বেসরকারী [illegible] নাম ঠিকানা ছাপা আছে। সকল ধর্মীয় সংগঠনের নাম ঠিকানাও আছে। আমি তা [illegible] করে দেখলাম, কোথাও তবলিগী জামাতের সন্ধান পেলাম না। বইটির সেকশন—২ এতে শুধু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি ও সকল শাখার পূর্ণ ঠিকানা রয়েছে। তথা—

কথিত আলেমদের মিথ্যা দাবীর কথা স্মরণ করে মর্মপীড়া ভোগ করলাম। আল্লাহ্তা'লা মৌলানা খেতাবধারী এহেন লোকদেরকে সত্য বলার শক্তি দান করুন, আমীন। এখানে এও বলে রাখা দরকার যে, ডেগ-ডেগচী, কাঁথা-বালিশ নিয়ে মসজিদ থেকে মসজিদে চিল্লা দিয়ে মুসলমানদেরকে কলেমা শিক্ষা দিলেই তবলিগ হয় না। তবলিগ বলে ইসলামের বাণী ও শিক্ষাকে অমুসলমানের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া। তবলিগ শব্দটি বালাগ থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ সুন্দর ও সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া। আহমদী জামা'ত এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করছে। সমগ্র পৃথিবীতে নানা ভাষায় কোরআন, হাদীস অনুবাদ করে, মসজিদ ও মিশন নির্মাণ করে, দীর্ঘ ট্রেনিং দিয়ে মোবাল্লেগ তৈরী করে মহৎ ও মহান তবলিগী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। নিজ চক্ষে আমি তা দেখেছি ইউরোপ, আমেরিকা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে। এ দেশের তবলিগী ভাইয়েরা তবলিগ করছেন না, তবে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা তরবিয়ত করছেন বলে স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে।

কানাডার ভিসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীর ভিসাও নিলাম। এখন যাত্রা করার পালা। কিন্তু ব্যাপারটাতো এত সহজ নয়। মোহতরম আমীর সাহেব এবং সুহৃদ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব সাহস দিলেন, শক্তি যোগালেন। আমি এই দু'জন হিতাকাঙ্খীর কাছে ঋণী। আল্লাহ্তা'লা যাজায়ে খায়ের দান করুন। উল্লেখ্য যে, একটি সফরে শুধু টাকা হলেই চলে না, তৎসঙ্গে চাই প্রেরণাও। যারা অর্থ যোগান দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, আমি তাদের জন্য দোয়া করেছি এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও করব। আমার এক আত্মীয় আমেরিকা থেকে টিকেট পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল কিন্তু সময়াভাবে তা আর হল না। আল্লাহ্তা'লা তার এই সদিচ্ছারও উত্তম ফল দান করুন, আমীন। এও উল্লেখ্য যে, ভিসা পাওয়ার সময় আমার কাছে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। ভিসা যখন হাতে এল তখন আল্লাহ্তা'লা তাঁর খাস অনুগ্রহে আমার হাতে লক্ষ টাকা একত্রিত করে দিলেন। ভাবলে অবাক লাগে! নানা পথে, নানা ভাবে এই টাকা এল আমার হাতে। আল্‌হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মঞ্জুরী থাকলে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যায়। এ কথার প্রমাণ পেলাম নূতন করে। সোবহান আল্লাহ্!

১৩ই অক্টোবর সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সে সিঙ্গাপুর যাত্রা করলাম। চার ঘন্টার পথ। আমাদের সঙ্গে সময়ের ব্যবধান দুই ঘন্টা। সিঙ্গাপুর নামটির উৎপত্তি হয়েছে সিংহপুরা থেকে। ৪০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এই দেশটি অবস্থিত। বলা যায় একটি শহরই একটি দে[illegible] এই ক্ষুদ্রায়তন দেশটি ১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। সুন্দর, উন্নত এই দেশটিকে [illegible]াপ আমেরিকার উন্নত অঞ্চলগুলির সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা যায়। ঝকঝকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সবই আছে।

আমাদের দেশের মানুষ নাক নিয়ে বড়াই করে। যার নাক যত উঁচু সে নাকি তত বেশী সম্মানীয়। এদেশে নাককাটা অর্থ অপদস্ত হওয়া, কলঙ্কিত হওয়া। কিন্তু দেখলাম

পূর্বাঞ্চলের নাক চেপ্টা লোকগুলি আমাদের নাকের বড়াইকে পদদলিত করে বহুদূর এগিয়ে গেছে। ওরা তাদের সম্পদের মূল্য দেয়। আইন, শৃংখলা মেনে চলে। দেয়ালে কাল রং দিয়ে আঁচড় দেয় না, গাড়ী ভাঙ্গে না, জ্বালাও পোড়াও নেই। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। চলাচলের জন্য ব্যক্তিগত কার ছাড়াও আছে সুন্দর বাস, পাতাল রেল, উপরে ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক চেয়ার-কোচ। বিমান বন্দরের এক টার্মিনেল থেকে অপর টার্মিনেলে যাবার জন্য আছে স্কাই ট্রেন বা আকাশ রেল। সিঙ্গাপুরে দু'টি মাত্র ঋতু—বর্ষা ও গ্রীষ্ম। সিঙ্গাপুরের উত্তরে রয়েছে মালয়েশীয়া এবং দক্ষিণে রয়েছে ইন্দোনেশীয়া। অধিবাসীদের অধিকাংশই চীনা বংশোদ্ভূত।

আমি আসছি—এ খবর পূর্বেই সিঙ্গাপুর জামাতে পাঠিয়েছিলাম। চাঙ্গী বিমান বন্দরে গিয়ে যখন নামলাম তখন চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওখানকার জামাতের কেউ আমাকে আকারে চিনেন না এবং আমিও কাউকে চিনব না। অতএব কি করে আমরা একে অপরের খোঁজ পাব? হঠাৎ দেখি একজন সাদা কাগজে লাল রংয়ে আমার নাম লিখা একটি পরিচিতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে যিনি নিতে এসেছেন তাঁর নাম আব্দুল ওয়াসিহ মোবাশ্বির। টেক্সী নিয়ে ওনান রোডে পৌঁছলাম। এক দিকে মসজিদ রাস্তার অপর পার্শ্বে গেষ্ট হাউস ও আঞ্জুমান অফিস। দুতলার গেষ্ট হাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা। মোবাশ্বির সাহেবের স্ত্রী আয়শা Oppelaar হল্যাণ্ডের মেয়ে। আয়েশা ঐ দিন রোযা রেখেছিলেন। ইফতার করে বসে আছেন, খান নি। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা রাতের খাবার একটি পাকিস্তানী হোটেলে খেলাম। এরপর গেলাম মসজিদে। চমৎকার দ্বিতল মসজিদ। আধুনিক সব সাজ সরঞ্জাম। সিঙ্গাপুর জমাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ সালে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এর উদ্বোধন করেন ২৪শে জুলাই ১৯৮৯ সালে। মসজিদটির নাম মসজিদে তা হা। সুন্দর, আকর্ষণীয় এই মসজিদটি যে কোন পথচারী বা দর্শকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। জমাতের নিজস্ব একটি মাইক্রোবাস আছে তবলিগী কাজের জন্য। ১৪ তারিখ মোবাশ্বির সাহেব আমাকে সিঙ্গাপুর শহর দেখালেন। মাগরিব এবং এশার নামায পড়ালাম মসজিদে। মুনাওয়ার আহমদ সাহেব রাতে নিজের গাড়ীতে করে আমাকে নিয়ে বের হলেন রাতের সিঙ্গাপুর দেখাতে। অপূর্ব দৃশ্য। এর আগে আমি আর কোথাও এমন অপরূপ শোভা দেখিনি বল্লে মিথ্যা বলা হবে না। জনাব মুনাওয়ার আহ্‌মদ আমাকে মধ্যরাতে বিমান বন্দরে নিয়ে এলেন. এমবার্কমেন্ট ফিস নিজ পকেট থেকে দিলেন। কেউই আমার পকেট থেকে একটি ডলারও ব্যয় করতে দিলেন না। এই ভালবাসা, এই হৃদ্যতা একমাত্র আহমদীয়াতের কারণেই। আল্লাহ্‌তালা এদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করুন, আমীন।

১৫ তারিখ মধ্যরাতে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলাম। ১৩ ঘন্টা আকাশ পথে ভ্রমণ করে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট পৌঁছলাম। ফ্রাঙ্কফোর্টে আমাদের মসজিদ আছে, জামাত আছে। কিন্তু শহরে যেতে পারলাম না। পুনরায় নিউইয়র্ক যাত্রা করলাম। আট ঘন্টারও বেশী সময় লাগবে॥ আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তাই ১৫ তারিখ দিনটি খুবই দীর্ঘ হয়ে গেল। প্রায় দেড় দিনের সমান একদিন। আমাকে জন, এফ, কেনেডি বিমান বন্দরে নেমে লাগার্ডিয়া বিমান বন্দরে যেতে হবে টরন্টো যাবার জন্য। বিমান বন্দরে আমার শ্যালক সউদ চৌধুরীর অর্দ্ধাঙ্গিনী উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিয়ে গেলেন লাগার্ডিয়া এয়ার

পোর্টে। সেখান থেকে এয়ার কানাডায় এক ঘন্টা সময়ে কানাডার টরন্টো পৌঁছলাম। খোদ্দামরা গাড়ী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৪০ মাইল দূরে আঞ্জুমান। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তৎসঙ্গে বেশ শীত।

সন্ধ্যার পর মেপলের জেনীষ্ট্রীট ধরে, কানাডায় ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড পার হয়ে যখন আমাদের গাড়ী সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন চোখে পড়ল কানাডার নবনির্মিত মসজিদ বয়তুল ইসলাম। শুভ্র সুন্দর মসজিদ। আলোর ভূবনে যেন এক স্বপ্নপুরী। দূর থেকে দৃষ্টি কেড়ে নেয়। উজ্জল আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত ধবধবে ইমারতটি। উত্তর আমেরিকার সর্ব বৃহৎ মসজিদ। কানাডার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আরো একটি নূতন সংযোজন। টরন্টো শহর থেকে দুরে, হাইওয়ের পাশে পঁচিশ একর সমতল জমির উপর মসজিদ ও মিশন হাউস। ১৯৮৫ সালে জায়গাটি খরিদ করা হয়। ১৯৮৬ সালে খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কানাডার জমাত ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। মসজিদ নির্মাণে জমাতের সদস্যরা ত্যাগের এক আদর্শ নমুনা স্থাপন করে রেখেছেন। একজন আহমদী তাঁর পেনশনের সম্পূর্ণ টাকা মসজিদ ফাণ্ডে দান করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর একমাত্র বাড়ীটি বিক্রয় করে সাকল্য টাকা এনে দিয়ে গেলেন মোবাল্লেগ সাহেবের হাতে। একজন সদ্য বিবাহিতা মহিলা তাঁর সমস্ত অলংকার দিয়ে দিলেন মসজিদটি নির্মাণের জন্য। নব বধু নিজেকে না সাজিয়ে তাঁর অলংকার দিয়ে আল্লাহ্‌র ঘরকে সাজালেন। ধন্য ত্যাগী আহমদী মুসলমান, ধন্য আহমদীয়া মুসলমান জমাত!

মহানবীর (সাঃ) জন্ম ভূমির দখলদার সৌদী রাজারা, যারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম, যারা তাদের প্রাসাদ, প্রমোদ তরী এমন কি বাথরুম পর্যন্ত স্বর্ণ দিয়ে সজ্জিত করে, তাদের পক্ষে ইসলামের এহেন সেবা করার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ ধর্মের সেবাও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তালা বিশ্ব নবীর (সাঃ) আধ্যাত্মিক সন্তান হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) প্রতিষ্ঠিত জমাত দ্বারা সমগ্র বিশ্বে ইসলামের খেদমত করিয়ে নিচ্ছেন। একদিকে আহমদীয়া মুসলিম জমাত দেশে দেশে মসজিদ নির্মাণ করছে অপরদিকে মোল্লা ও মৌলবী সাহেবরা তাদের চেলা চামুণ্ডা নিয়ে আহমদীদের মসজিদ একের পর এক ভেঙ্গে ফেলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্যই এই প্রচেষ্টা যেখানে তারা সংখ্যায় বেশী সেখানেই সীমাবদ্ধ। যেখানে শহীদ হওয়ার ভয় নেই সেখানেই তারা এহেন তথাকথিত জেহাদ পরিচালনা করে থাকেন।

আমি যখন আঞ্জুমানে পৌঁছলাম হুযূরের (আইঃ) মজলিসে ইরফান চলছে মসজিদে। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি। তবুও গিয়ে বসলাম হুযূরের (আইঃ) মহফিলে। আমার থাকার জায়গা বাংলাদেশের কৃতী সন্তান ইসমত পাশা সাহেবের বাসায়। টরেন্টো ফাউনটেন হেড রোডের বিরাট ইমারতের তেইশ তলায় তাঁর বাসা। অত্যন্ত আরামে থেকেছি সেখানে। পরিবারের সকলে মিলে আমার সেবা করেছে। সব রকম আরাম পৌঁছাতে সর্বদা চেষ্টা করেছেন পাশা সাহেব, তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। আমার এই সফরে পাশা সাহেবের অবদান অত্যন্ত বেশী। আল্লাহ্‌তালা তাকে যাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন। পাশা সাহেব তাঁর কর্মের জন্য জমাতে যেমন সমাদৃত তেমনি তিনি সেবার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবেও পুরস্কৃত। একজন বাঙ্গালী আহমদীর এই সম্মানে আমরাও গর্বিত, আনন্দিত। আল্লাহ্‌তালা তার জান মালে আরো বরকত দান করুন, আমীন। York gazette 21 October 1992 থেকে উদ্ধৃত করছি—

Ismat Pasha, a secretary with the Steacie Science library, was one of 125 Canadians who received a special achievement award. তাঁর বাসায় কমপিউটার টাইপ মেশিন আছে, ফ্যাক্স মেশিন আছে। ফলে সার্বক্ষণিকভাবে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেন আঞ্জুমানের সঙ্গে। ঘরে বসেও যে কোন সময় জমাতের কাজ করেছেন। টরন্টোতে অবস্থানকারী এ, টি, ওলী আহমদ সাহেবও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ইনি মরহুম মৌলানা মমতাজ আহমদ সাহেবের পুত্র। ১৬ তারিখ খুতবার মাধ্যমে হুযূর আকদাস (আইঃ) মসজিদের উদ্বোধন করলেন। উপগ্রহের মাধ্যমে পাঁচটি মহাদেশে এই খুতবা প্রচার করা হয়। লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার অংশ বিশেষ পাঠ করে শুনান হয়। এতে ওখানকার মৌলবীরা আফসোস করে লিখেছেন,—হায় বাতিল আহমদীয়াত কোথা থেকে কোথায় এগিয়ে গেছে। আজ তাদের নেতার বক্তব্য পাঁচটি মহাদেশে রীলে করা হয়! অপরদিকে আমরা দেশে মারামারি করে মরছি! ধর্মের জন্য আমাদের ফাণ্ড লাখের বেশীর হয়না আর আহমদীরা অগণিত টাকা ব্যয় করে সেটেলাইটের মাধ্যমে তাদের ইমামের বাণীকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। দুঃখের বিষয় মক্কা থেকে হজ্জের অনুষ্ঠানটিও এখন ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় না। হুযূর (আইঃ) বলেন, হজ্জের দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দেখ তার প্রচার কেমন হয়।

১৭ তারিখ ছিল সরকারীভাবে মসজিদের উদ্বোধন। এই উপলক্ষ্যে বহু এম, পি, মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীর আগমন ঘটে আমাদের আঞ্জুমানে। বিরাট মার্কিতে সভার আয়োজন। প্রায় আট হাজার লোকের সমাবেশ। যুক্ত রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে এসেছেন প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি। মন্ত্রীরা, এম, পিরা, মেয়রবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখলেন। তারপর প্রচারিত হল হুযুরের (আইঃ) ঐতিহাসিক বক্তৃতা পাঁচটি মহাদেশের কোণে কোণে। হুযূর (আইঃ) ইসলামের উদারতা, মসজিদের সার্বজনীনতা বর্ণনা করে বল্লেন যে, প্রত্যেক ধর্মের উপাসনাস্থল রক্ষা করা মুমেনের দায়িত্ব। তিনি প্রারম্ভে সুরা নূরের অংশ বিশেষ (আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরয) পাঠ করে এর গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, মসীহে মাওউদকে (আঃ) আল্লাহতালা বলেছিলেন, আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দেব,—'আজ তা এখান থেকে উপগ্রহের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।' হুযূর (আইঃ) বলেন, বুশ সাহেব ব্যর্থ হবেন। পরিণামে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই জয়যুক্ত হবে। ১৮ তারিখ অন্টারিও এর প্রধান মন্ত্রী তাঁর সফর বাতিল করে এসে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং বক্তব্য রাখেন। হুযুর (আইঃ) বলেন, ছোট বেলা কাদিয়ানে আমি যাঁদেরকে সাধারণ কাপড়ে রাস্তায় হেঁটে চলতে দেখেছি আজ তাঁদের সন্তানেরা এদেশে বড় বড় বাংলোয় বাস করে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ক্ষুধার জ্বালায় বেহুস হয়ে পড়তেন। শেষে তিনি পারশ্য সম্রাটের আসনেও বসেছিলেন। সম্রাটের রুমাল দিয়ে নাকও সাফ করেছিলেন। আল্লাহ্‌তালা এমনি ভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। দুপুর বেলা হুযূরের (আইঃ) সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে শরীক হলাম। তিনি আমাকে দেখে বল্লেন, 'বাংলাদেশও এই অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছে দেখছি।' জলসার পর বরফ পড়তে শুরু করল। দেখতে দেখতে সবুজ ঘাসগুলি সাদা রংগে আবৃত হয়ে গেল।

১৯ তারিখ হুযুরের (আইঃ) সঙ্গে আমার একান্ত সাক্ষাৎ ছিল। হুযূর (আইঃ) বাংলাদেশ জমাতকে কিছু উপদেশ দিলেন। আমি এই উপদেশগুলি ফ্যাক্স এর মাধ্যমে আমীর সাহেবের কাছে পাঠিয়েছি। হুযূর (আইঃ) এই অধমের হাত ধরে ছবি উঠালেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশ করলেন কয়েকটি বাক্যে।

২০ তারিখ টরন্টো শহর দেখলাম। ২১ তারিখ কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে নায়াগ্রা ফল দেখতে গেলাম। লাহোরের এডভোকেট জনাব মালিক আবদুল মজীদ সাহেব তাঁর নিজস্ব কারে করে আমাকে দেখালেন প্রকৃতির অপূর্ব নিদর্শন এই ভুবনবিখ্যাত জলপ্রপাত। নায়াগ্রা ফলের এক দিকে কানাডা অপর দিকে ইউ, এস, এ। একটি ব্রীজ দিয়ে পারাপার করা হয়। মালিক মজীদ সাহেব তাঁর তিন পুত্রসহ এখন কানাডার নাগরিক। যালেম জিয়াউল হকের আমলে অত্যাচার সহ্য করে তারা হিজরত করতে বাধ্য হন। আজ তারা কানাডায় সুপ্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ্য যে, মালিক মজীদ সাহেব কয়েক বৎসর পূর্বে একবার বাংলাদেশ ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি তাঁর সেই মধুময় স্মৃতির কথা স্মরণ করে সবাইকে সালাম জানিয়েছেন।

অনেকে আমাকে কানাডায় আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। কিন্তু না, আমি যে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। আমি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না।

কানাডা একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। দুনিয়ার যতসব অত্যাচারিত নির্যাতিত মানুষ, তাদের আশ্রয়স্থল এই কানাডা। কানাডায় যদি কেউ কিছু করতে না পারে তাহলে সরকার তার খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। আর এজন্যই হুযূর (আইঃ) বলেছেন, 'সমগ্র পৃথিবী কানাডার মত হোক।'

উল্লেখ্য যে, কানাডার বিভিন্ন শহরের মেয়ররা মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি দিন এবং একটি সপ্তাহকে 'আহমদীয়া মস্ক ডে' এবং আহমদীয়া মস্ক উইক' রূপে ঘোষণা করেন।

২২ তারিখ লাল, সবুজ আর হলুদ পাতায় ছাওয়া সুন্দর কানাডা ছেড়ে নিউইয়র্ক ফিরে এলাম। (চলবে)

(৩৬পাতার পর)

হয় তবে রাষ্ট্রকে এ দায়িত্ব দেয়ার আন্দোলন করা কখনও উচিত হবে না। বরং তাতে অনৈক্যে ইন্ধন যুগিয়ে অকল্যাণের পথকেই প্রশস্ত করা হবে। তা যেমন ধর্মের জন্য তেমনি দেশের জন্যও ক্ষতির কারণ হবে।

যারা আমাদের মসজিদকে 'উপাসনালয়' বলে হীন আক্রমণের গুরুত্ব হ্রাস করার অপপ্রয়াস চালাচেছন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, অন্যের উপাসনালয় ধ্বংস করার অধিকার ইসলাম এর অনুসারীদের দিয়েছে কি? যদি তা না দিয়ে থাকে (বস্তুতঃ ইসলাম তা দেয়নি) তবে এরূপ অপকর্ম দ্বারা ইসলামের অনুসরণ না বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে এ আত্মা-জিজ্ঞাসা আর কতদিন এড়িয়ে যাবেন? ২৯শে অক্টেবরের হামলায় চরমতম জঘন্য কাজ ছিল—কুরআন পাককে পায়ে মাড়িয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা। অজুহাত, কাদিয়ানীরা কোন কোন আয়াতের ভুল ও অপব্যাখ্যা করেছে। আমরা অবশ্য তা মোটেও স্বীকার করি না। তর্কের খাতিরে তাদের অভিযোগ মেনে নিলেও সর্বাধিক গুরুত্ববহ প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই তরজমা ও ব্যাখ্যার সাথে আল্লাহর পাক বাণী হুবহু আরবীতে আছে। উল্লেখ্য যে, লাইব্রেরীতে রক্ষিত গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক ইত্যাদি গ্রন্থও আগুনের গ্রাস হতে রক্ষা পায়নি। যারা আল্লাহর বাণীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিজয়ের আনন্দ করেছে আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন এনে দিয়ে ক্ষমা করুন। আমরা সর্বান্তঃকরণে আমাদের নির্মম অত্যাচারীদের জন্য এই দোয়াই করি।

আল্লাহ্ তুমি মযলুমদের হৃদয়ের আকুতি কবুল কর। আমীন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলাম

মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

ইসলাম একটি গৌরবময় এবং ঐতিহ্যপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা, ইহা উন্নত কৃষ্টি ও পূর্ণতম আদর্শের উত্তরাধিকারী যা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মহব্বত-ভরা সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সর্বপ্রকারের সম্বন্ধ এবং মানুষের সংগে মানুষের প্রেমময় সহ-অবস্থানের চিরস্থায়ী রূপরেখা বিস্তারিতভাবে বিধৃত করেছে। মানুষের জীবনে এই রূপরেখা বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন তার সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হবে। আর এই প্রতিভা তখনই জাগ্রত হবে যখন সে স্বাধীন ভাবে তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে বিকশিত করার সুযোগ পাবে। এজন্যে ইসলাম মানুষকে চিন্তা-ভাবনার এবং ধর্ম ও কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। বিবেক-বুদ্ধি ও মননশীলতা প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়ে এটাকে মানুষের জন্মগত অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ইসলামের পূর্বে যেসব ধর্ম বিদ্যমান ছিল বা বর্তমানে আছে, সেগুলিতে মানুষকে স্ব-স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। কারণ ইসলামের পূর্বে যে ধর্মগুলি ছিলো সেগুলি ছিল জাতি-ভিত্তিক ও এলাকা-ভিত্তিক। কিন্তু ইসলামের দাবী হলো, ইহা সার্বজনীন ধর্ম, বিশ্বের সকলের জন্য এই ধর্ম। ইহাতে সকলেই স্থানে পেতে পারে। — لا شرقية و لا غربية অর্থাৎ ইসলাম কেবল প্রাচ্যের জন্যেও নয় কেবল পাশ্চাত্যের জন্যেও নয়। বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্যে অর্থাৎ সীমাহীন (সূরা নূর : ৩৫)। তাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তালা এই ঘোষণা দেয়ালেন—

قل يايها الناس إنى رسول الله اليكم جميعا (اعراف ١٥)

"তুমি বলে দাও, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত রসূল" (আ'রাফ ১৫৮) অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটাবার জন্যে প্রেরিত হয়েছি। আমি শুধু মুসলমানদের জন্যেই নই। মানব মাত্রই, আমার দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হবে। ধর্মের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে! হৃদয়ের ভাষা হলো প্রেম ও ভালোবাসার ভাষা, যা মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা দ্বারা যুগ যুগ ধরে লালিত হয়ে আসছে নবী ও রসূলের মাধ্যমে। এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার আল্লাহ্‌তালা কাউকে দেননি এমনকি তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেও না। আল্লাহ্‌তালা বলেন,

فذكر انك انت مذكر لست عليهم بمصيطر (হে রসূল!) তুমি তো হিতোপদেশ দানকারী মাত্র। তুমি উপদেশ দিতে থাকো। তুমি তাদের উপর দারোগা নও।" এই আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -কে শুধু উপদেশ দেবার কথা বলা হয়েছে। এই কথা বলা হয়নি যে, তুমি তরবারী উন্মোচন করে, কুফরীর ফতওয়া দিয়ে লোকদেরকে মুসলমান বানাও বরং আল্লাহ্‌তালা

আদেশ দিলেন ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة তুমি মানবজাতিকে যুক্তি প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা তোমার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান কর। (নাহল : ১২৫)

ইসলামের মহানবী (সাঃ) তাঁর জীবনে ধর্মীয় স্বাধীনতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন, তা কিয়ামত কাল অব্দি মানব জাতির জন্যে পাথেয় হয়ে থাকবে। মানুষের বিবেক-বিবেচনার স্বাধীনতা, বাছ-বিচারের স্বাধীনতা, বুদ্ধি-শুদ্ধির স্বাধীনতা গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা স্বীয় হৃদয়-সম্মত ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, ইত্যাদি বিষয় যা আজ বিশ্ব-মানবাধিকার রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কথায় ও কাজে মানুষের সেসব অধিকার বাস্তবে রূপায়িত করে চির কল্যাণময় দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। لا إكراه في الدين ধর্মে কোন জোর জবর দস্তি নেই (বাকারা—২৫৬), কুরআনের এই বাণী ও আদর্শ, তিনি স্বীয় জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر অর্থাৎ তুমি বলে দাও, এই সত্য তোমার প্রভুর তরফ হতে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক, আবার যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক (সূরা কাহফ : ৪৯)। পবিত্র কুরআনের এসব সহজ সরল আয়াতের অর্থ এতই সুস্পষ্ট যে, এগুলিকে ধর্মীয় স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম সাক্ষ্য বলা যেতে পারে। অথচ, আমরা মুসলমানরাও আজ এর মাহাত্ম্য বুঝিনি। আল্লাহ্‌তালা উল্লেখিত আয়াতে স্বয়ং রসূল করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে মানুষের কাছে ঘোষণা দিয়েছেন : "তোমরা ইসলামের ছায়াতলে আস নতুবা তোমাদের মুক্তি নেই। তবে এই ঘোষণায় সাড়া দেয়া না দেয়া তোমাদের ইচ্ছা। জেনে নিও, আল্লাহ্‌র প্রিয় ব্যক্তি সে, যে মুত্তাকী এবং যে খোদাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। তোমাদের সামনে হেদায়াত রাখা আছে এখন তা গ্রহণ করা বা বর্জন করা তোমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। যে হেদায়াত পাবে তা তার জন্যে কল্যাণকর হবে তাতে অন্যের কিছু যায় আসে না। আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন :

قل يايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن
يضل عليها وما انا بوكيل –

[হে মুহাম্মদ (সাঃ)] তুমি বল, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং যে কেহ নিজেকে সত্যের পথে পরিচালিত করবে, সে তো তার নিজের আত্মার কল্যাণের জন্যেই হেদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে কেহ পথ ভ্রষ্ট হবে, তাও হবে তার নিজের (ধ্বংসের) জন্যে। এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নিয়ন্ত্রণকারী বা অভিভাবক নই। (সূরা ইউনুস : ১০৮) এই আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে বলা হচ্ছে, কে পথ পেল আর কে পথ ভ্রষ্ট হলো ইহা নিয়ন্ত্রণ করা বা ফয়সালা করা তোমার কাজ নয়। বরং সত্যকে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়াটাই তোমার কাজ। হযরত মুহাম্মদ

(সাঃ)-এর জীবনে এমন একটিও ঘটনা নেই যেক্ষেত্রে তিনি কারও ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। একদা হুযূর (সাঃ) সাহাবীগণ সহ কোন কাজে এক জায়গায় বসে ছিলেন। সেই সময় পথ দিয়ে এক ইহুদীর জানাযা যাচ্ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন সাহাবীদের মধ্য হতে একজন বল্লেন, হুযূর (সাঃ) ইহা তো এক ইহুদীর লাশ। তখন হুযূর (সাঃ) বললেন, اليست نفسا ইহা কি একজন মানবের মৃতদেহ নয়? মানুষ সবাই সম্মানের যোগ্য (বুখারী কিতাবুল জানায়েয)। কি অপূর্ব আদর্শ! ধর্মের জন্যেই কেবল সম্মান দেখানো নয় বরং মানুষের জন্যেও মানুষের সম্মান দেখানো কর্তব্য। যদি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও উদারতা না থাকত, তবে কি তিনি (সাঃ) এই আচরণ করতেন? কখনও নয়। তাঁর (সাঃ) সামনে কুরআনের এই শিক্ষা ছিল যে,

ولا تسبو الذين يدعون من دون الله فيسبو الله عدو ا بغير علم

অর্থাৎ তোমরা তাদিগকে গালি দিও না যাদিগকে তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (মাবূদরূপে) ডাকে কারণ তারা অজ্ঞতার কারণেও শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। (সূরা আনাআম : ১০৫) ইসলাম বলে সকল ধর্মের প্রতি ও সকল ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। ইহা ইসলাম ধর্মের এক অনন্য শিক্ষা। এইরূপ শিক্ষা অন্য কোন ধর্মে নেই। এজন্যেই ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধর্মীয় স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে আবু জাহলের পুত্র ইকরামা মক্কা বিজয়ের সময় ঈমান এনেছিলেন। তিনি ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর বিবি তাঁকে ফেরৎ আনল এইবলে যে, তুমি যে ধর্মই পালন কর না কেন, তোমার তা করার স্বাধীনতা আছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) তোমাকে কিছু বলবেন না। মদীনাতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট নাজরানের একদল খৃষ্টান ধর্মীয় আলোচনার জন্যে আসলো। আলোচনা চলাকালে এক পর্যায়ে যখন তাদের প্রার্থনার সময় হল, তখন মসজিদে নব্‌বী হতে বাইরে গিয়ে তারা ইবাদত করার অনুমতি চাইলে হুযূর (সাঃ) তাদেরকে বল্লেন, বাইরে যাওয়ার কি প্রয়োজন? আপনারা নিজের পদ্ধতিতে এখানেই অর্থাৎ মসজিদে নব্‌বীতেই ইবাদত করুন। ইহা খোদার ঘর। পরবর্তীকালে তাদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে, ''নাজরান গোত্রের আপামর জনসাধারণ ও খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীরা যারা উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলেরই জান মাল ধর্ম-কর্ম স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির রইল পূর্ণ নিরাপত্তা। শুধু তাই নয়, এতদ্‌সংগে তাদের উট, ঘুম্বার পাল, তাদের দূত এবং তাদের দেব-দেবী ও প্রতিমার প্রতি রইল পূর্ণ নিরাপত্তা আর রক্ষণা-বেক্ষণের প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি হলো আল্লাহ্‌ এবং তাঁর প্রেরিত পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে। ইতিপূর্বে খৃষ্টানগণ যে অবস্থায় ছিল তার কোন পরিবর্তন বা নড়চড় হবে না। তাদের কোন ধর্মযাজককে অপসারণ করা হবে না। পাদ্রীকে তাঁর পদাধিকার থেকে, সাধু সন্ন্যাসীকে তাঁর আশ্রম হতে, ধর্মালয়ের পরিচালককে তাঁর কার্যালয় হতে কিছুতেই অপসারণ করা হবে না। (ফতুহুল

বালদান-পৃঃ ৭২)। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর এই ঘোষণা কিয়ামতকাল পর্যন্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কুরআনের শিক্ষা হলো:

لا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا

অর্থাৎ কোন জাতির অত্যাচার তোমাদেরকে যেন ন্যায় বিচার হতে বিরত না করে (মায়েদা: ৮)।

ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা সার্বজনীন। ইসলাম সাম্যের ধর্ম যা মানুষে মানুষের ভেদাভেদ মিটিয়ে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে আখ্যা দিয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের শত্রু হলেও তাদের ব্যাপারে ইনসাফকে জলাঞ্জলি দিও না। প্রত্যেকের অধিকার স্ব স্ব স্থানে সংরক্ষিত। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক যুগের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককেই বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইহাতে আকৃষ্ট হওয়ার কারণেই লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং স্বল্প সময়ে ইসলাম বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল।

আজ একটি বিশেষ শ্রেণী কুরআন ও ইসলামের মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে ইসলামের মত শান্তির ধর্মেও অত্যাচারকে বৈধ করে নিয়েছে। ধর্মের নাম নিয়ে তারা অত্যাচার চালিয়ে যায় অথচ মানুষকে এই বলে ধোকা দেয় যে, ইসলামকে বাঁচার জন্যই নাকি তারা এমনটা করে। দেখা উচিত যে, এতে করে, ইসলামের নামের উপর কলঙ্ক লেপন করছে। এদের কার্যকলাপের জন্য, ইসলাম পাশ্চাত্য-দেশে এখন যুদ্ধংদেহী ইসলাম Militant Islam নামে কুখ্যাতি লাভ করে ফেলেছে। বিধর্মী ও বিজাতির কাছে আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলামের জন্য সুনাম অর্জনের বদলে আমরাই যদি দুর্নাম অর্জন করি, তাহলে নিজেকে মুসলিম বলার অধিকার থাকে কি? সুতরাং, কোন কিছু করা বা বলার পূর্বে প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ করে, আলেম মুসলমানের চিন্তা করা উচিত, তার কাজ ও কথার সাথে ইসলামের মিল আছে কিনা।

তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাহরীকে জাদীদের নব বর্ষের (১৯৯২-৯৩) ঘোষণা করেছেন ৫-১১-৯২ তারিখের জুমুআর খুতবায়। স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তাগণকে তাই নব বর্ষের ওয়াদা নিয়ে সত্বর তালিকা খাকসারের নিকট প্রেরণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মীর মোহাম্মদ আলী
সেক্রেটারী, তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

গত ২৯শে অক্টোবর মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ-মিশন কমপ্লেক্সে হামলাঃ

কতিপয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার দৃষ্টিতেঃ

কাণ্ডারী, হুঁশিয়ার

"এদেশের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে নিজের ধর্ম পালনের, নিজের মত ও চিন্তা প্রকাশের। নাগরিকের এ—সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সম্প্রতি হামলা হয়েছে আহমদীয়াদের বকশীবাজারের মসজিদে। হামলাকারীরা কেবল ওই মসজিদের ইমামসহ মুসল্লীদের আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি আগুনে পুড়িয়েছে পবিত্র কোরআনের কপি।

এ ধরনের ন্যক্কারজনক হামলার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। আমরা আশা করি, সরকার অপরাধীদের খুঁজে বের করবে, আর করবে বিচারের ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই। আমরা চাই, এদেশে প্রত্যেক নাগরিক, মতাবলম্বী, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায়, ধর্মীয় গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী স্বাধীন-শঙ্কামুক্ত জীবনযাপন করুক নিজ নিজ আদর্শ, বিশ্বাস নিয়ে। অন্যের মত, পথ, আদর্শকে মেনে নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে পারার নামই সভ্যতা। কথায় কথায় ভিন্ন মতাবলম্বীর উপরে হামলা বা বিরুদ্ধবাদীর ফাঁসি চাইবার প্রবণতা ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর। পবিত্র ইসলামে রয়েছে পরমতসহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আহমদিয়াদের ওপরে হঠাৎ করে হামলাটা, বেশ বোঝা যায়, উদ্দেশ্যমূলক। আহমদিয়া নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে এ হামলার জন্যে দায়ি করেছেন জামায়াত-ই-ইসলামী ও তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরকে। পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, দেশব্যাপী গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে চিড় ধরাতেই শুরু করা হয়েছে এ কাদিয়ানীবিরোধী অভিযান। সেক্ষেত্রে সবাই সচেতন থাকা উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ব্যাপারে। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশ সাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির এক অনন্য পীঠস্থান হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনাতেই আমরা সেই ঐতিহ্য বিনষ্ট হতে দিতে পারি না"। (সম্পাদকীয়ঃ ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯২-এর ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

ইসলামের নামে কোরানে আগুন!

"গত ২৯শে অক্টোবর মধ্যযুগীয় বর্বর কায়দায় বকশী বাজারে আহমদীয়া জামাতখানায় হামলা চালানো হয়েছে। ভাংচুর-অগ্নিসংযোগ করে জামাতখানার বই পুস্তক, আসবাবপত্র

ছাঁই করে দেয়া হয়েছে। হামলাকারীদের বর্বরোচিত তাণ্ডব লীলা থেকে পবিত্র কোরআন-হাদিসও রক্ষা পায় নি। কেবল পদদলিতই করা হয় নি; একাধিক কোরআন ও হাদিস গ্রন্থে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

হামলাকারীরা বিধর্মী নয়। তারা মুসলমান। মাথায় টুপি। বেশভূষায় মুসল্লী। তাদের মুখে ছিলো ইসলামের শ্লোগান। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আওয়াজ।

ধর্মীয় উন্মাদনা ধর্মান্ধদের তাণ্ডব এদেশে বা এ উপমহাদেশে নতুন কিছু নয়। ভারত বিভাগের পুর্বে এক শ্রেণীর মুসলমান কংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে সারা ভারতে ফতোয়া দিয়েছিলো যে, ভারত বিভাগ হলে এদেশে আর ইসলাম থাকবে না। গালভরা দাড়ি, মাথায় টুপি, আলখেল্লাধারী ঐ ধর্মীয় উন্মাদরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে সারা ভারতে ঝড় তোলে। তাদের কথায় কথায় ছিলো ধর্মীয় বয়ান।

ধর্ম ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত অপপ্রচার ভেদ করেই ভারত বিভাগ হলো। সম্পূর্ণ সাহেবী শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরেজি চাল-বোলে খ্যাতিমান মহাপুরুষ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুখ্য চেষ্টায় পাকিস্তান জন্মলাভ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঐ সমস্ত লম্বা কোর্তাধারী মুসলমানরা ভারতে ঠাঁই পায়নি। সুরসুর করে পাকিস্তানেই আশ্রয় নেয় তারা। পাকিস্তানে বাস করেও তাদের একই বাতিক। ধর্মীয় বাড়াবাড়ি এবং উন্মাদনায় বলিয়ান।. এদের বাড়াবাড়িতে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ জন্ম হয়। পাকিস্তান বাঁচাবার নামে এরা লক্ষ লক্ষ এদেশীয় হত্যা—ধর্ষণ করেছে। ইসলাম অর্থ শান্তি। কিন্তু ইসলামের নামে এহেন বাড়াবাড়ি, উন্মাদনা অতীতে যেমন অশান্তির জন্ম দিয়েছে; বর্তমানেও দিচ্ছে। কাদিয়ানীরা দাবী করছে তারাও মুসলমান। সত্যিকার মুসলমানিত্ব নির্ধারণকারী একমাত্র আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসুল। তারপরও যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিয়ে মুসলমানিত্বের বিতর্ক থাকলে তা মুসলিম আইন বা প্রচলিত আইনে সুরাহা হতে পারে। কিন্তু তাদের উপর হামলা চালানো, পবিত্র কোরআন হাদিস পুড়িয়ে দেয়া কোন্ মুসলমানিত্ব? ধর্মীয় পণ্ডিতগণের অভিমত–তা ধর্মীয় চেতনা নয়; উন্মাদনা"।

(সম্পাদকীয়: ৭ই নভেম্বর, '৯২ তারিখের সাপ্তাহিক সুগন্ধার সৌজন্যে)

শেষ পর্যন্ত ঘাতকদের হাত থেকে কোরান শরীফও রেহাই পেলো না

"দেশের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল চলমান রাজনীতিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির চক্রান্তে লিপ্ত। গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় এরা ইসলামী লেবাসে সজ্জিত হয়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বকশী বাজারস্থ আহম্মদীয়া মসজিদ কমপ্লেক্সে আক্রমণ চালিয়েছে বলে পত্র-পত্রিকার সংবাদে জানা গেছে।

সংবাদের বিবরণে প্রকাশ, ইসলাম নামধারী একটি রাজনৈতিক দলের চেলা—চামুণ্ডারা মসজিদে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা মসজিদে রক্ষিত পবিত্র কোরআন শরীফও

পুড়িয়ে দিয়েছে। জানা গেছে গত কয়েকদিন যাবতই আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র নামধারী স্বাধীনতা বিরোধী বিশেষ রাজনৈতিক দাওয়া আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কথাবার্তা বলে আসছিলো। এরা মসজিদে হামলা করতে পারে এ আশংকা করে আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মহানগর পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছিলো। সন্ত্রাসী হামলায় ৪০ মুসল্লি অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকার উর্ধ্বে। প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদে বলা হয়েছে, জামাত—শিবিরের নেতৃত্বে আলীয়া মাদ্রাসার একদল সন্ত্রাসী এই হামলা চালিয়েছে। বলা বাহুল্য ধর্ম ব্যবসায়ী জামাত—শিবির আহম্মদীয়া সম্প্রদায়কে মুসলমান বলে স্বীকার করে না। ভাবতে অবাক লাগে যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাছুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কোরআনকে বিশ্বাস করেন এবং কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক ধর্মীয় বিধান পালন করেন—তাদেরকেই জামাত বলে বেড়াচ্ছে তারা অমুসলিম। জানি না একথা বলার অধিকার তারা পেলো কোথায়। কোরআনের কোন্ স্থানে লেখা আছে যে, আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমান নয়? ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে জামাতে ইসলামী প্রথম আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গার সূত্রপাত করে। জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর নেতৃত্বে সংঘটিত বর্বরতম দাঙ্গায় আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের বহু লোক নিহত হয়। সে ঘটনার পর বিচারে মওদুদীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। মওদুদীর অনুসারী মৌলবাদী জামাত—শিবির কর্তৃক বকশী বাজারস্থ আহাম্মদীয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে অগ্নিসংযোগ বাংলাদেশের রাজনীতির ঘোলা পানিতে মৎস শিকারের নামান্তর। এর আগেও বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে এরা এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করেছিলো। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। অথচ উন্মাদ ধর্ম ব্যবসায়ী জামাতীরা কথায় কথায় বলছে আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমান নয়। আমরা জানি এক আল্লাহ্, আল্লাহর রছুল ও পবিত্র কোরআনকে যারা বিশ্যাস করে তারাই মুসলমান। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ পড়েন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মানেন, কোরআনকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন। আজান ধ্বনি করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আদায় করেন। পবিত্র রামজান মাসে পালন করেন ৩০টি রোজা। এরপর জামাতীরা তাদেরকে বলে অমুসলান। মওদুদীয় মনগড়া হাদিছ ফেকাহয় বিশ্বাসী এসব ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিজেদেরকে ইসলামের সোল এজেন্ট মনে করে।

যারা ইসলামের নাম করে মসজিদে হামলা চালায়, কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ করে তারা মুখে যাই বলুক, তাদেরকে আমরা পবিত্র ইসলামের প্রকৃত অনুসারী বলতে পারি না। একাত্তরে জামাতী ঘাতকরা ধর্মের নামে এদেশে নরহত্যা করেছে। তার

নারীকে গণ্য করেছিল গণিমতের মাল। অথচ প্রকৃত মুসলমান যিনি তিনি কখনো, এ ধরণের জঘন্য কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। এদেশের বহু আলেম ওলামা জামাতীদের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করে আসছেন। ধর্মের নামে এদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করারও আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে সম্পুর্ণ নিরব ভূমিকা পালন করছেন।

আহাম্মদীয়া সম্প্রদায়ের লোকজন মুসলমান কি না সেটা নির্ধারণ করার মালিক নিশ্চয়ই জামাত নয়। এটা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ। রাষ্ট্রের কাছে ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারটাই বড় নয়। একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনই থাকতে পারে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সকল ধর্মের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে আসছি, সরকার ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল জামাত চক্রের এহেন সমাজ বিরোধী তথা রাষ্ট্রীয় সংহতি বিরোধী কর্ম তৎপরতাকে প্রতিহত করতে পারছেন না। অনেকের ধারণা সরকার জামাত চক্রের হাতে বন্দী। তা না হলে এরা কিভাবে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে। আমরা আশা করি সরকার এদেশের সকল ধর্মের লোকজনের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হবেন। পাশাপাশি একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে বকশী বাজারস্থ মসজিদে অগ্নিসংযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করবেন এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দেশবাসী আজ পবিত্র কোরআন শরীফ পোড়ানোর বিচার চায়''।

(সম্পাদকীয় : ৩১-১০-৯২ তারিখের দৈনিক লাল সবুজের সৌজন্যে)

Protect Religious Freedom

"In a shameful exhibition of religious intolerance and bigotry the Masjid complex of the Ahmedia sect was set ablaze. Fifty persons were injured including women and children and most importantly, copies of the Holy Quran were burnt. According to the eyewitness report of this paper's correspondent, the Masjid compound was strewn with shreded leaves of the Holy Quran. Bangladesh, in spite of severe economic and social problems, had set a remarkable example sectarian harmony and religious tolerance. Given such a tradition of respect for everybody's faith, last Thursday's attack on the Masjid of the Ahmedia sect is a matter of serious concern. This newspaper condemns this exhibiton of religious intolerance in the strongest of terms and calls upon the nation as a whole to guard against those who take upon themselves the task of declaring who is a Muslim and who is not.

The rather intriguing aspect of the attack was that it was carried out without any sort of provocation that useually precedes such outbursts. Nothing had happened in the days before to warrant any attack on the peaceful and numerically small Ahmedia

sect. Conclusion that one is forced to come to is that the attack was premeditated. The question that naturally follows is, why ? And why now at this very moment ? The leaders of the Ahmedia sects have given their own answers. They have accused the Jamaat-i-Islam party and its students wing the Islami Chhatra Shibir for the attack. In a press conference held on Saturday they have provided their own reasons for the accusation, Government must examine the evidence and carry out a thorough investigation of the Thursday's incident and not only bring the prepetraitors of this heinous crime to book but also expose to the public the people behind the scene who may have been involved with organising the incident. This is our Constitutional obligation. We will be committing a grievous mistake if we fail to understand the long-term implecation of those events.

A type of religious bigotry is being imposed on the people of Bangladesh which is contrary to the tradition of tolerance and openness that has been nurtured here over the centuries. Recently a scholar was codemned to be hanged because of expressing an opinion that was alleged to be not so laudatory about the Muslims. The religion taught to us by our Prophet has survived for the last fifteen hundred years through many turmoils and adversities and has grown from strength to strength. There is absolutely no reason for us to fear any dissenting opinion that may be expressed. In fact the reason for Islam's meteoric rise was essentially due to its openness to and tolerance of divergent views. For those among us who advocate death by hanging for holding and expressing views that are differnt from the run of the mill are advocating a brand of Islam that is not the one taught to us by Prophet Mohammed (SM).

We would like to express our deep concern. In no uncertain terms, at the rise of religious intolerance expressed through these two recent events. We must condemn these developments and never forget for a moment that rise of such trends will throttle freedom and independence and stifle creative thinking. In freedom there will always be some who may misuse it or use it in a manner which is at odds with the majority. But that is the beauty and the very soul of freedom. And it is on that freedom that true democracy is ultimately founded. So when today some one threatens the religious freedom of another however small that community may be—he or she threatens freedom of us all". (সম্পাদকীয় ঃ ২-১০-৯২ তারিখের দি ডেইলী ষ্টার-এর সৌজন্যে)

WHO IS AN ENEMY OF ISLAM?

"On the day the Ahmedia complex was attacked, an enemy of the land and its faith opened its sheath and with a knife of malignant hate stabbed Bangladesh. The enemy doesn't have to have a name. It doesn't need to be Identified as the fundamentalists or fanatics or plain vicious or whatever. What has to be stated is that they are out to damage, demolish and diminish our country as we know it. The enemy doesn't need to have name. Its signature is good enough for identification.

For the last few years a band of religious people have been demanding that this sect be banned. Ahmedias follow a belief system peculiar to themselves whch is in variance with mainstream Islam as a result of which they have been banned in many countries. In many countries they are still free to worship as they choose.

The whole atmosphere in fact seems to be vitiated with the venom of intolerance and violence. The last few months have seen an acute escalation of sectarian and ideological mayhem. Individuals and groups have been targeted and nothing has calmed the rising scream of intolerance which is demanding blood in the name of faith.

To most people Islam is the perfect definition of peace and Muslims are its guardians. If Ahmedias are not Muslims one can easily socially ostracise them and leave the task of final judgement to Almighty Allah who will surely find it fit to punish them wholesale· Meanwhile let morals not attack and burn holy books in some outrageous bursts of iconoclasm which gets described as Islamic zeal. It is not only bad for the country but for the faithful, a more serious affair bad for Islam.

If Islam In Bangladesh could have survived despite the Ahmedias and other non-Muslims till now, it can survive in future, too. By attacking and looting their property, Islam has been given a reputation for which the intolarants may have to answer to God as well.

Islam has never suggested that people should be killed in the name of Islam. Tolerence is an integral part of its theology. Should anybody try to prove that violence is another face of Islam could we possibly to identify them as Muslims?

(সম্পাদকীয় ঃ ৬-১১-৯২ তারিখের সাপ্তাহিক ঢাকা কোরিয়ার-এর সৌজন্যে)

এ প্রসঙ্গে মানবতাবাদী সুধীজনের মতামত ঃ

আহমদিয়া হামলায় নিন্দা

"বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের গণদাবিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য জামাত-শিবির ও তাদের দোসররা বেশ কিছুদিন থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার পরিষদের সভাপতি মওলানা আবদুল আউয়াল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, আহমদিয়া মসজিদে ভাংচুর, মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করে পবিত্র কোরআন হাদিস পুড়ানো ষড়যন্ত্রের অংশ বলেই আমরা মনে করি। আহমদিয়া মসজিদে হামলার নিন্দা জানিয়ে আরো যারা বিবৃতি দিয়েছেন তারা হলেন: কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র-ঐক্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বা-কা) প্রভৃতি সামাজিক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠন।

এদিকে গণআজাদী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আবদুস সামাদ এডভোকেট ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কাজী আলিউল ইসলাম উকিল এক বিবৃতিতে আহমদি মসজিদে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন"।

(দৈনিক লাল সবুজ : ১লা নভেম্বর '৯২-এর সৌজন্যে)

প্রচলিত আইনে সন্ত্রাস দমনের আহ্বান

"ষ্টাফ রিপোর্টার : সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশের প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাস মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েছেন।

সিপিবি'র ২ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে এ দাবি জানানো হয়। ৩০ ও ৩১ অক্টোবর পার্টি কার্যালয়ে সাইফ উদ্দিন আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে এই সভায় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে প্রবীণ জননেতা রতন সেনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার, বিচার ও শাস্তি দাবী করা হয়। বকশীবাজারে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জনগণ ও পবিত্র মসজিদের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং হামলাকারীদের শাস্তির দাবি করা হয়।

সভায় দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতা ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়"। (দৈনিক রূপালী ৩রা নভেম্বর, ১৯৯২-এর সৌজন্যে)

বকশীবাজার মসজিদে হামলার নিন্দা

"বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা পরিষদ এক বিবৃতিতে বকশীবাজার আহমদিয়া মসজিদ ভাংচুরের নিন্দা করেছে ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেছে। এছাড়া খতমে নবুওয়ত আন্দোলন পরিষদের সভাপতি মাওলানা শামছুদ্দিন কাসেমী ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জহীরুল হক এক যুক্ত বিবৃতিতে এ হামলার নিন্দা করেন"।

(বাংলার বাণী : ২রা নভেম্বর '৯২-এর সৌজন্যে)

আহম্মদিয়াদের ওপর হামলা

জাহানারা ইমাম ও মান্নান চৌধুরী তীব্র নিন্দা করেছেন

"ষ্টাফ রিপোর্টার : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক জাহানারা ইমাম ও সদস্য সচিব অধ্যাপক আবদুল মান্নান

চৌধুরী এক বিবৃতিতে আহম্মদিয়া জামাতের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, সরকার হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন্ ব্যবস্থা না নিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিতে যাচ্ছে। তাঁরা বলেন, সরকার আবারো প্রমাণ করেছে যে, তারা জামায়াত ও গোলাম আযমের রক্ষক। তবে অতীতের ন্যায় এবারও জামায়াত ও তাদের রক্ষকদের সব ধরনের কূটকৌশল জনগণ ব্যর্থ করে দেবে।

গতকাল রোববার দেয়া বিবৃতিতে তারা বলেন, যে সংগঠনটি আহম্মদিয়া জামাতের ওপর হামলা ও কোরআন শরীফ ভস্মীকরণ করেছে, এটা তাদের নতুন কিছু নয়। পাকিস্তানী আমল থেকে ঐ দলটির নেতা মওদুদী হাজার হাজার কাদিয়ানী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে ফাঁসির মঞ্চে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ আহম্মদিয়া জামাতের ওপর নগ্ন হামলা ও কোরআন শরীফ ভস্মীকারীদের শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিয়ে সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিতে যাচ্ছে। তারা বলেন, ভিন্নমতাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যান্য শাখা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যদি এ ব্যাপারে মাশুল দিতে হয় তার জন্য সরকারকে দায়ী থাকতে হবে।

জাহানারা ইমাম ও কাজী আরেফ আহমেদ গতকাল রোববার আহম্মদিয়া জামাতখানা পরিদর্শন ও আহত নেতাদের দেখতে গিয়েছিলেন। এ সময় তারা আহত নেতা কর্মী ও আহম্মদিয়া জামাতের আমীরের সাথে কথা বলেন"। (২ নভেম্বর, ১৯৯২ দৈনিক রূপালী-এর সৌজন্যে)

ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি ৮১ জন ভার্সিটি শিক্ষকের আহবান

"ষ্টাফ রিপোর্টার: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮১ জন শিক্ষক দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী অপশক্তির নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে এ আবেদন জানিয়ে তারা বলেন, ধর্ম লেবাসধারী সংগঠনের ব্যক্তিরা পুনর্বাসিত হয়ে কবি বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, শামসুর রহমানের মত ব্যক্তিত্বকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আহমদ শরীফের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাকে বিকৃত রূপ দিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতার পথ ধরেছে। এরাই কবি নজরুলকে কাফের বলেছিলো। বাংলাদেশে এই চিহ্নিত মৌলবাদী চক্র শাসনযন্ত্রের সহায়তায় শোষণ প্রক্রিয়ার স্বার্থে মূল্যবোধ বিনষ্ট করছে। অথচ দুঃখজনক যে, এরাই নামাজ পড়তে উদ্যত আহমেদিয়া কমপ্লেক্সের মসজিদের ইমাম ও মুসল্লীদের ওপর হামলা করেছে এবং ৩০টি কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ করেছে।

আলেম সমাজের 'আল্লাহ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার অধিকার দেয়নি' এই বক্তব্য উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে সন্ত্রাস, ধর্মীয় উন্মাদনা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাহত করা হচ্ছে।

যুক্ত এই বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেছেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ রফিক, আবুল কাশেম চৌধুরী, ডঃ আলাউদ্দিন আহমদ, আতাউর রহমান খান, সিরাজুল ইসলাম, শফি আহামেদ, খালেকুজ্জামান, ইলিয়াস আহমেদ রেজা, অজিত মজুমদার, ডঃ তারেক শামসুর রহমান, শিল্পী বড়ুয়া, আইনুন নাহার, সেলিম আলামীন, আজফার হোসেন, ডঃ ইদরিস আলী ও শাহীন মাহমুদ। (২৬-১১-৯২ তারিখের দৈনিক রূপালী-এর সৌজন্যে)

পত্রিকা পাঠকদের কয়েকটি অভিমত ঃ চিঠি-পত্র

পবিত্র কোরআন পোড়ানোর বিচার চাই

"গত ২৯ অক্টোবর বকশী বাজার আহমদীয়া মসজিদে সশস্ত্র হামলা আর পবিত্র কোরআনের ৩০ কপি পুড়িয়ে দেয়া এবং ৩০ জন আহত হওয়ার ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে মর্মাহত করেছে। এ ধরণের সংবিধান বিরোধী কাজ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অবমাননাস্বরূপ। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী একটি গোষ্ঠী দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে এ ধরণের ঘটনার সূত্রপাত করেছে। সম্প্রতি কক্সবাজারে চকরিয়ার মলাহাজারায় অবস্থিত মেমোরিয়াল খৃষ্টান হাসপাতালে ও খৃষ্টান গীর্জায় হামলা একই সূত্রে গাঁথা বলে আমার ধারণা। এ ধরণের হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক বিশেষ মহল কি দেশে আবার সামরিক শাসন আনতে চান?

আমার বিশ্বাস, এখনও সময় আছে, সময় থাকতেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিষবৃক্ষের শিকড় উপরে ফেলতে হবে, অন্যথায় এ নাগিনীর ফণা সারাদেশকে গ্রাস করবে। এ ব্যাপারে এখনই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বকশীবাজার আহমদিয়া মসজিদে ও কক্সবাজারের মলাহাজারা খৃষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও গীর্জায় হামলাকারীদের চিহ্নিত করার এবং দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক এসব উগ্র মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছি"।

জেড, আলম, আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫। (৪ঠা নভেম্বর '৯২ তাং ভোরের কাগজ-এর সৌজন্যে)

জামাতীদের সাম্প্রতিক বর্বরতা

"গত ২৯ অক্টোবর '৯২ বিকেলে ঢাকার বকশী বাজারে একটি মসজিদে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা সংবাদপত্রে পাঠ করে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। জাতীয় সংবাদপত্রে এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হিসেবে প্রচারিত সংবাদে জানা গেছে যে, বেআইনী অস্ত্র সজ্জিত দাংগাবাজরা "নারায়ে তকবীর" ধ্বনি দিয়ে হামলা ও লুটপাট করে পবিত্র কোরআনের শ' শ' কপিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার পরে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ এর বিবৃতি এবং ১ নভেম্বর '৯২ তারিখে জামাতে ইসলামীর পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয়তে এ ঘটনা সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তাতে বেশ কিছু প্রশ্ন এবং আশংকা দেখা দিয়েছে। উক্ত বিবৃতি এবং সম্পাদকীয়তে কোথাও এ হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের নিন্দা করা হয়নি। বলা হয়েছে ওটা মসজিদ ছিল না, ওটা ছিল উপাসনালয় এবং অবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে। এমনকি এও বলা হয়েছে যে, কাদিয়ানীরা নাকি নিজেরাই নিজেদের মসজিদের ইমামসহ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদেদের ধারাল অস্ত্রের আঘাতে

মরণাপন্ন করেছে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে নিজেদের সংগৃহীত শতাধিক বছরের পুরোনো দুর্লভ বইয়ের অমূল্য সংগ্রহ জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিজেদের সহায় সম্পত্তি, পারিবারিক বাসস্থান জ্বালিয়ে দিয়েছে, স্ত্রী; পুত্রদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বেধড়ক পিটিয়ে লুটপাট করেছে ইত্যাদি। তাহলে ৩০শে অক্টোবর '৯২ তারিখের দৈনিক রূপালীতে যে অকাদিয়ানী ধৃত ব্যক্তির ছবি ছাপা হলো এবং অন্যান্য পত্রিকায় এ কাদিয়ানী হামলাকারীদের নামের তালিকা ছাপা হলো, সর্বোপরি সংগ্রাম/ইনকিলাব ছাড়া দেশের অন্য সব জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় যে সব ছবিসহ সংবাদ ছাপা হলো—সেগুলোর সবই কি মিথ্যে? এটি পর্যবেক্ষণ করে একজন সংবাদপত্র পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগবে যে, হয় দেশের পুরো সাংবাদিক সমাজ মিথ্যে বলেছেন, না হয় 'জামাতে ইসলামই' মিথ্যে বলেছে। দেশের এবং বিদেশের পুরো সাংবাদিক সমাজকে আমি এত বড় মিথ্যেবাদী বানাতে পারছি না। আর মহান ইসলাম ধর্মেতো কোন উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ কিংবা পুটপাটের শিক্ষা দেয়া হয়নি। অমুসলমান হিসেবে তারা যাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন, তারা সংখ্যায় কম বলে তাদের উপাসনালয়ে হামলা ও লুটপাট করতে হবে, এটা বর্বর ধর্মের শিক্ষা হতে পারে—ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলামে তো এ শিক্ষাই আছে যে, অমুসলিমরা মুসলমানদের আমানত। একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে তাদের ভাষায় যারা সংখ্যালঘু তাদের উপর সংঘটিত এ জাতীয় ধ্বংসযজ্ঞ দেখে আমি শিউড়ে উঠেছি এই ভেবে যে উন্মত্ত বর্বরতাপ্রিয় লোকেরা যদি কোনক্রমে সমাজের নেতৃত্ব দখল করতে পারে তবে তারা সর্বাগ্রে দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদেরকে হত্যা বা নির্মূল করবে—তাদের উপাসনালয় ধ্বংস করবে—'৭১-এর মত আবারো লুটপাটে মেতে উঠবে। ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে সহজেই কাফের আখ্যা দিয়ে ঐ বর্বরতার রাজত্বে সহজেই ঘর-বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে বেমালুম গায়েব করে দেয়া চলবে।

আরেক কথা, কাদিয়ানীদেরকে অমুসমান ঘোষণার জন্যে সরকারের কাছে যে দাবী তারা করেছেন, সেই দাবী সরকার যদি মেনে না নেন তবে সে কারণে বেচারা কাদিয়ানীদেরকে ধরে পেটাতে হবে নাকি? এটা কোন সভ্যতা? সম্ভবতঃ এটা মোল্লাজাত অসভ্যতা।

একথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে, হোটেলের নাম 'মুসলিম হোটেল' রাখলেই হোটেলটি যেমন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে না, তেমনি রাষ্ট্রের নামের আগে-পরে ইসলাম যোগ করলেও রাষ্ট্রটি মুসলমান হয়ে যায় না। রাষ্ট্রের মত ইহলৌকিক প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম নির্ধারণের জন্যে যারা টানাটানি করেন তারা দুরভিসন্ধিমূলক ভাবেই তা করেন। কারণ মহানবী (সাঃ) যেদিন ইসলাম প্রচার করে মানুষকে মুসলমান বানাতে শুরু করেছিলেন সেদিন কোন রাষ্ট্র থেকেই তাকে মুসলমান বা অমুসলমান ঘোষণা করা হয়নি। তিনি কোন রাষ্ট্রের মুখপানে চেয়ে বসে থাকেননি যে, কখন তারা তাঁকে (সাঃ) মুসলমান

বলে ঘোষণা করবে। তাই, এখন যেটা হচ্ছে সেটা একটি রাজনৈতিক চাল। এটা আদৌ রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়''। কে, এম মাহমুদুল হাসান, ৬৩, শান্তিনগর, ঢাকা।

(৫-১১-৯২ ইং তারিখের দৈনিক লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)

ইসলামের শিক্ষা এমনটা নয়

''গত ২৯-১০-৯২ তারিখ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বকশীবাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ কার্যালয় ও বসতির ওপর একশ্রেণীর ধর্মান্ধ-ফ্যাসিবাদী ব্যক্তির তাণ্ডবলীলা দেখে বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই ব্যথিত হয়েছেন। জানিনা এ ধরণের কার্যকলাপে ইসলামের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য কতোটুকু পরিস্ফুটিত হয়। তবে আমার মনে হয় এ জঘন্য নীতিবিবর্জিত অপকর্ম কোনো প্রকৃত মুসলিমের হতে পারে না।

কারণ হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর জীবন আদর্শ থেকে আমরা জানি, মুসলিম দেশে অমুসলিমদের জানমালের জিম্মা মুসলিমদের উপর। তাই কাদিয়ানীদের জানমালের জিম্মাদারও হবেন আমদের সরকার এবং মুসলমান জনগণ। আর এটাই ইসলামী শিক্ষা। কিন্তু সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন ইসলামের কোন্ শিক্ষা? তবে কি আমরা কোরআন-হাদীস বিবর্জিত অন্য কোনো আদর্শের পিছু ছুটছি? মনে হয় তাই।

আমি একজন মুসলমান হিসেবে এ বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।''
এস, এম, তোহিদুল ইসলাম, পীরের বাগ ঢাকা। (৭-১১-৯২-এর ভোরের কাগজ-এর সৌজন্যে)

আহমদীয়া জামাত কমপ্লেক্সে হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ

''১০০শ' বছরের অধিক সময় ধরে বিশ্বের প্রায় ১২৮ দেশে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রচাররত বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বাংলাদেশ শাখার কমপ্লেক্সে গত বৃহস্পতিবার আছর ওয়াক্তে একদল উগ্র-ধর্মান্ধ, অসহিষ্ণু, যুগের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ও জাহেল, নিজেদের ভ্রান্ত জ্ঞান গরীমায় মদমত্ত, ডাণ্ডার জোরে নিজেদের মতবাদ অপরের উপর চাপানোর চেষ্টাকারী, সত্য পথহারা ব্যক্তির আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ করে আহমদীয়া জামাত, বগুড়া শাখার পক্ষ থেকে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার বিভাগী তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে Intolarant Reyims তথা অসহিষ্ণু শাসন কায়েম করাই এরূপ আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। সৃষ্টির উপাসকগণ কখনও পবিত্রতম রসূল (সাঃ) কে সনাক্ত করতে না পেরে যুগে যুগে এরূপ জঘন্য হামলার জন্য হাত বাড়ায়, পবিত্র কোরআন শরীফকে দগ্ধ করার সাহস পায় এবং প্রার্থনারত মুসল্লীদের বেধড়ক প্রহার করতে হাত বাড়ায়। কিন্তু একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, মানুষ কি খোদার মোকাবিলা করতে পারবে? তুচ্ছ বিন্দু কি খোদাতাআলার ইরাদা ও সংকল্প সমূহকে রদ করতে পারবে? নশ্বর আদম-সন্তানের পরিকল্পনাসমূহ কি ইলাহী হুকুমকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে? অধ্যাপক রজিব উদ্দীন আহমদ, বগুড়া।

'খাঁড়ার দোষ মরার গায়ে'

"গত ২৯শে অক্টোবর '৯২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩-৫৫ মিনিটে বকশী বাজারস্থ কাদিয়ানীদের আহমদীয়া কমপ্লেক্সে যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে অন্যান্য সব কিছুর সাথে "কোরআন শরীফ" পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। একজন মুসলমান এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আমি এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। মুসলমান ভাইদের নিকট একটি প্রশ্ন, দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার জন্যে স্মারকলিপি পেশ করার পর তাদের মসজিদে হামলা করা অযৌক্তিক ও অমানুষিক নয় কি? কেননা অমুসলমান ঘোষণা না দেয়ার জন্যে সরকারই দায়ী"। আহমদ তারেক মুবাশ্বের দারুল আমান, পটুয়াখালী—৮৬০০। (১০-১১-৯২ তারিখের দৈনিক লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)

প্রসঙ্গঃ কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা

"গত ৩/১১/৯২ দৈনিক ইনকিলাব ও সংগ্রামসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক—এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার দাবীতে আন্তর্জাতিক তাহফুজে খতমে নুবুয়ত সংগঠনের সাংবাদিক সম্মেলন। সম্মেলনে জাতীয় মসজিদের খতিবসহ কতিপয় নামধারী মুসলমান সরকারের নিকট জোর দাবী করেন কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য। আমার প্রশ্ন, সরকারের ঘোষণায় যদি কেহ অমুসলমান হয়ে যায় তাহলে সরকারের ঘোষণায় মুসলমানও হতে পারে। তাহলে এ দাবী করা হউক বাংলাদেশে যত অমুসলমান আছে সবাই মুসলমান। ভারতের এ দাবী উঠতে পারে যে সেদেশের সবাই হিন্দু। তাহলে ১০ কোটি মুসলমান কি হিন্দু হয়ে যাবে আমার মতে সরকারী ঘোষণায়? সরকারের রায়ে কেউ মুসলমান কেউ অমুসলমান হয় না—হতে পারে না। আল্লাহর আইন মোতাবেক সেটা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআন কাউকে এ অধিকার দেয়নি। একজন সুন্নী মুসলমান হিসেবে সরকার ও জনগণকে এ অযৌক্তিক দাবী সমর্থন না করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি"। শাহীন আহমদ, কুমিল্লা আইন কলেজ (২য় বর্ষ) কুমিল্লা

প্রসঙ্গঃ কাদিয়ানী মসজিদে হামলা

"গত কয়েকদিন ধরে কাদিয়ানী মসজিদে হামলা সংক্রান্ত খবর জাতীয় দৈনিকসমূহে দেখতে পাচ্ছি। কতিপয় নামধারী মুসলমানের নেতৃত্বে কাদিয়ানীদের মসজিদ ও কমপ্লেক্সে হামলা করে তাদের ধর্মীয় বই পুস্তক প্রেস, অফিস, মাদ্রাসা বাসভবন ছাড়া ও আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কোরআন শরীফ আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। যার ক্ষয় ক্ষতির পরিমান ৩ কোটি টাকার উর্ধ্বে। ইসলাম ধর্মে কোন প্রকার বল প্রয়োগ নেই লা ইকরাহা ফিদ্দিন। কাদিয়ানীরা কি মুসলমান না অমুসলমান এ নিয়ে আমার কোন তর্ক নেই, সেটা আল্লাহ্তা'লা ভাল জানেন, তবে একজন সুন্নী মুসলমান হিসাবে এজঘন্য বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং বর্তমান সরকার ও বিরোধীদলসহ সকল সচেতন ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মান্ধ জামাতীদের জঘন্য চক্রান্ত রুখে দাঁড়াবার আহ্বান রাখছি"। বিনীত শাহীন, ৩১৭, ফজলে রাব্বী হল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

মওলানা মুতিউর রহমান নিজামীর বিচার চাই

"দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে দেখতে পাই গত ২৯/১০/৯২ইং তারিখ বেলা ৩-৫৫ মিনিটে আসরের নামাজের সময় বকশিবাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদে মাওলানা মুতিউর রহমান নেজামীর নেতৃত্বে কতিপয় নামধারী মুসলমান মুসল্লীদের উপর অতর্কিত হামলা করে। এতে মসজিদের ইমামসহ ত্রিশ প ঁয়ত্রিশ জন গুরুতর আহত হয়। ৫৪ ভাষায় সম্পূর্ণ অনূদিত কোরান শরীফ তাদের প্রকাশিত বিভিন্ন বই-পুস্তক, নিজস্ব প্রেস, অফিস, বাস গৃহ সহ আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ত্রিশটিরও অধিক কোরান শরীফ সম্পূর্ণ ভষ্মিভূত হয়। এ ছাড়াও তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। যার তিন কোটির‌ও অধিক মূল্য। একজন খ ঁাটি সুন্নি মুসলমানের দ্বারা একাজ কোন দিনও সম্ভব নয় বলে আমার বিশ্বাস। শুধু ধর্ম ব্যবসায়ী মওদুদীবাদী জামাত শিবিরের শয়তানদের দ্বারাই এ ধরনের কাজ সম্ভব। তাদের পূর্বের রেকর্ড আমাদেরকে ইহাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেন, এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে যে আল্লাহ্র মসজিদসমূহে তাহার নাম লইতে বাধা দেয় এবং সেইগুলির ধ্বংস-সাধনের প্রয়াসী হয়। তাহাদের জন্য আদৌ সংযত (সংগত) ছিল না যে (আল্লাহ্র) ভয়ে ভীত না হইয়া তারা ঐ গুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে।"

(সূরা আল বাকারা ১১৪ নং আয়াত)

তাই একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে মসজিদ ধ্বংস, পবিত্র কোরান শরীফ পোড়ানো অফিস-বাসগৃহ ভাংচুর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপরাধে মওলানা নিজামীর বিচার দাবি করছি"। এম, এ, হুসেন, কুমিল্লা আইন কলেজ, কুমিল্লা। (১৫-১১-৯২ তারিখের দৈনিক লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)

ইসলামের নামে কোরানে আগুন!

"ইসলাম বিরোধী মওদুদীর অনুসারী জামাত—শিবির ও তাহাফুজে খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের সন্ত্রাসীরা গত ২৯শে অক্টোবর ৪নং বকশী বাজারস্থ আহ্মদীয়া মুসলমানদের প্রধান কার্যালয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মধ্যযুগীয় বর্বর কায়দায় হামলা চালায়। এ হামলায় আহমদী মসজিদ, অফিস, লাইব্রেরী ও প্রদর্শনী কক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া মসজিদে, লাইব্রেরীতে ও প্রদর্শনী কক্ষে রক্ষিত ৩০টি ভাষায় অনূদিত কুরআনের কপিসহ শত শত কুরআন শরীফ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি অগ্নি সংযোগের ফলে ছাই ভস্মে পরিণত হয়। ইসলামবৈরী এ অপশক্তির হামলায় আসর নামাজের অন্য অপেক্ষারত মসজিদের ইমাম সাহেব সহ ৪০ জন আহমদী গুরুতরভাবে আহত হন। মসজিদের ইমাম সাহেবকে মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে সজোরে আঘাতের

দরুন তাঁর রক্তে ওদের হাত যেমনি রঞ্জিত হয়েছে তেমনি মসজিদও রঞ্জিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা জালেম আর কে যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয়, এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে (সূরা বাকারা ১১৪)।

আল্লাহর মসজিদে যারা হামলা চালিয়েছে, মসজিদে অগ্নি সংযোগ করে মহানবী (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম (কুরআন মজীদকে) পুড়িয়ে আনন্দ উল্লাস করেছে এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আল্লাহর ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তারা ঐশী কোপ বা আযাব থেকে নিজেদেরকে কখনও রক্ষা করতে পারবে কি'' ?
আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া, গ্রাম ও পোঃ বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (১৯-১১-৯২ তারিখের দৈনিক লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)

"পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ানোর বিচার চাই"

''বর্তমানে দেশে যত ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ চলছে তন্মধ্যে পবিত্র কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ সম্ভবতঃ সর্বচেয়ে জঘণ্যতম অপরাধ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই বলেছেন যে অপরাপর ধর্মগ্রন্থ সমূহের অবমাননা করাও তদ্রূপ জঘণ্যতম অপরাধ। গত ২৯/১০/৯২ইং তারিখে জাতীয় পত্রিকা সমূহের মারফত জানতে পারলাম ঢাকায় কাদিয়ানীদের কেন্দ্রীয় মসজিদে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সেখানে কাদিয়ানীদের কোরআন শরীফসহ ইসলামী ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত কোরআন শরীফ, তাজ লাইব্রেরীর প্রকাশিত কোরআন শরীফ, এমদাদিয়া লাইব্রেরীর প্রকাশিত কোরআন শরীফ এবং মৌলানা মওদুদীসহ বড় বড় আলেম উলামাদের লেখা কোরআনের তফসীর ও বই পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে। যদি কাদিয়ানীদের কোরআন শরীফকে সুন্নিদের কোরআন শরীফ বলা নাও হয়, তথাপি সেখানে সুন্নিরা পড়েন এমন কোরআন শরীফও ছিল যা আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ আলেম-ওলামা এই পবিত্র কোরআন শরীফ পোড়ানোর বিচার না চেয়ে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন। আর কাদিয়ানীদের কোরআনকে যারা সুন্নিদের কোরআন বলে মনে করেন না তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, কাদিয়ানীরা এই পর্যন্ত ৫৪টি ভাষায় পবিত্র কোরআন শরীফের ৩০ পারা অনুবাদ করে সারা বিশ্বে প্রচার করেছে। আমার এক কাদিয়ানী বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পাওয়া তাদের অনুবাদকৃত ইটালী নেদারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তিনটি কোরআন শরীফ আমার কাছে আছে। উল্লিখিত তিনটি ভাষার কোনটিই আমি না জানলেও প্রত্যেকটিতেই পাশাপাশি যে আরবী ছিল, তার সাথে এমদাদিয়া লাইব্রেরীর কোরআন মিলিয়ে কোথাও আমি একটি যের বা যবর-এর পার্থক্যও পাইনি। নিজের

চোখে এত বড় প্রমাণ দেখেও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, কাদিয়ানীদের কোরআন শরীফ ও সুন্নিদের কোরআন শরীফ এক নয়? বাংলায় প্রকাশিত কাদিয়ানীদের বেশীর ভাগ বই পুস্তকের উপরে কলেমা তাইয়্যেবা লেখা আছে। এছাড়াও কোরআন হাদীস ও সুন্নাহ অনুযায়ী একদল মুসলমান কর্তৃক অপর কোন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী দলকে অমুসলমান ঘোষণা করা যায় না। এই জাতীয় খোদার উপর খোদকারী কাজ অত্যন্ত নাজায়েজ?

পরিশেষে, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানাই। আপনারা প্রত্যেকেই পবিত্র কোরআন শরীফ পোড়ানোর বিচারের দাবিতে এবং অমুসলমান ঘোষণার মত অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার দাবিতে সোচ্চার হোন"।
মনসুর-উন-নবী, দৌলতপুর, খুলনা (২০-১১-৯২তারিখের লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)।

আমাদের কথা

ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সর্বদাই নবীর জামাতের সাথে বিরুদ্ধবাদীগণ এহেন ব্যবহারই করেছে। প্যালেষ্টাইনকে কয়েক বার ভস্মীভূত করা হয়েছিল। কা'বাকে ধ্বংস করার জন্যে আবরাহা আশরাম এসেছিল। কিন্তু তারা কি নবীর জামাতকে বিফল করতে পেরেছে? পারে নি। ইতিহাস তার প্রমাণ। নবীর জামাত একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করেছিল। আমরাও তাই করছি, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের এ দুর্যোগে দেশ ও বিদেশের জানা ও অজানা যেসব সুধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহানুভূতি জানিয়ে পত্রান্তরে ও পত্র-পত্রিকান্তরে বিবৃতি দিয়েছেন এবং পত্রিকায় চিঠি পত্র লিখছেন আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহতা'লা তাঁদের সকলের সার্বিক কল্যাণ করুন।

যারা আমাদের বিরোধিতা করছেন আমরা তাদের সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার জন্যে দোয়া করছি। তারা করছে, আমাদেরকে 'ধাওয়া' আমরা করছি তাদের জন্যে 'দোয়া'। কেননা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক আমাদেরকে শিখানো হয়েছে—গালিয়া সুনকে দোয়ায়ে দো, পাকে দুখ আরাম দো, কিবর কি আদত যো দেখো, তুম দেখাও ইনকেসার—অর্থাৎ গালি শুনে দোয়া দাও, ব্যথা পেয়ে আরাম দাও, অহংকারের আচরণ দেখলে তোমরা বিনয় প্রকাশ করো। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফীক দান করুন।

ভেবে দেখা দরকার

- কোন দেশের সরকার নাগরিকদের ধর্ম নিরুপণ করার অধিকার রাখে কি?
- কোন সরকার যদি মুসলমানদের অমুসলমান ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে তবে সে নিশ্চিতভাবে অমুসলমানদের মুসলমান ঘোষণা দেয়ারও অধিকার রাখে। যদি সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদেশের হিন্দুদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয় তবে কি তারা সত্যি সত্যিই মুসলমান হয়ে যাবে? এই সরকারী সিদ্ধান্ত কি ধর্ম জগতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্পাকের কাছেও গৃহীত হবে?
- উপরোক্ত নীতিতে ভারতের জাতীয় সংসদ যদি ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা কি সত্যি-সত্যিই হিন্দু হয়ে যাবে?
- মুসলিম উম্মাহ্র কোন ফিরকা বা সম্প্রদায়কে সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম বানানোর অর্থই হ'লো উক্ত ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা মুসলমান, তা না হলে এমন ঘোষণার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আমাদের প্রশ্ন, বিশ্বাস পরিবর্তন না করেও কেবল একটি 'সরকারী ঘোষণা' কি কারও ধর্ম পরিবর্তন করে দিতে পারে?

  কোরআন-হাদীসে বা অন্যান্য ঐশী কিতাবাদিতে এমন কোন নির্দেশ বা নজির আছে কি?
- মুসলমানদের মধ্যে আহমদীয়া ফিরকা ছাড়াও আরও ৭২টি ফিরকা আছে। যদি ধর্ম নিরূপণ করা সরকারী ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সরকার দয়া করে বলবেন কি যে, উক্ত ৭২ ফিকার মধ্যে কোন্ কোন্টি খাঁটি ইসলামী ফিরকা এবং কোন্ কোন্টি ভেজাল? 'সুন্নী' সম্প্রদায় বা 'ওয়াহাবী' ফিরকার মধ্যে কোন্টি খাঁটি ইসলাম—ঘোষণার মাধ্যমে সরকার জানাতে পারেন কি?
- মৌলবী মৌলানা সাহেবদের মধ্য থেকে যারা 'আহমদীয়া ফিরকা'কে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী তুলেছেন তারা নিজেদের 'মুসলমানিত্বের' সার্টিফিকেট কোন সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে লাভ করেছেন কি?

  আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেককে যে কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা দান করেছেন। তাই ধর্ম বিষয়ে বিচার করার অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। মানুষ এ অধিকার নিজ হাতে তুলে নিলে আল্লাহ্তা'লা কি তাতে সন্তুষ্ট হবেন?

শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামের নিকট সবিনয় জিজ্ঞাসা

“আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রচার হচ্ছে, আহমদীয়া সম্প্রদায় নাকি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না। বরং তারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে “উম্মতী নবী” ইমামুল মাহদী বলে মান্য করে। অতএব তারা সরকারীভাবে অমুসলিম বলে গণ্য হওয়া উচিৎ।

এ অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সুদীর্ঘ কালব্যাপী বিভিন্ন মতাবলম্বী উলামায়ে কেরাম বই পুস্তক, পত্রপত্রিকা, ওয়াজ মাহফিলে প্রচার করে এসেছেন এখনও করছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত আছেন এবং নাযেল হবেন। কেয়ামতের পূর্বে তাঁর নুযুল একেবারেই সুনিশ্চিত এবং অবধারিত।

এখন চিন্তার বিষয় এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) যখন নাযেল হবেন তখন সর্বশেষ নবী কে থাকবেন? হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) না হযরত ঈসা (আঃ)। এমতাবস্থায় আজ আহমদী বা কাদিয়ানীরা যে সমস্যায় পড়েছে, যে দোষে দোষী হচ্ছে, ঐ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মান্যকারী সেই সমস্যায় পড়বেন এবং দোষে দোষী হবেন।

এ বিষয়ে আমি আমার পরিচিত কিছু মৌলানা সাহেবের সাথে আলোচনা করেছি। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন যে এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান ঠিক হবে না, তবে চিন্তার কারণ এইজন্য নাই যে, হযরত ঈসা (আঃ) নবী হয়ে আসবেন না বরং শুধু উম্মতী হয়ে আসবেন। একথা শুনে আমি আরো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছি। এতদিন শুনলাম কি আর আজ তার বিপরীত। আমি স্তম্ভিত হয়েছি যে হযরত ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হবেন কিন্তু নবী হিসেবে নয়। এটা কি অদ্ভুত কথা! আমার বোধগম্য নয়। এখন আমার প্রশ্ন হল এই যে,

১। নবী কি কখনও নবুয়ত হারাতে পারেন?

২। হযরত ঈসা (আঃ) নবুয়ত হারা হয়ে আবির্ভূত হবেন। এ ফয়সালা কে বা কারা করেছেন? আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কি এমন কথা বলেছেন?

৩। প্রায় তেরশ’ বছর ধরে আলেম সমাজ বলে ও লিখে আসলেন যে হযরত ঈসা (আঃ) উম্মতি নবী হয়ে নাযেল হবেন। কিন্তু আজ শুনছি যে, না নবী না শুধু উম্মতী হয়ে আসবেন।

৪। হযরত ঈসা (আঃ) যখন নবী না হয়ে শুধু উম্মতি হয়ে আসবেন তখন উম্মতের উলামায়ে তাঁকে কি পদ মর্যাদা দেবেন? কি বলে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহন বা দীক্ষা নেবেন? তাঁর হাতে দীক্ষা নেয়া কি সবার জন্য ফরজ নয়? যদি তিনি শুধু উম্মতী হন তবে উলামায়ে কেরাম এবং এই গয়ের নবী ঈসার মধ্যে তফাৎ কি?

৫। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন “উলামাও উম্মতী বা আম্বীয়ায়ে বাণী ইসরাইল” আমার উম্মতের উলামা বনী ইসরাঈলী নবীদের তুল্য। এমন অবস্থায় হযরত ঈসা উম্মতী হয়ে গয়ের নবী হয়ে কি অসাধ্য সাধন করবেন যা, আজকের উলামারা পারছেন না?

৬। যখন হযরত ঈসা (আঃ) নাযেল হবেন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন গয়ের নবী শুধু উম্মতী

(অবশিষ্টাংশ ৬৫ পৃঃ দেখুন)

দুঃসময়, আশীর্বাদ তুমি

—মুহাম্মদ সেলিম খান

যখন দুঃসময় নামে,
ঝাউ বনেতে ঝাপ্‌টা হানে ঝড়ে
ভীষণ ভীতু অচিন ছোট্ট পাখি
ছিট্‌কে ওড়ে বিস্তারিত বনে
অজানা সেই বিপুল সীমার মাঝে
উড়বারে পায়ে অসীম আকাশ খোলা
আশ্বাসে তার হীন কণ্ঠে বাজে
দুঃসময়, আশীর্বাদ তুমি।

যখন দুঃসময় নামে
আকাশ-ঘন সমুদ্রে ঝড় ওঠে
ঝাপ্‌টা হানে ছোট্ট তরীর গায়ে
কূল ছাপানো সমুদ্রের এক বানে
সবাই ভাবে ডুবছে তরী এখন
সংকটে সে এগিয়ে তবু চলে
আশ্বাসে তার নাবিক শুধু বলে
দুঃসময়, আশীর্বাদ তুমি।

যখন দুঃসময় নামে
চঞ্চলা সেই ঝর্ণা চলার পথে
বিশাল শিলা আটকে ফেলে চলা
থমকে দাঁড়ায় স্বচ্ছ জলের ধারা
সোৎসাহে সে ফুলে ফেঁপে ওঠে
পরক্ষণে আরও প্রবল বেগে
বাঁধ ছাপিয়ে ব্যাকুল গতির চলন
বাজে অধীর নৈশব্দের সুরে
দুঃসময়, আশীর্বাদ তুমি

যখন দুঃসময় নামে
বিপ্লবের এক পরিক্রমার পথে
পেছন টানে আঁধার পুরীর স্বনে
অলস-অবল আড়া মোড়া সব ভাঙ্গে
বীর সেনানীর প্রচণ্ড পৌরুষে
এগিয়ে চলে সামনে চলার পানে
জীবন রণে নিত্য লোটে বিজয়
প্রত্যয়ে তার দীপ্ত কণ্ঠে ঝরে
দুঃসময়, আশীর্বাদ তুমি।

মসজিদ গড়া

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্তা'লা তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করেন।' অর্থাৎ—আল্লাহ্র জন্য মসজিদ নির্মাণকারী জান্নাতের অধিবাসী।

মসজিদ ভাঙ্গা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তা'লা বলেন, 'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী আর কে, যে আল্লাহ্র মসজিদে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং সেগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? (বাকারা, ১১৫ আয়াত)। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মসজিদে আল্লাহ্র নাম নিতে অর্থাৎ উপাসনা করতে বাঁধা দেয় এবং মসজিদ বা উপাসনালয়ের ধ্বংস বা ক্ষতি সাধন করে তারাই সব চাইতে বড় যালেম বা অত্যাচারী।

মসজিদ রক্ষা করা

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ''আল্লাহ্ যদি এ সকল মানুষের একদলকে (যারা উপাসনালয় ভাঙ্গে) অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম, খৃষ্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেখানে স্রষ্টার নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হতো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করে (হজ্জ, ৪০ আয়াত)''। বলা হয়েছে, যারা উপাসনালয় ভাঙ্গে তাদেরকে যারা প্রতিহত করে তারা আল্লাহ্র সাহায্যকারী। আল্লাহ্তা'লা এদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এখানে সকল ধর্মের উপাসনালয় রক্ষা করা আল্লাহ্র প্রীতিভাজন লোকদের দায়িত্ব বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যারা উপাসনালয় বিনষ্ট করতে চায় তারা বড় যালেম। এরা ইহকালে ও পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আর যারা উপাসনালয় রক্ষায় এগিয়ে আসে তাদেরকে আল্লাহ্তা'লাই প্রেরণা যোগান। এরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী এবং আল্লাহ্তা'লা স্বয়ং তাদের সাহাযাকারী। মহানবী (সাঃ) যুদ্ধে যাবার পূর্বে তাঁর সেনাবাহিনীকে বলতেন, ''উপাসনালয় ভাঙ্গবে না, ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, উপাসক, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে আঘাত করবে না (মোয়াত্তা, মুসলিম, আবু দাউদ প্রভৃতি)।

আহমদ সেলবর্সী

(৬৩ পৃঃ পর)

তখন কোরআনের ঐ সমস্ত আয়াতের কি অবস্থা হবে যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) কে নবী বলে উল্লেখ রয়েছে?

৭। কোরআনের আয়াতসমূহ কি চিরসত্য নয় চিরস্থায়ী নয়? আয়াত কি কোন মুহূর্তে অসত্য হয়ে দাঁড়াতে পারে?

হে আমার প্রিয় দেশবাসী উলামায়ে কেরাম। আপনারা এ বিষয়ে সঠিক পথ নির্দেশনা দিন আল্লাহ ও রসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রিয় ধর্ম ইসলামের প্রতি অবিচার করবেন না। বিগত তেরশ' বছর পর্যন্ত যাঁরা বলে গেছেন ঈসা (আঃ) উম্মতী নবী হয়ে আসবেন, তারা আজ জীবিত নেই। কিন্তু আল্লাহ 'মালিকি ইয়াউমিদ্দীন' রয়েছেন। আমাদের প্রত্যক্ষ করছেন''।

(২৩-১২-৯২ তারিখের দৈনিক লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)

—মৌলানা আবু দাউদ ইসলামাবাদী

আপনি কোন্ দলে ?

খোদা ও রসূলে ঈমানের লাগি
যাদের উপর যুলুম চলে,
আমিও আছি তাদের দলে।
নবীর জমাতের উপরে সবাই
করছে পীড়ন গায়ের বলে,
আমিও সেই মযলুমদের দলে।
দেশ দশ হারা হয়েছে যাহারা
শুধু তাহাদের ধর্মের ফলে,
আমিও আজিকে তাদেরই দলে।
জগতে যাদের নাহি কোন স্থান
বেঁচে আছে শুধু ঈমানের বলে,
আমিও তো ভাই তাদেরই দলে।
কথার বানে অন্তর যাদের
দিবানিশি সদা ধুঁকে ধুঁকে জ্বলে,
আমিও আছি তাদেরই দলে।
যাদের উপর হানে আঘাত,
অভিযোগ আনে নানারূপ ছলে,
আমিও সেই ব্যথিতের দলে।
আইনের প্যাঁচ হানে যাদের
ধর্মের নামে কলাকৌশলে,
আমিও তো সেই ওদেরই দলে।
সম্বল যাদের দোয়া ছাড়া নেই
ফরিয়াদ জানায় চোখের জলে,
আমি আছি সেই মোমেনের দলে।
দলিলের ধার ধারে না যারা
কথা বলে শুধু সংখ্যার বলে,
আমরা নেই তো তাদের দলে।
নিজ হাতে যারা কলেমা মুছায়
কোরআন জ্বালায় ফেলে দিয়ে তলে,
আমিও নই সেই যালেমের দলে।
আযান দিলে জেল দেয় যারা
সত্য বলিলে ছুরি হানে গলে
আপনি কি সেই হায়েনার দলে ?
মানবতাবাদী বিবেকবান যারা
সবাই যাদেরকে মানুষ বলে
তাঁরা নয় কভু ওদের দলে।

লও সালাম

যুগে যুগে যারা দিয়ে গেল প্রাণ,
গেয়ে গেল যারা ঈমানের গান,
অমর সব সেই শহীদান, লও সালাম।
শত্রুর হুঙ্কারে অন্তর যাদের
কাঁপেনি ক্ষণিক, আজকে তাদের
সোনার হরফে স্মৃতিতে মোদের অঙ্কিত রহে নাম।
ইউহান্না, যোহন, ঈসা নবীসহ
অগণিত যত ঐশী বার্তাবহ,
আজকে তোমরা সালাম লহ তোমরা বরণীয়।
হাবিল, হারিস, হামজা বীর
হাসিমুখে যারা বুকে নিল তীর,
নোয়াল না মাথা, দিয়ে গেল শির, বিশ্বে বরণীয়।
আজকেও যারা এমনি করে
সইবে যাতনা ঈমানের তরে
তারাও হবে কিছুকাল পরে জগতে কীর্তিমান।
থু থু আর কন্টকমালা,
ঘৃণা আর অন্তরজ্বালা,
আসবে তাদেরও বিজয়ের পালা, হবে তারা গরীয়ান
সত্যের লাগি প্রাণ দেয় যারা,
মরেনা তো কেউ বেঁচে থাকে তারা,
এটাই সত্য জগতের ধারা ঘাতকেরাই মরে যায়।
ইমাম হোসেন মরেননি কভু,
অমর রেখেছেন দয়াময় প্রভু,
ধরার মানুষ বুঝে না যে তবু, এজিদ মরেছে তায়।
ইতিহাস থেকে শিখে না মানুষ,
বার বার দেখে হয় না তো হুঁশ,
আক্ষেপ আর শত আফসোস এই মানুষের তরে।
খোদার আযাব নেমে আসে যবে,
রক্ষা করিতে পারে না কেউ ভবে,
খুলে দেখ আজ ইতিহাস সবে একটু নজর করে।

—আহমদ সেলবর্সী

একটি আইন ও কিছু কথা

"ইদানিং ডঃ আহমদ শরীফ ও আহমদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের কতিপয় আলেম-উলামা সোচ্চার হয়েছেন। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী ডঃ শরীফের নাস্তিকতাপূর্ণ উক্তি ও আহমদী সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপ ইসলাম ধর্মকে আয়াত করেছে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে এবং এ কারণে তারা ডঃ শরীফের শাস্তি ও আহমদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম সহ বিভিন্ন দাবি জানাচ্ছে। যে আইনটিকে অবলম্বন করে তারা এ দাবি জানাচ্ছেন সেটি হলো বাংলাদেশের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৫ (ক) ধারা যেখানে বলা হয়েছে "যেসমস্ত সুচিন্তিত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কার্যকলাপ যা কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ধর্ম বা ধর্ম বিশ্বাসকে অপমানিত করে এবং সেই অবমাননার মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিকে দারুণভাবে আঘাত করে সেই সব সুচিন্তিত ও বিদ্বেষপূর্ণ কার্যকলাপ" যা এই ধারার অধীনে দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

যদিও এই আইনের ধারায় "সুচিন্তিত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কার্য কলাপ" বলতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও কার্যকলাপকে বোঝানো হয়েছে কি না সেটা পরিষ্কার নয় তবুও কিছু সংখ্যক আলেম—উলামা আহমদী সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপকে মুসলমান ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হিসেবে গণ্য করে তাদের শাস্তি এবং অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সুতরাং এখানে সকল ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নাগরিকেরা নির্বিঘ্নে বসবাস এবং নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসও পালন করতে পারে। এবং আমাদের সংবিধান প্রত্যেক ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়কে এ অধিকার দিয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে যে যদি কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জনগণ তাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস যা তা পালন করে এবং এর ফলে অপরাপর ধর্মের বা সম্প্রদায়ের জনগণ যদি তাদের ধর্মের অবমাননা মনে করে এবং নিজেদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত পায় তবে কি প্রথমোক্ত ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জনগণকে শাস্তি দেওয়া যায়? যদি গণতন্ত্রকে স্বীকার করতে হয় তবে বলতে হয় যে, না শাস্তি দেয়া যায় না। কারণ প্রতিটি ধর্মই একে অপরের থেকে পৃথক। খৃষ্ট ধর্মের অনুসারীরা হযরত ইসা (আঃ) কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে। এটা এমন একটি বিশ্বাস যে, পবিত্র কোরআনের ভাষায় "পৃথিবী বিদীর্ণ হতে চায়" এবং এ বিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম-ধর্মকে অপমানিত ও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে (এভাবে দেখা যায় যে, হিন্দু বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ইসলামের মৌলিক আকিদার পরিপন্থী) সে জন্য কি খৃষ্ট ধর্মের অনুসারীদের বলা যায় যে আপনারা আপনাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করুন কারণ এটা আমাদের ধর্মকে অপমানিত এবং আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে। এ কথা বলা আদৌ সংগত হবে না কারণ তাহলে

খৃষ্ট ধর্মের অনুসারীরাও বলতে পারে যে হে মুসলিম ভাইয়েরা, আপনারা যেহেতু আমাদের খোদার পুত্রকে খোদার পুত্র হিসাবে বিশ্বাস করেন না এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ হিসাবে বিশ্বাস করেন সুতরাং আপনাদের এ বিশ্বাস আমাদের ধর্মকে অপমানিত ও আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে তাই আপনাদের এ ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তন করা উচিৎ। তাহলে কি মুসলমানেরা তাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তন করবেন? নিশ্চয় করবেন না। অথচ ২৯৫ (ক) ধারায় এ আইনটি গণতান্ত্রিক এ দেশের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

কিছু সংখ্যক আলেম (আমি এখানে বিরাট তৌহিদী জনতা বলব না। কারণ এ বিরাট তৌহিদী জনতাকে বোঝাচ্ছেন গুটি কয়েকজন আলেম) ডঃ আহমদ শরীফের কতিপয় নাস্তিকতাপূর্ণ উক্তির কারণে ইসলাম ধর্ম অপমানিত ও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে বলে ডঃ শরীফের শাস্তি দাবি করেছেন। এমন কি আইন হাতে তুলে নিয়ে কেউ কেউ তাঁর ফাসীও দাবি করে বসেছেন।

এখন কথা হচ্ছে ডঃ শরীফ নিজে একজন নাস্তিক, (যা তিনি নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন)। সুতরাং নাস্তিকের কথা বা বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গতভাবে যে কোন আস্তিককে বা ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবে এবং এটাই স্বাভাবিক। নাস্তিক কখনই বলবে না “আমি আল্লাহকে স্বীকার করি।” বরং সে বলবে যে আল্লাহ বলে কেউ নেই (নাউযুবিল্লাহ)। সুতরাং তার এ কথায় কোন বিবেকবান মানুষ আঘাত পেতে পারে না। কারণ উক্ত নাস্তিক সেটাই অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। এখন যদি বলা হয় যে অন্তরে বিশ্বাস করা যাবে কিন্তু সেটা প্রকাশ করা যাবে না তবে বাক স্বাধীনতা হরণ করা হবে এবং গণতান্ত্রিক দেশে সেটা কখনই আইন সিদ্ধ নয়। আর তা ছাড়া যখন কোন নাস্তিকের ফাঁসী দাবি করা হয় তখন সে যদি বলে যে, এ ধরণের দাবিতে আমার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে তখন সেটার বিচার কিভাবে হবে? হয়তো কেউ কেউ বলবেন যে নাস্তিকের আবার ধর্ম কিসের? কিন্তু আমি বলব নাস্তিকতাই নাস্তিকের ধর্ম। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে — একটি ছেলে তার এক বন্ধুকে বলেছে......তোর কোন নীতি নেই।” তখন বন্ধুটি বললো, “না আছে”। প্রথমজন জিজ্ঞেস করল, “কি সেটা”? বন্ধু উত্তর দিল “এ যে তুই বললি ‘আমার কোন নীতি নেই, ওটাই আমার নীতি।” তাই নাস্তিকতাই নাস্তিকের ধর্ম।

আবার একই সাথে আহমদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে কিছু সংখ্যক আলেম-উলামা (আবারও একই কারণে বিরাট তৌহিদী জনতা বললাম না)। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে আহমদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ইসলাম ধর্মকে অপমানিত করেছে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। এখানে

প্রশ্ন হচ্ছে যারা যুগের আলেম, নায়েবে রসূল তাদের ঘোষণায় এরা অমুসলিম বলে বিবেচিত হচ্ছে না আর তা সরকারী ঘোষণার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তবে কি জাগতিক এক সরকারের কাছে যুগের আলেম ও নায়েবে রসূলদের অবমাননা হয় না ? আর তাছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) কি কোন সরকারকে এ ধরণের কোন ক্ষমতা দিয়েছেন কি না যে, কে মুসলমান আর কে অমুসলিম সেটা নির্ধারণ করে দিবে। আমাদের দেশের আলেম সমাজ এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান, সউদি আরব ইত্যাদি কয়টি দেশের উদাহরণ দিচ্ছে যে ঐ সব দেশে আহমদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। বলি, সউদি আরব কি ইসলামের ধারক ও বাহক না সারা বিশ্বের মুসলমানরা তাদের কথা শুনতে বাধ্য ? সৌদি আরব যদি ইসলামের আদর্শ হয়ে থাকে তবে সে দেশের মত এদেশেও রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিৎ। তাছাড়া আহমদী সম্প্রদায়কে যদি গায়ের জোরে অমুসলিম ঘোষণাও করা হয় তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় তাদের ধর্ম তখন কি হবে ? এবং এটা কে নির্ধারণ করবে ? যদি সরকার নির্ধারণ করে দেয় তবে আহমদী সম্প্রদায় কি সেটা পালন করতে বাধ্য ? কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি এটা মেনে নিতে পারে ?

অবশ্যই না, কাউকে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ধর্ম পালনে বাধ্য করতে পারে না এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। হযরত শোয়েব (আঃ) কে বিরুদ্ধবাদীরা বলেছিলো, 'হে শোয়েব, হয় আমরা তোমাকে এবং যাহারা তোমাকে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, নতুবা তোমাকে আমাদের ধর্মে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিতে হইবে।'' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ''কি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও'' (সূরা আরাফ)।

সুতরাং কে কোন্ ধর্ম পালন করবে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আহমদী সম্প্রদায় তাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে ঘোষণা করে, ''আমরা যে ধর্ম বিশ্বাসকে খাঁটি ইসলাম জ্ঞান করিয়া পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ ও আমল করিয়া চলিয়া আসিতেছি উহা যদি অপরাপর ধর্মানুসারীদের দৃষ্টিতে ইসলাম না হইয়া থাকে তবে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই ইহার নাম রাখিতে পারে'' (আহমদী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত একটি সৎ উপদেশ)। তাহলে আহমদী সম্প্রদায় যদি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম পালন করে থাকে আর যদি আমরা সেটাকে অন্য ধর্ম বলে নির্ধারণ করে থাকি তবে প্রকারান্তরে কি ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করা হয় না ?

এখন কথা হলো, যদি কোন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম বিশ্বাস অপরের ধর্মে আঘাত করে তবে এর কি বিচার শাস্তি বা পদক্ষেপ হতে পারে ? যেহেতু আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জন মুসলমান সুতরাং ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় যে আল্লাহতাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ''তোমরা কাহারও বাতিল মা'বুদগুলোকে গালমন্দ দিও না, অন্যথায়

তাহারা শত্রুতার বশবর্তী হইয়া অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহতাআলাকে গালমন্দ দিতে আরম্ভ করিবে'' (সূরা আল আনআম)। এ শিক্ষা একমাত্র ইসলামেই আছে এবং শিক্ষা এ জন্য দেয়া হয়েছে যে আমরা যদি অন্য কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসকে নিজ ধর্মের প্রতি আঘাত মনে করি এবং তাদের শাস্তি দাবি করি তবে বিপরীতভাবে তারাও তো অনুরূপ দাবি করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক এদেশে সে অধিকার তাদের আছে। তাছাড়া রসূল (সাঃ)-এর যুগেও তো বিধর্মীরা বসবাস করত এবং তাদের ধর্ম বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। অথচ তিনি (সাঃ) কখনও তাদের ধর্ম বিশ্বাস পালনের জন্য শাস্তি দাবি করেন নি, এমন কি মক্কা বিজয়ের পরও তাদের কোন প্রকার শাস্তি দেন নি। দেন নি এ কারণে যে আল্লাহতাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, ''ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই।'' (সূরা বাকারা) এমনই সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে ইসলামে। আবার বলা হয়েছে, ''বল, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।''' (সূরা আল কাফেরূন)

ডঃ শরীফকে মুরতাদ (অর্থাৎ ধর্মত্যাগী) আখ্যায়িত করে কিছু সংখ্যক আলেম তার ফাঁসী দাবি করেছেন। এ কেমন আশ্চর্য দাবি? ডঃ শরীফ যেখানে নিজেকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলে স্বীকার করেছেন না বরং নিজেকে নাস্তিক হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন সেখানে কিভাবে তাঁকে ধর্মত্যাগী বলা যায়? যদি গায়ের জোরে তাকে মুসলমান বানিয়ে অতঃপর ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ বানানো হয় তবুও তো এ প্রশ্ন রাখা যায় যে ইসলামে কি ধর্মত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড? সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এসেছিলেন মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য এবং তিনি চেয়েছিলেন সকলে তাদের পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হউন। এবং লোকেরা কাহাকেও ধর্ম পরিবর্তনের কারণে নিপীড়ন করলে তখন তিনি তাদের ভীষণ অত্যাচারী ও জালেম বলে নির্ধারণ করতেন তখন কেউ তাঁর ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে গেলে তার উপর তিনি কিভাবে কতলের ফতওয়া দিতে পারেন বা তিনি কি তাঁর জীবদ্দশায় কোন ধর্মত্যাগীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন বা এ ধরণের কোন আদেশ দিয়ে গিয়েছেন না পবিত্র কোরআনে এ ধরণের কোন আদেশ রয়েছে যে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড? যদি কোরআন ও হাদীসে রসূল (সাঃ) এ ধরণের কোন আদেশ না দিয়ে থাকেন এবং রসূল করীম (সাঃ) এর যুগে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁর (সাঃ) কাছ থেকে এ ধরণের শিক্ষা পাওয়া— তখন আমরা কিভাবে এ ধরণের একটা অমানবিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি?

এ সকল কথার অর্থ এই নয় যে কোন অপরাধীর বিচার হবে না। অবশ্যই হবে। তবে মুসলমান হিসেবে ইসলামী শিক্ষার আলোকে বিচার করতে হবে। এ শিক্ষা হচ্ছে এমন যে আল্লাহ বলেন, ''হে রসূল আমি তোমাকে পৃথিবীতে দারোগা নিযুক্ত করি নি

(সূরা গাসিয়া)। অতঃপর তিনি আবার বলেন, "এবং তুমি বল এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে প্রেরিত; সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি" (সূরা আল কাহাফ)। অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এ পৃথিবীতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীর জন্য পরকালে আল্লাহতাআলা শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং আমরা শুধু সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করতে পারি মাত্র। ঈমান আনা বা অস্বীকার করার ব্যাপারে সকলের ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার সীমালংঘনের অধিকার আল্লাহ-তাআলা কাউকে দেন নাই। তিনি পবিত্র কোরআনে অসংখ্যবার সীমা লংঘনকারীদের হুঁশিয়ার করেছেন। অথচ গত ১৯/১১/৯২ইং তারিখে দৈনিক বাংলার মোড়ে আহমদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা এবং নাস্তিকের শাস্তির দাবিতে ওলামা-মাশায়েখদের মহাসমাবেশ জনৈক আলেম মুরতাদের শাস্তি দাবি করে বলেন, আমরা জানি কিভাবে মুরতাদদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সীমালংঘন করার হুকুম দিলে এদেশের মানুষ কি শুনবে না। (দৈনিক ইনকিলাব ২০/১১/৯২ইং)

সুতরাং আসুন আমরা ইসলামের সাম্য ও শান্তির নিদর্শন তুলে ধরে মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আসার সুযোগ করে দেই। মানুষের রক্তের মাঝে ইসলামের বিজয় হতে পারে না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তির পতাকা উড়াতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর পথে চলি যদি নিজের জীবন বিপন্ন হয়"। —আহসান জামীল (৩রা ডিসেম্বর, দৈনিক লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)

ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ

আগামী ৩১-১২-৯২ তারিখ ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হতে যাচ্ছে। স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন তারা সত্বর তাদের স্ব স্ব জামাতের চাঁদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করার চেষ্টা করেন এবং খাকসারের নিকট যথারীতি রিপোর্ট পাঠান।

১লা জানুয়ারী থেকে নতুন বর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে। তাঁদেরকে আরো অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন হুযূর (আইঃ)-এর নববর্ষের ঘোষণার সাথে সাথে তারা ১৯৯৩ সনের ওয়াদার তালিকা তৈরী করে খাকসারের নিকট প্রেরণ করেন।

তাসাদ্দক হোসেন
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ

নববর্ষের শুভেচ্ছা

ইংরেজী নববর্ষ ও হিজরী শামসী নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অসংখ্য পাঠক-পঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা। এ বছর সকলের জন্যে নিয়ে আসুক অশেষ আশিস ও কল্যাণ।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

সংবাদ

সিরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উদ্‌যাপন

আল্লাহতা'লার অসীম রহমত ও ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার উদ্যোগে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস দারুল ফযল মসজিদে উদ্‌যাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে একজন অ-আহমদী ভাই সহ নিম্নে উল্লেখিত ভ্রাতাগণ তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন:

বক্তাগণের নাম	বক্তব্য বিষয়
১। জনাব মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, সেঃ মাল	সিরাতে মুহাম্মদ (সাঃ) ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সাঃ)।
২। মৌঃ এ, বশির, স্থানীয় মোয়াল্লেম	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
৩। জনাব সিদ্দীকুর রহমান, স্থানীয় কায়েদ	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে যুদ্ধ
৪। জনাব আহমাদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক রেডিও বাংলাদেশ, খুলনা	ইসলাম ও বিজ্ঞান।
৫। ,, গোলাম মহিউদ্দীন, প্রেসিডেন্ট, কুষ্টিয়া	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে সহনশীলতা
৬। মৌঃ ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী	সিরাতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জেনারেল সেক্রেটারী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত ৩০শে নভেম্বর '৯২ রাজধানীর মুগদাপাড়া কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাংগণে এক সমাবেশে ভাষণ দান কালে জাতীয় মসজিদের খতীব জনাব উবায়দুল হক সাহেব একটি অত্যন্ত উস্কানী-মূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন, যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্য বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের শুধু খেলাফই নয়, বরং ইহার বিভিন্ন অংশে তত্বগত ভুল তথ্যাদিও পরিবেশন করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ''কুরআন মজীদে মসজিদে যারারকে ভস্মীভূত করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে'' (সংগ্রাম ১-১২-৯২) এটি সম্পূর্ণরূপে ভুল। কুরআন মজীদে কোথাও কোন মসজিদ ভস্মীভূত করার আদেশ নেই। আমরা খতীব সাহেবকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, তিনি যেন কুরআন মজীদ থেকে এই আদেশ বের করে দেখান। যদি দেখাতে না পারেন, তাহলে শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে তিনি যেন তাঁর বিবৃতি প্রত্যাহার করে খোদার ক্রোধ হতে বেঁচে যান। মসজিদ যারার সম্পর্কিত ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা গবেষণা ও পর্যালোচনার বিষয়। কুরআন শরীফ বিস্তারিতভাবে ধর্ম ও উপাসনালয়ের সংরক্ষণের যামানত প্রদান করেছে। কখনও এই আদেশ দেয় নি যে, অন্যের উপাসনালয়কে ধ্বংস করা হোক। বরং যারা এ সব করে, তাদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ

করেছে। সুতরাং আমরা খতীব সাহেবকে আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তিনি যেন তাঁর উপরোক্ত বিবৃতি প্রত্যাহার করতঃ সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করে অশেষ সওয়াবের ভাগী হন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
তারিখ ২-১২-৯২ ন্যাশনাল আমীর

বাবরী মসজিদ সম্পর্কে বিবৃতি

মৌলবাদী হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ভেংগে ফেলেছে—এ খবর শুনে মর্মাহত হয়েছি। ধর্মের নামে এটি একটি জঘন্যতম অধার্মিক কাজ। এর নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কোথাও যেন ধর্মের নামে এরূপ নিন্দনীয় ঘটনা আর না ঘটানো হয় সেজন্য সবার প্রতি আকুল আবেদন রাখছি। কেননা নীতিহীন কাজ দ্বারা ক্ষতি ছাড়া কোন দেশ বা জাতির কোনই হিত সাধন হয় না, হয় না স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ—এ কথা আমাদের সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

আমরা সমগ্র দুনিয়াতে প্রত্যেক স্থানে সর্বপ্রকার নির্যাতন ও মৌলবাদকে ঘৃণা করি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
তারিখ: ৭-১২-৯২ ন্যাশনাল আমীর

তালীমুল কুরআন ক্লাস

অনেক প্রতিকূল ও বিরাজমান বিপদ আপদের মধ্যে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ ৪ঠা নভেম্বর হইতে ১০ই নভেম্বর '৯২ পর্যন্ত তালীমুল কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত করিয়াছে। ইহাতে কুরআন, অর্থসহ নামায, দীনি মালুমাত, বক্তৃতা, এলমী মোযাকেরা, হাদীস, মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব যথা—ইসলামী নীতিদর্শন, তায্‌কেরাতুস শাহাদাতাইন, কিশ্‌তিয়ে নূহ, আল্‌ ওসীয়্যত, বারাকাতুদ্‌ দোয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে শিক্ষকতা করেন সর্বজনাব মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, ডাঃ আবদুল আযীয, জনাব শেখ আবদুল আলী, মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, জনাব নজীর আহামদ ভূইয়া, জনাব শেখ জোনাব আলী, জনাব এ, কে, রেজাউল করীম ও জনাব তবারক আলী।

ইজতেমা

গত ১১ই নভেম্বর '৯২ হইতে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ইজতেমা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ছয়টি অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, আল্‌হাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব আব্দুল কাদের ভূইয়া, জনাব কাশেম আলী খান, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মকবুল আহমদ খাঁন, জনাব শেখ জোনাব আলী, মাওলানা সালেহ আহমদ, জনাব এ, কে, রেজাউল করীম, মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব নজীর আহমদ ভূইয়া, খন্দকার আজমল হক ও মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী;।

আবদুল কাদির ভূইয়া
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় সংবাদ ঃ

বকশীবাজার আহমেদিয়া মসজিদে সশস্ত্র হামলা

৩০ জন আহত

দুর্বৃত্তরা ৩০ কপি কোরআন শরীফ পুড়িয়ে দিয়েছে

“কাগজ প্রতিবেদক : সহস্রাধিক সশস্ত্র যুবক গতকাল বৃহস্পতিবার বকশিবাজারে অবস্থিত আহমেদিয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ ও অফিসে কমাণ্ডো ষ্টাইলে হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় পুলিশ কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১২ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিরা হচ্ছে—আবুবকর আবন্দ (৬০), আবদুর রহমান (৩০), মাজহারুল হক (৬০), আবদুস সালাম (৩৫), নাসের আহমদ (৩০), এডভোকেট ওবায়দুর রহমান (৫৫), ইমাম মাওলানা আবদুল আজিজ (৬৫), শামসুর রহমান (৬০), আবদুল ওহাব (৩০), তৌফিক আহমদ (২০), কাওসার আহমেদ (৩০), ও মেরামতউল্লাহ (২৪)। এরা সকলেই আহমদীয়া জামাত সম্প্রদায়ভুক্ত বলে আমাদের মেডিকেল সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

তিন ঘন্টাব্যাপী হামলায় অফিস, লাইব্রেরী, প্রেস মসজিদসহ প্রায় ২৫টি কক্ষ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিসংযোগের ফলে বিভিন্ন কক্ষে রাখা প্রায় ৩০ কপি পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ে যায়। হামলা চলাকালীন সময়ে কমপ্লেক্সের ভেতরে রাখা একটি মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো চ-০২-০১৫৪) সশস্ত্র কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ২ কোটি টাকা বলে আহমেদিয়া মুসলিম জামাত সম্প্রদায় দাবি করেছে। হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রায় ২০ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাসের শেল ছোঁড়ে। ঘটনা স্থল থেকে পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে ছয়জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছেন কেরামত আলী, আনোয়ার হোসেন, সিরাজ উদ্দিন, মোকতার আলী, ও মাওলানা আবদুর রহমান ও কামাল। গতকাল সকালের দিকে বকশিবাজারস্থ আলীয়া মাদ্রাসার সামনে একটি সংগঠনের কর্মীরা এক সমাবেশের আয়োজন করে। বিকেল সাড়ে ৩টায় সমাবেশ শেষে প্রায় হাজার হাজার কর্মীর এক বিরাট মিছিল ‘কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা কর,’ ইত্যাদি শ্লোগান সহকারে বকশিবাজারস্থ আহমেদিয়া মুসলিম জামাতখানার দিকে ধাবিত হয়। হামলাকারিদের হাতে লাঠি ও সড়কি ছিলো। মিছিলটি যখন জামাতখানার কাছাকাছি পৌঁছে তখন কয়েক শতাধিক সশস্ত্র যুবক কমাণ্ডো ষ্টাইলে জামাতখানা কমপ্লেক্সের ভেতর ঢুকে পড়ে। এ সময় আহমেদিয়া জামাতের মুসল্লিরা আছর নামাজ আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যুবকেরা প্রথমে প্রথমে কমপ্লেক্সের ভেতরে ইমাম আবদুল আজিজসহ উপস্থিত মুসল্লিদের মারধর শুরু করে। পরে তারা মূল ফটকের ডানদিকে আহমেদীয়া জামাতের

অফিস কক্ষে প্রবেশ করে যাবতীয় অফিসিয়াল কাগজ ও আসবাবপত্রে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে। এরপর তারা দ্রুত দোতলায় অবস্থিত মসজিদ মাদ্রাসার ভেতরে প্রবেশ করে কার্পেট, মিম্বর ঝাড়বাতিসহ দরজা জানালার কাঁচ ব্যাপকভাবে ভাঙচুর শুরু করে। তারা লাইব্রেরী কক্ষে রাখা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ৩০টি কোরআন শরীফসহ প্রায় কয়েকশ' ধর্মীয় পুস্তকাদি ছিলো; হামলাকারীরা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর ফলে ৩০টি কোরআন শরীফ পুড়ে যায়। অতঃপর যুবকেরা কমপ্লেক্সের ভেতরে রাখা একটি মাইক্রোবাসে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং কমপ্লেক্সের ভেতরে বসবাসরত আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের ৬টি পরিবারে লোকজনের উপর হামলা চালায়। তারা পরিবারের লোকজন ও শিশুদের মারধর করে এবং যাবতীয় স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যায়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আহমেদীয়া জামাত কমপ্লেক্সে সশস্ত্র যুবকদের এই বেপরোয়া হামলা চলতে থাকে। হামলার ফলে, ছাপাখানা, লাইব্রেরী, অফিস কক্ষ, মাদ্রাসা মসজিদের মেশিন, কাগজপত্র ও যাবতীয় আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়। সংবাদ পেয়ে দমকল বাহিনীর ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায় এবং এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে আনে। আহমেদিয়া জামাত কমপ্লেক্সে হামলার সংবাদ পেয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের কয়েকটি প্লাটুন ফোর্স, সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পর সশস্ত্র যুবকেরা পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রায় ৩০/৪০টি ককটেল বোমা ও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে কোতোয়ালীর এসি রফিকুল ইসলাম আহত হন। যুবকদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে তার মাথা ফেটে যায়। এ সময় পুলিশ উপস্থিত যুবকদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রায় ২০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। আহমেদীয়া মুসলিম জামাতের মোবাল্লেগ আব্দুল আওয়াল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভোরের কাগজ প্রতিবেদককে জানান, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বর্তমান রাজনৈতিক ধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে ইস্যু বানিয়ে ফায়দা লুটতে চাইছে। এই ঘটনার পর কমপ্লেক্স সংলগ্ন বকশি বাজার এলাকায় থম থম অবস্থা বিরাজ করছিলো। এ ব্যাপারে লালবাগ থানায় একটি মামলা হয়েছে"।

(৩০-১০-৯২ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজ-এর সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিবৃতি

"এদিকে গত রাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা ৫৫ মিনিটে প্রায় তিনশত সশস্ত্র লোক আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বকশিবাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই ১৩/১৪ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। হামলাকারীরা দোতলায় অপেক্ষমান মুসল্লীদের উপরও আক্রমণ করে। ২৫টি কক্ষ ভাংচুর করে। লাইব্রেরী, মিশন হাউজ, প্রদর্শনী কক্ষ, প্রিন্টিং প্রেস তছনছ করে ও অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মের নামে এহেন অধর্ম ও অপকর্মের জন্য অপরাধীদের আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করি।" (৩০-১০-৯২ তারিখের বাংলার বাণী-এর সৌজন্যে)

প্রেস কনফারেন্স

হামলার জন্য জামাতীরা দায়ীঃ

আমরা ধর্মের রাজনীতি করি না

আহমদীয়া ন্যাশন্যাল আমীর

“নিজস্ব বার্তা পরিবেশক: আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেছেন, আমরা আল্লাহতা'লার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী এবং আমাদের হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রয়েছে। আমরা ধর্মের প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী। ধর্মের নামে গোঁড়ামী, ব্যবসা কিংবা রাজনীতি আমরা করি না। তাই স্বভাবতই ধর্ম ব্যবসায়ী মহল এবং ধর্মের মুখোশধারী রাজনীতিবিদরা আমাদের শুভ দৃষ্টিতে দেখে না।

গতকাল ৪, বকশীবাজারের আহমদীয়া জামাত কেন্দ্রীয় মসজিদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, গত ২৯শে অক্টোবরের অমানবিক বর্বরতা একটি গভীর চক্রান্তের ফসল। দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আসরের নামাজের ঠিক আগে নিরীহ মুসল্লীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ আল্লাহর ঘরে সহিংসতা এবং রক্তপাত একই সাথে পবিত্র কোরআন মজীদের অবমাননা এবং পোড়ানোর প্রমাণ করে যে, এটি কোন সঠিক মুসলমান বা কোন ধার্মিক ব্যক্তির কাজ নয়। বরং রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের অপকর্ম। মহান আল্লাহই এর বিচার করবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, জামাতে ইসলামীই এই সন্ত্রাসী কাজের জন্য দায়ী।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, এ কথা ভালভাবে জানা উচিত যে আমরা পবিত্র কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'তে বিশ্বাসী। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, রমজানে একমাস রোজা রাখি, নেসাব অনুযায়ী যাকাত প্রদান করি এবং সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী হজ্জ পালন করি। আমরা সর্বান্তঃকরণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত। দয়া করে আমাদের নোংরা রাজনীতির নিরীহ শিকারে পরিণত করবেন না। আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দিন।

তিনি বলেন, ইসলাম শব্দের অর্থ ‘শান্তি’ ও স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ’। মুসলিম শব্দের প্রধান অর্থ ‘শান্তিদাতা’ অর্থাৎ সে কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে কষ্ট দিতে পারে না। আমরা ‘ইসলাম’ ও ‘মুসলিমের’ দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি আপনারা এ সবের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। সবার প্রতি আমাদের আবেদন আপনারা আমাদের বই-পত্র না পড়ে, আমাদের সম্বন্ধে অবগত না হয়ে বিরোধিতা করবেন না।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ মীর মোবাশ্বের আলী, ভিজির আলী, মকবুল আহমেদ খান, মাওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী, আবদুস বারী, মোঃ আবদুল হাদী প্রমুখ।

এক প্রশ্নের জবাবে আবদুল আওয়াল খান বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের বলে গেছেন, ‘তোমরা একে অপরকে কাফের বলো না’ সুতরাং মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী কাউকে কাফের বলা যায় না। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মোস্তফা আলী বলেন, ধর্ম নির্ধারণ করে দেয়ার কোন অধিকার সরকারের নেই।

হামলাকারীদের প্রতি তারা বলেন, সকল মানুষ ভাল হোক আমরা এটাই চাই।

আমাদের দুঃখ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে এরা এ কাজ করেছে। আর যেন এরা এমনটা না করে। আমরা যদি একে অন্যের সাথে হানাহানি করি তবে মুসলমানদের দিয়ে বিশ্ববিজয় কিভাবে সম্ভব হবে?” (১লা নভেম্বর, দৈনিক লাল সবুজ-এর সৌজন্যে)

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সংবাদ সম্মেলন

জামাত-শিবিরের নেতৃত্বে সহস্রাধিক টুপিধারী লোক কমপ্লেক্স গুঁড়িয়ে দিয়েছে

"জেলা প্রতিনিধি : জামাত-শিবিরের নেতৃত্বে সহস্রাধিক টুপিধারী লোক রাজশাহীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত কমপ্লেক্স গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় রাজশাহী প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে আহমদিয়া জামাতের নেতারা এই অভিযোগ করেন। আহমদিয়া মুসলিম জামাত কমপ্লেক্সের রাজশাহী শাখার সভাপতি আবদুল জলিল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শাহী মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে নির্মাণাধীন কমপ্লেক্সে হামলা চালানোর সময় পুলিশে খবর দেয়া হয়। কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হামলাকারীরা কমপ্লেক্সের ইট, রড সিমেন্টসহ সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী লুট এবং কমপ্লেক্স আঙ্গিনায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত ঘরগুলো ভেঙে ফেলেছে। তারা এমনকি মেয়েদেরও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। তিনি বলেন, জামাত শিবিরের নেতৃত্বে পরিচালিত এই জঘন্য হামলার সময় 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দেয়া হয়েছে। এই হামলার ব্যাপারে মামলা করতে চাইলে বোয়ালীয়া থানা মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। পরে পুলিশ কমিশনারের হস্তক্ষেপে লুটপাটের খবর বাদ দিয়ে কেবল একটি জিডি করা হয়।

এদিকে, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি রাজশাহী জেলা শাখা, ওয়ার্কার্স পার্টি, ছাত্রলীগ (ম-ই), শহীদ লেঃ সেলিমসহ বিভিন্ন সংগঠন গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এই হামলা ও লুটপাটের নিন্দা জ্ঞাপন এবং দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করেছেন।"

(২৯-১১-৯২ তারিখের ভোরের কাগজ-এর সৌজন্যে)

রাজনৈতিক দলের খবর

"বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলন : ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাওলানা শামসুল হক জেহাদী ও উক্ত আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাফেজ জিয়াউল হাছান জিয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গত ১৫ই অক্টোবর জাতীয় সংসদের স্পিকারের নিকট খতীব মৌলানা ওবায়দুল হক জামায়াতে ইসলামীর নেতা মৌলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার যে দাবী জানিয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে অনৈসলামিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।"

(২০-১০-৯২ তারিখের দৈনিক রূপালী-এর সৌজন্যে)

সংগঠন সংবাদ ঃ বাংলাদেশ ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলন

"বাংলাদেশ ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাওলানা শামসুল হক জেহাদী ও উক্ত আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাফেয জিয়াউল হাছান জিয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গত ১৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদের স্পীকারের নিকট খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক জামাতে

(অবশিষ্টাংশ ৮০ পৃঃ দেখুন)

আরেকটি নোবেল পুরস্কারের অপেক্ষায় পদার্থবিদ সালাম

“পাকিস্তানী পদার্থবিদ আবদুস সালাম, যিনি ১৯৭৯ সালে অতি ক্ষুদ্র পরমাণু যা বস্তুকে ধরে রাখে তার কণার উপর কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার পান, এখন আরেকটি নোবেল পুরস্কারের প্রতি নজর রেখেছেন—বিষয় জীববিজ্ঞান। এখন জনাব সালামের বয়স ৬৬, তবে তিনি তার জ্ঞান ব্যবহার করেছেন জীবনের মৌলিক পদার্থ এ্যামিনো এসিডের আচরণ বোঝার জন্যে। এখন পর্যন্ত তার চিন্তা ভাবনা হলো জীবনের উৎস সৌর জগতের অন্য কোথাও। তিনি বলেন, “আমার ধারণা জীবন শুরু হয়েছিলো অন্য কোনো গ্রহে” “এই গবেষণা সফল হলে নোবেল প্রাইজ সুনিশ্চিত।” তার যুক্তির সূচনা হয়েছে এ্যামিনো এসিড যেহেতু সব সময় বামে অবস্থান করে। “এটাই রহস্য। এ্যামিনো এসিডরা বিশেষ কিছু আবহাওয়ায় বামে অবস্থান করে এবং সেই ধরণের পরিবেশ পৃথিবীতে নেই।” “রসায়নবিদরা এই বাম-ডান দ্বৈততার ব্যাপারে জানেন তবে তারা আমাকে বলেন এটা ঈশ্বরের কাজ।” হেসে বললেন সালাম যিনি শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিদদের মধ্যে একজন যে ধর্মে বিশ্বাস করে। বেশীর ভাগই করেন না। ইতালীয় ট্রিয়েষ্টি শহরে অবস্থিত তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের প্রধান সালাম মনে করেন ডান থেকে বামে এই স্থানান্তর ঘটে—৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস (–১০০ ডিগ্রী ফ্যারেনহাইট) তাপমাত্রায়।

ছ' সপ্তাহ আগে তিনি ট্রিয়েষ্টিতে নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞানীদের জড়ো করেন এবং এই তত্ত্ব নিরীক্ষা করতে বলেন। কাজটা যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয়। যে নীচু তাপমাত্রার কথা তিনি বলেছেন, সেখানেও এই পরিবর্তন। যাকে পর্যায় উত্তরণ বলে, তা এক হাজার বিলিয়ন এ্যামিনো এসিডের অণুর মধ্যে একটিতে ঘটে। সম্ভাব্যতাটি সালাম 'আবিষ্কৃত' অতিক্ষুদ্র পরমাণু ভরের মধ্যে অবস্থিত 'জেড' কণা থেকে উদ্ভূত। তিনি ৭০-এর দশকে এই তত্ত্বের সাহায্যে ইলেকট্রো—ম্যাগনেটিক শক্তি ও দুর্বল আণবিক শক্তি ব্যাখ্যা করেন। 'জেড' কণা শেষদ্বি ১৯৮৩ সালে খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, “রসায়নবিদরা এখনো পদার্থ বিজ্ঞানে পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র কণা সংক্রান্ত জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। তারা শুধু বুঝে রাসায়নিক শক্তি।” সালাম এখন কুয়েতে আছেন, তার তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমীর সম্মেলনে যোগদান করতে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বে বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির জন্যে। কিন্তু সালাম যিনি একজন মুসলমান, আফ্রিকা, ও ইসলামিক বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ব্যাপারে নিরাশাবাদী। “তাদের অনেক অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। এই সব দেশে বিজ্ঞানের খুব অল্প সম্ভাবনা রয়েছে” তিনি বল্লেন। তিনি জানালেন মুসলমান দেশে ছাত্ররা ধর্ম শিক্ষায় বেশী সময় ব্যয় করেন। অনেক দেশে পশ্চাৎমুখী ধারণা, যেমন বিবর্তনের বিরোধিতা এখনো বিরাজ করে। এইসব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখছে। “অনেকে মুর্খ থাকতে ভালবাসে, এবং অন্যদের মুর্খ রাখতেও পসন্দ করে। সৌদী আরবের ধর্মীয় কর্মকর্তারা তার শিক্ষাগত প্রাপ্তিকে স্বীকার করে না। “তারা মনে করে নোবেল পুরস্কারটি ইহুদীরা ইহুদীদের দেয়। সেহেতু আমি গোপনে একজন ইহুদী” তিনি জানালেন। সালাম বললেন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বোঝানোর ব্যাপারে বিজ্ঞানের ক্ষমতার ব্যাপারে তিনি খুব স্পষ্ট না। খবর রয়টার, বিএসএস”।

(২৮-১১-৯২ তারিখের ভোরের কাগজ-এর সৌজন্যে)

পাক্ষিক আহ্‌মদীর পাঠকগণের জ্ঞাতব্য

পাক্ষিক আহমদীর বছরের অর্ধেক আগামী ৩১-১২-৯২ তারিখ গত হতে যাচ্ছে। অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা এখনও বর্তমান বছরের চাঁদা আদায় করেন নি। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাকে সত্বর চাঁদা আদায় করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। ১৫-১-৯৩ তারিখের মধ্যে যারা চাঁদা আদায় করবেন না আমরা ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে তাদেরকে পত্রিকা পাঠানো বন্ধ করতে বাধ্য হবো।

২৯-১০-৯২ তারিখের হামলার কারণে আমাদেরকে ৯—১২ সংখ্যা একত্রে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত।

পাক্ষিক আহমদীর ব্যবস্থাপনা

বিজয় দিবসের মোবারকবাদ

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি সোনা ঝরা দিন। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এদিন হানাদার মুক্ত হয়। এ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই মোবারকবাদ। অবক্ষয় ও সাম্প্রদায়ীকতার বিষবাষ্প থেকে আমাদের দেশ পূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করুক এই আমাদের একান্ত কামনা।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

'ইসলামী' রাষ্ট্র পাকিস্তানে

শিশু শারুখ সিকান্দরসহ দশজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শেখুপুরা জেলার নান কানা গ্রামের এইসব অভিযুক্তরা সবাই আহমদী। এদের অপরাধ এরা একটি দাওয়াত নামায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং 'আসসালামু আলায়কুম' লিখেছিল। উল্লেখ্য যে, শারুখ সিকান্দারের বয়স মাত্র নয় মাস। পাকিস্তানী আইনে এদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে (ইষ্টার্ণ আই, ১৩ অক্টোবর ১৯৯২)।

একেই বলে তৌহীদি জনতা!

নভেম্বর, ১৯৯২ এর মুজাহিদ বার্তার (চরমোনাই মাহফিল সংখ্যা) খবরে প্রকাশ: "গত ২৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাজধানীর বকশীবাজারস্থ কাদিয়ানী কমপ্লেক্সে হামলা চালায়। হামলার এক পর্যায় শত শত তৌহীদি মুসলমান কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আটজনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তৌহীদি জনতা শ্লোগান দিতে থাকে. কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা কর, করতে হবে।"

(৭৮ পৃঃ পর)

ইসলামির নেতা মাওলানা মুতিউর রহমান নিজামীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে কাদিয়ানীদের যে অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

তাঁরা বলেন, কে মুসলমান এবং কে অমুসলমান এটি নির্ধারণ করার অধিকার আল্লাহ্ তা'লা কোনো মানুষকে দেননি। সুতরাং এই বিষয়ে সংসদের কিছুই করার নেই। বর্তমান জামাত বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যে এই অযৌক্তিক, অবান্তর দাবি উত্থাপিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। নেতৃদ্বয় দেশবাসীকে জামাত-শিবিরের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিষয়ে সাবধান থাকতে আহ্বান জানান। খবর বিজ্ঞপ্তির।"

(২৩-১০-৯২ তারিখের দৈনিক জনতা-এর সৌজন্যে)

ওয়াকেফীনে নও সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

ওয়াকেফীনে নও, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল সুপারভাইজার হিসেবে থাকসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে স্থানীয় সুপারভাইজার ওয়াকেফীনে নও নিয়োগ প্রদান করছি। এ নিযুক্তিতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর সদয় অনুমোদন রয়েছে। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	অঞ্চল
১।	জনাব ডাঃ মফিজ উদ্দীন আহমদ	প্রেঃ আঃ মুঃ জাঃ চরসিন্দুর, গ্রাম, বালিয়া, চরসিন্দুর, নরসিংদী,	চরসিন্দুর ও তৎসংলগ্ন এলাকা
২।	,, আব্দুল হান্নান	আঃ মুঃ জাঃ কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদী, ভৈরগাতী ,,
৩।	,, মোহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান	প্রেসিডেন্ট আঃ মুঃ জাঃ জয়দেবপুর, গাজীপুর	জয়দেবপুর ,,
৪।	,, মাহবুবুল্লাহ সিকদার	আঃ মুঃ জাঃ নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ ,,
৫।	,, মোজাফ্ফর আহমদ	আঃ মুঃ জাঃ হোসনাবাদ	হোসনাবাদ ,,
৬।	,, সরকার মোঃ কামরুজ্জামান	প্রেসিডেন্ট আঃ মুঃ জাঃ বকশীগঞ্জ	বকশীগঞ্জ ,,
৭।	,, আহমদ তবশীর চৌধুরী	আঃ মুঃ জাঃ ঢাকা	ঢাকা ,,
৮।	,, ডাঃ মোঃ আব্দুর রউফ	প্রেঃ আঃ মুঃ জাঃ বাশারুক, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বাশারুক ,,
৯।	,, শেখ আব্দুল আলী	আঃ মুঃ জাঃ বি, বাড়ীয়া	বি, বাড়ীয়া, ঘাটুরা ,,
১০।	,, হারুনুর রশীদ	আঃ মুঃ জাঃ তারুয়া	তারুয়া ,,
১১।	,, আব্দুল আউয়াল	আঃ মুঃ জাঃ শালগাঁও	শালগাঁও ,,
১২।	,, ডাঃ নাজীর আলী	আঃ মুঃ জাঃ শাহবাজপুর	শাহবাজপুর ,,
১৩।	,, মাসুদুল হক	আঃ মুঃ জাঃ চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ,,
১৪।	,, জাহিদুর রহমান (শিক্ষক)	আঃ মুঃ জাঃ আহমদনগর	আহমদনগর ,,
১৫।	,, ডাঃ শফিজউদ্দীন আহমদ	প্রেঃ আঃ মুঃ জাঃ ভাউগাঁও, দিনাজপুর	ভাউগাঁও ,,

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	অঞ্চল	
১৬।	,, মোহাম্মদ আজমল হক	আঃ মুঃ জাঃ, বগুড়া	বগুড়া	,,
১৭।	,, আবদুস্ সালাম	আঃ মুঃ জাঃ তেবাড়ীয়া	নাটোর	,,
১৮।	,, নজিবুর রহমান	প্রেঃ আঃ মুঃ জাঃ সৈয়দপুর	সৈয়দপুর	,,
১৯।	,, মনোয়ারুল হক	প্রেঃ আঃ মুঃ জাঃ শ্যামপুর	শ্যামপুর	,,
২০।	,, জনাব রবিউল হক	প্রেঃ আঃ মুঃ জাঃ চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা	,,
২১।	,, সিদ্দিকুর রহমান	আঃ মুঃ জাঃ খুলনা	খুলনা	,,
২২।	,, অধ্যাপক আবুল খালিদ	আঃ মুঃ জাঃ উথলী	উথলী	,,
২৩।	,, আব্দুল কাদের তালুকদার	আঃ মুঃ জাঃ পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	,,
২৪।	,, আবু কায়সার	আঃ মুঃ জাঃ সুন্দরবন	সুন্দরবন	,,

স্থানীয় সুপারভাইজার ওয়াকফে নও-এর সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী

(১) সুপারভাইজার সাহেবান প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখবেন যে, ওয়াকেফীনে নও মাতা-পিতাগণ তাঁদের নির্দ্ধারিত কর্তব্য পালন করছেন কিনা যা 'তাহরীকে ওয়াকফে নও ও আমাদের দায়িত্ব' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(২) সুপারভাইজারগণ মাঝে মাঝে মাতা-পিতা ও ওয়াকেফীনদের নিয়ে সভা ও আলোচনা করবেন।

(৩) ছোট ছোট বাচ্চারা যাতে সুস্থ থাকে তার জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে এই দপ্তরের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

(৪) বাচ্চার বয়স তিন বৎসর হলেই কায়দা 'ইয়াস্সারনাল কোরআন' পড়াতে শুরু করবেন।

(৫) প্রয়োজনে আমাদের কাছে নির্দেশিকার জন্য লিখে পাঠাবেন।

(৬) প্রতি মাসে আপনার কার্যক্রমের রিপোর্ট এই কার্যালয়ে পাঠাবেন।

এছাড়াও সুপারভাইজার সাহেবগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন ঃ

ক) ওয়াকেফীনে নও এর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে রেজিষ্টারে লিখে রাখবেন।

খ) কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত ওয়াকেফীনের নাম পাঠানো হয়েছে তাছাড়াও যদি কোন নাম থাকে তো তাদের নাম, পিতার নাম, ওয়াকেফীনের নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে সত্বর দপ্তরে পাঠাবেন।

গ) এই দপ্তর থেকে পাঠানো ছক অনুযায়ী সম্পূর্ণ তথ্য পূরণ করে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

ঘ) মাসে কমপক্ষে দু'বার ওয়াকফে নও শিশু-এর সাথে দেখা করবেন এবং পিতামাতার সাথে পরামর্শ/আলোচনা সভা করবেন।

ঙ) যে সমস্ত জামা'তে সদর মুরব্বী/মোয়াল্লেম আছেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিবেন। আর তাঁদেরকে সাথে করে ওয়াকেফীনের বাসায় বাসায় গিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আসবেন। স্মরণ রাখবেন, অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এবং ধৈর্যের সাথে ওয়াকেফীনদের/পিতামাতার সাথে তাঁদের সমস্যাদি অবহিত হবেন কিংবা তাদের পরামর্শাদি শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে এই দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করবেন।

চ) ওয়াকেফীনের লেখা পড়ায় যাতে কিছুতেই বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন।

ছ) আপনারা নিজেদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং সর্বদা যিক্‌রে এলাহীতে রত থাকবেন ;

জ) যে কোন তথ্যের জন্য এই দপ্তরের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন।

ঝ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আ: মু: জা: বাংলাদেশ এর সার্কুলার মোতাবেক আসন্ন কেন্দ্রীয় জলসায় আপনি নিজে এবং ওয়াকেফীনে নও-এর অভিভাবক/পিতাকে সাথে নিয়ে আসবেন। জলসায় সুবিধাজনক সময়ে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে আপনার রেজিষ্টার/ফাইল পত্র এবং বিস্তারিত রিপোর্ট/পরামর্শ লিখে নিয়ে আসবেন।

ভিজির আলী
নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম
ও
ন্যাশনাল সুপারভাইজার ওয়াকফে নও

ঢাকায় বিজয় দিবস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ২০/১২/৯২ইং থেকে ২২-১২-৯২ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা-এর উদ্যোগে "বিজয় দিবস টুর্নামেন্ট" অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন মোহতারম হাফেয মোযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মোহতারম হামিদ নসরুল্লাহ সাহেব, ম: খো: আ: বাংলাদেশ-এর সদর মোহতরম মোহাম্মদ আবদুল হাদী সাহেব, অন্যান্য বুযুর্গানে দীন, খেলোয়ার বৃন্দ, খাকসার, খোদ্দাম ও আতফাল। প্রতিযোগিতার বিষয়ের মধ্যে ছিল ব্যডমিন্টন, দাবা ও টেবিল টেনিস। প্রতিযোগী চ্যাম্পিয়ান ও রানার্সআপ এর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আবদুল আলীম খান চৌধুরী, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ কভারের ৩য় পৃঃ পর)

আহমদীয়া মসজিদ ভেঙ্গে মুসল্লীরা এর ইট, রড, সিমেন্ট লুট করে নিয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর ভারতের কট্টর হিন্দুরা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। এরপর সপ্তাহ কালব্যাপী ভাঙ্গা হয় বহু মসজিদ আর মন্দির ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে। লুটপাট আর অগ্নি-সংযোগ করা হয় নিরীহ মানুষের বাড়ী ঘরে, দোকান পাটে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, যারা উপাসনালয় বিনষ্ট করে এবং তাতে আল্লাহ্‌র নাম নিতে বাঁধা দেয় তারা ইহকালে যেমন লাঞ্ছিত হবে তেমনি তারা পর-কালেও মহাশাস্তি ভোগ করবে (বাকারা, ১১৫ আয়াত)। আল্লাহ্‌র এই বাণীর সত্যতা আগামীতে জগদ্বাসী দেখতে পাবে।

আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, "হে স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! সেই দিন আসার পূর্বেই সতর্ক হও। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করে ফেল।"

আশা করি বর্তমান যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের সকল মত ও পথের মানুষ ঐশী শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি মারামারি পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান করে এই অশান্ত পরিবেশকে প্রকৃত শান্তিনিকেতনে পরিণত করবে। আল্লাহতা'লা সকল ধর্মের মানুষকে সুবুদ্ধি দান করুন, মোল্লা পুরোহিতদের ধর্মের নামে প্রচারিত অধর্ম থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করুন, আমীন।

ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সরকারত্রয়ের কাছে আমাদের দাবী তারা নিজ নিজ দেশের ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ ও মন্দিরগুলি পুনঃ নির্মাণ করে, উগ্র ধর্মীয় দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, দাঙ্গাবাজদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন। অন্যথায় তারাও ঐশী শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবেন না। আল্লাহতা'লা শাসকদেরকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার শক্তি দান করুন এবং খোদায়ী আযাব থেকে রক্ষা করুন, আমীন। (নির্বাহী সম্পাদক)।

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আতফাল দিবস পালিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে ২৫শে ডিসেম্বর "আতফাল দিবস" পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৮-১৯ তারিখ ২ দিন ব্যাপী খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫শে ডিসেম্বর তাহাজ্জুদ নামায বাজামাত ও নামাযে ফজর আদায় করার পর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাস্তার পর মার্চ পাষ্ট ও পতাকা উত্তোলনের পর লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেয়া হয়। এরপর দুপুরের খাবারে আপ্যায়ন করা হয়। দুপুরের খাবারের সময় ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও নানাভাই আতফালের সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

বাদ জুমুআ সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন।

শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, নাযেম আতফাল

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ কভারের ৩য় পৃঃ পর)

আহমদীয়া মসজিদ ভেঙ্গে মুসল্লীরা এর ইট, রড, সিমেন্ট লুট করে নিয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর ভারতের কট্টর হিন্দুরা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। এরপর সপ্তাহ কালব্যাপী ভাঙ্গা হয় বহু মসজিদ আর মন্দির ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে। লুটপাট আর অগ্নিসংযোগ করা হয় নিরীহ মানুষের বাড়ী ঘরে, দোকান পাটে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন যে, যারা উপাসনালয় বিনষ্ট করে এবং তাতে আল্লাহ্র নাম নিতে বাঁধা দেয় তারা ইহকালে যেমন লাঞ্ছিত হবে তেমনি তারা পরকালেও মহাশাস্তি ভোগ করবে (বাকারা, ১১৫ আয়াত)। আল্লাহ্র এই বাণীর সত্যতা আগামীতে জগদ্বাসী দেখতে পাবে।

আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, "হে স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! সেই দিন আসার পূর্বেই সতর্ক হও। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করে ফেল।"

আশা করি বর্তমান যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষের এই আহ্বানে সারা দিয়ে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের সকল মত ও পথের মানুষ ঐশী শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি মারামারি পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান করে এই অশান্ত পরিবেশকে প্রকৃত শান্তিনিকেতনে পরিণত করবে। আল্লাহতা'লা সকল ধর্মের মানুষকে সুবুদ্ধি দান করুন, মোল্লা পুরোহিতদের ধর্মের নামে প্রচারিত অধর্ম থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করুন, আমীন।

ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সরকারত্রয়ের কাছে আমাদের দাবী তারা নিজ নিজ দেশের ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ ও মন্দিরগুলি পুনঃ নির্মাণ করে, উগ্র ধর্মীয় দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, দাঙ্গাবাজদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন। অন্যথায় তারাও ঐশী শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবেন না। আল্লাহতা'লা শাসকদেরকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার শক্তি দান করুন এবং খোদায়ী আযাব থেকে রক্ষা করুন, আমীন। (নির্বাহী সম্পাদক)।

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আতফাল দিবস পালিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে ২৫শে ডিসেম্বর "আতফাল দিবস" পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৮-১৯ তারিখ ২ দিন ব্যাপী খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫শে ডিসেম্বর তাহাজ্জুদ নামায বাজামাত ও নামাযে ফজর আদায় করার পর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাস্তার পর মার্চ পাষ্ট ও পতাকা উত্তোলনের পর লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেয়া হয়। এরপর দুপুরের খাবারে আপ্যায়ন করা হয়। দুপুরের খাবারের সময় ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও নানাভাই আতফালের সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

বাদ জুমুআ সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন।

শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, নাযেম আতফাল

সম্পাদকীয়ঃ

সবার জন্যে ভালবাসা কারো জন্যে ঘৃণা নয়

আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেছিলেন,—“আমি সকল মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু এবং আর্যদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে, পৃথিবীতে কারো প্রতি আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি মানবজাতির প্রতি যেরূপ ভালবাসা পোষণ করি তা সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী মায়ের ভালবাসার অনুরূপ, এমনকি তার চেয়েও বেশী।” তিনি বলেছেন, পাপীকে নয় বরং পাপকে তিনি ঘৃণা করেন। পাপীর উদ্ধারের জন্যই তো তিনি ‘মাহদী’ খেতাব প্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। তিনি অস্ত্র দ্বারা নয়, প্রেম, প্রীতি, সেবা এবং ভালবাসার দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করতে এসেছিলেন। তিনি যুদ্ধ রহিত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, তরবারি দিয়ে নয় কলম দিয়ে জেহাদ কর। তরবারি মানুষের দেহকে জয় করতে পারে, আর কলম দিয়ে অন্তর জয় করা যায়।

তিনি লিখেছেন,—“আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখার কারণে আমরা এক মণ্ডলীভুক্ত। এভাবে আমরা সবাই মানুষ হিসাবে এক জাতি।” তিনি বলেন, “সে ধর্মই নয়, যার মধ্যে সার্বজনীন সহানুভূতি নেই, এবং সে মানুষও মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতি নেই।” তিনি বলেছেন, “আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপরিসীম ও ব্যাপক; তা সকল জাতি, সকল দেশ ও সমস্ত কালকে বেষ্টন করে আছে। ……অতএব, আমাদের খোদার যখন এই নীতি তখন আমাদেরও এই নীতির অনুসরণ করা কর্তব্য।” তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে (আহমদীদেরকে) নির্দেশ দিয়েছেন, “যদি কোন প্রতিবেশী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগে আর সে যদি নির্বাপিত করতে সচেষ্ট না হয় তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।……যদি আমার কোন শিষ্য দেখে যে, কোন খৃষ্টানকে কেউ হত্যা করতে চায় আর সে যদি তা প্রতিরোধ না করে তাহলে আমি স্পষ্ট বলছি যে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।”

বিগত ১৭ই অক্টোবর কানাডার অন্টারিও এলাকার মেপলেতে আহমদীয়া মসজিদ উদ্বোধন কালে আহমদীয়া মুসলিম আন্তর্জাতিক নেতা খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর সকল ধর্মের উপাসনালয় রক্ষা করা প্রকৃত মুমেনের কর্তব্য। উপগ্রহের মাধ্যমে এই বাণী পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে প্রচার করা হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ২৯শে অক্টোবর ঢাকায় আহমদীয়া মসজিদে হামলা করে মোল্লারা এর ক্ষতি সাধন করে, পবিত্র কুরআন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ২৭শে নভেম্বর রাজশাহীতে

(অবশিষ্টাংশ ৮৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আহ্মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury